দ্য ফিফ্‌থ মাউন্টিন

পাওলো কোয়েলহো

অনুবাদ। শওকত হোসেন

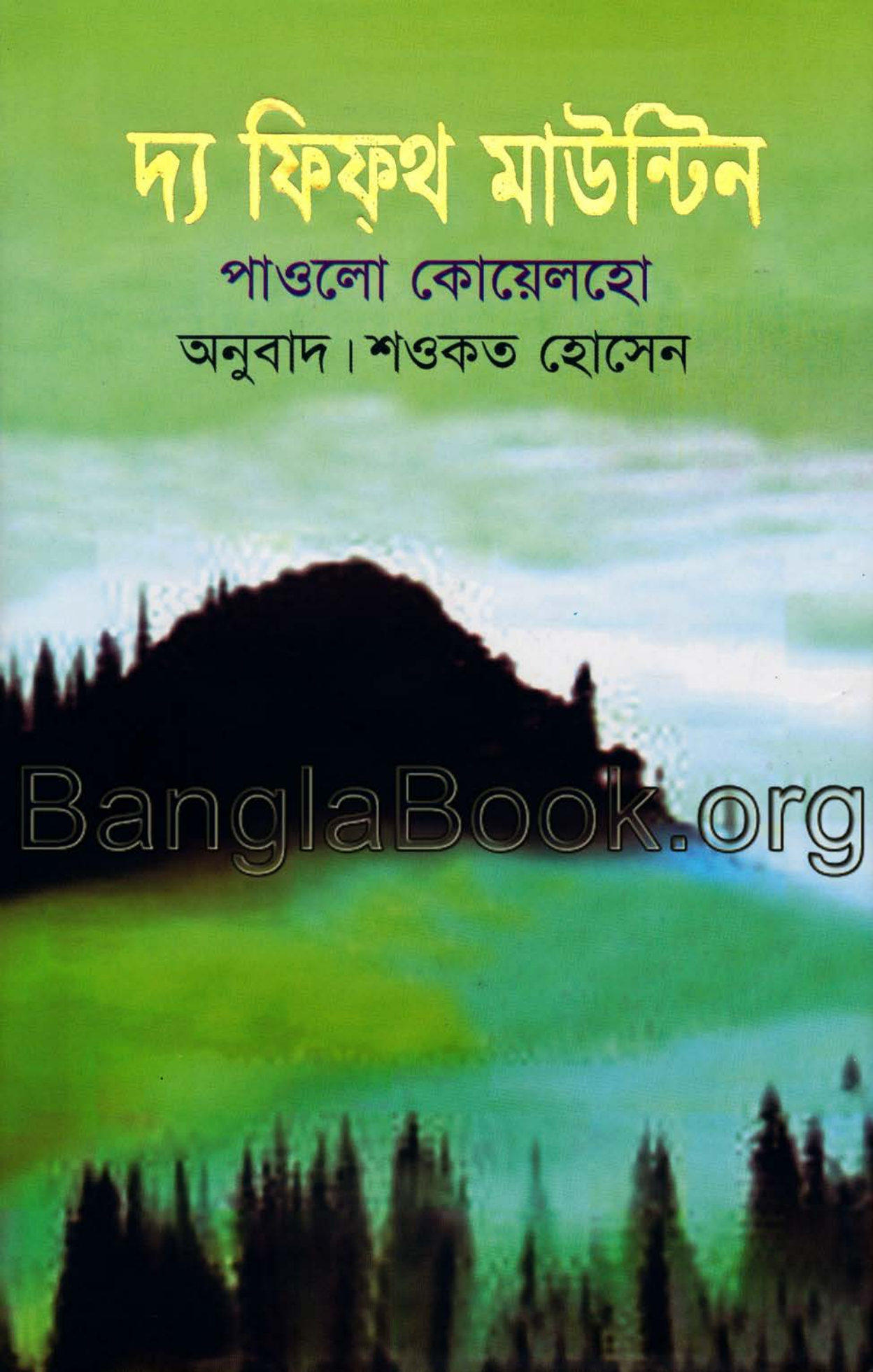

BanglaBook.org

নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে ২৩ বছর বয়সী এলিযাহ পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন অপরূপ শহর আকবারের এক বিধবা ও তার ছেলের কাছে। স্বৈরাচার আর যুদ্ধবিগ্রহের এক বিশৃঙ্খল জাতির সুস্থতা বজায় রাখার সংগ্রাম চালাতে গিয়ে এবার তিনি বাধ্য হলেন সদ্য আবিস্কৃত প্রেম আর দায়িত্ববোধের ভেতর একটিকে বেছে নিতে।

এক বর্ণিল মধ্যপ্রাচ্যের নাটকীয়তা আর ষড়যন্ত্র তুলে ধরে পাওলো কোয়েলহো এলিযাহর প্রয়াসকে বিশ্বাস ও ভালোবাসার এক অনুপ্রেরণাদায়ী কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন, দেখিয়েছেন কেমন করে তা ট্র্যাজিডিকে ছাপিয়ে উঠে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি শহরকে আবার গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

"কোয়েলহোর লেখা অসাধারণ কাব্যিক... তিনি আমাকে আনন্দিত করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলেন।"

—দ্যা এক্সপ্রেস।

"লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে উন্নত করে তোলার প্রভাব রয়েছে তাঁর রচনায়।"

—দ্য টাইমস।

"প্রকাশনার বিস্ময় আখ্যা লাভ করার মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একজন।"

—ইন্ডিপেন্ডেন্ট অন সাণ্ডে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ব্রাযিলে জন্মগ্রহণকারী পাওলো কোয়েলহো বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় লেখকে পরিণত হয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয়তম বই দ্য আলকেমিস্টের জন্যে বিখ্যাত পাওলো কোয়েলহোর বই ২৭ মিলিয়ন কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে, অনূদিত হয়েছে ৪৫টি ভাষায়। অসংখ্য সম্মানজনক পুরস্কারের অধিকারী পাওলো কোয়েলহোর রয়েছে জাতিকে অনুপ্রাণিত করার আর মানুষের হাল বদলে দেওয়ার লেখনি শক্তি।

অনুবাদক

শওকত হোসেনের আদি নিবাস চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুর গ্রামে। বাবার বিচার বিভাগীয় চাকরির সুবাদে বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে দেশের বিভিন্ন শহরে। বই পড়ার অদম্য নেশা পেয়েছেন বই-প্রেমী মায়ের কাছ থেকে। বলতে গেলে *রানওয়ে জিরো-এইট* অনুবাদের মাধ্যমে হঠাৎ করেই লেখালেখির শুরু। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টারস করেছেন শওকত হোসেন, বর্তমানে একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত।

ব্রাযিলের জনপ্রিয়তম লেখক

পাওলো কোয়েলহো

দ্য ফিফ্‌থ মাউন্টিন

*

অনুবাদ: শওকত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কথামেলা
কথামেলা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্য ফিফ্‌থ মাউন্টিন
মূল : পাওলো কোয়েলহো
অনুবাদ : শওকত হোসেন
প্রকাশক | আবদুর রউফ বকুল
কথামেলা প্রকাশন
৩৮/৪, বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৭১২-৪৭৪৩০৭
প্রথম প্রকাশ | বইমেলা, ২০০৯
অনুবাদস্বত্ব | অনুবাদক
প্রচ্ছদ | জাহাঙ্গীর আলম
মুদ্রণ | অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
মূল্য | একশত আশি টাকা মাত্র

The Fifth Mountain | by Poulo Coelho Translated by Saokot Hossain
Published by Abdur Rauf Bakul. Kathamela Prokashan
38/4, BanglaBazar, Dhaka-1100
Cover Design: Jahangir Alam
First Published in Book Fair 2009
Price: 180.00 Only
US $ 4.00
ISBN-984-70336-0003-3

উৎসর্গ

এ্যানিকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তিনি আরও কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, কোন ভাববাদী স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না। আর আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এলিয়র সময় যখন তিন বৎসর ছয় মাস পর্য্যন্ত আকাশ রুদ্ধ ছিল, ও সমুদয় থেকে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল, কিন্তু এলিয়র তাহাদের নিকটে প্রেরিত হন নাই, কেবল সীদোন দেশের সারিফতে এক বিধবা স্ত্রীলোকের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

ল্যূক ৪: ২৪–২৬

লেখকের কথা

****

আমার *দ্য আলকেমিস্ট* বইয়ের মূল কথা নিহিত ছিল একটি বাক্যে যেখানে রাজা মেলচিদেক রাখাল ছেলে সান্তিয়াগোকে বলছেন: "তুমি যখন কিছু কামনা করো, গোটা মহাবিশ্ব তখন সেটা পেতে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।"

আমি মনপ্রাণ দিয়ে এ কথা বিশ্বাস করি। তবে কারও নিজস্ব নিয়তিতে বাস করার বিষয়টি আমাদের বোধের অগম্য কতগুলো ধারাবাহিক পর্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলোর উদ্দেশ্য সব সময়ই আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পথের কাহিনীতে নিয়ে যায়–কিংবা আমাদেরকে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভে বাধ্য করে। মনে হয় আমার নিজের জীবনেরই একটা ঘটনা বর্ণনা করে কী বলতে চাইছি সেটা আরও বিষদভাবে তুলে ধরতে পারব।

১২ই আগস্ট, ১৯৭৯ সালে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ঘুমুতে গিয়েছিলোম আমি: তিরিশ বছর বয়সেই আমি রেকর্ডিং এক্সিকিউটিভ হিসাবে ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। আমি তখন ব্রাযিলে সিবিএস-এর পক্ষে আর্টিটিস্টিক ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করছিলাম। কোম্পানির মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তলব করা হয়েছিল আমাকে। আমার যে বিশেষ এলাকায় কাজ করার কথা সেজন্যে নিশ্চিতভাবেই সব ব্যবস্থা করে দেবে ওরা। অবশ্যই আমার বিশাল স্বপ্ন–একজন লেখক হওয়া–একপাশে সরিয়ে রাখতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? হাজার হোক, বাস্তব জীবন আমার কল্পানার চেয়ে অনেক আলাদা: ব্রাযিলে লেখালেখি করে পেট চালানোর কোনও উপায় ছিল না।

সেরাতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম আমি: স্বপ্নকে বিসর্জন দেব। পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে সুযোগের সদ্ব্যাবহার করাটাই আসল। আমার মন প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলে যখন ইচ্ছে গান লিখে মনকে প্রবোধ দেওয়া যাবে। এছাড়া, মাঝে সাঝে পত্রপত্রিকার জন্যেও দুএক কলম লেখা যাবে। এছাড়া, আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার জীবন ভিন্ন একটা পথ বেছে নিয়েছে, সেটাও কম উত্তেজনাকর নয়। সঙ্গীতের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মাঝে আমার জন্যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে: কোনও রকম ব্যাখ্যা ছাড়াই জানিয়ে

BanglaBook.org

দেওয়া হল আমাকে ছাঁটাই করা হয়েছে। পরের দুটি বছর অনেকের দরজায় মাথা ঠুকে মরলেও কোথাও আর একই রকম আরেকটা কাজের দেখা মেলেনি।

দ্য ফিফথ মাউন্টিন লেখার কাজ শেষ করার পর সেই ঘটনা–আর আমার জীবনের অন্যান্য অনিবার্য বিভিন্ন ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। যখনই নিজেকে পরিস্থিতির নিয়ন্তা মনে হয়েছে, ঠিক তখনই এমন একটা কিছু ঘটেছে যার ফলে বিপর্যস্ত হয়ে গেছি আমি। নিজেকে প্রশ্ন করেছি: কেন? এমন কি হতে পারে যে কোনও কিছুরই শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব না আমি, এমনই অভিশপ্ত আমার জীবন? ঈশ্বর কি এতটা নির্দয় হতে পারেন? আমাকে তিনি দিগন্তে খেজুর গাছের দেখা দেন কি কেবলই মরুপ্রান্তরে তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে মরার জন্যে?

ব্যাপারটা যে আসলে তা নয়, বুঝতে অনেক দিন লেগে গিয়েছিল। আমাদের জীবনে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা কেবল আমাদের ব্যক্তিগত কাহিনীকে প্রকৃত পথে ফিরিয়ে আনার জন্যেই দেখা দেয়। অন্যান্য ব্যাপারস্যাপার ঘটে যাতে আমরা যা শিখেছি সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। এবং সবশেষে, আমাদেরকে *শিক্ষা* দেওয়ার জন্যে একটা কিছু দেখা দেয়।

আমার *দ্য প্রিলগ্রিমেজ* বইতে আমি বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছি যে এইসব জিনিসের সঙ্গে দুঃখ-বেদনাকে এক করে দেখার প্রয়োজন নেই; শৃঙ্খলা এবং মনোযোগ দেওয়াই যথেষ্ট। যদিও আমার জীবনে এই উপলব্ধি একটা গুরুত্বপূর্ণ আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তাতে করে পুরোপুরি শৃঙ্খলা আর মনোযোগ সত্ত্বেও জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু কঠিন সময়কে পেরিয়ে যেতে সক্ষম করে তোলেনি।

এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। সিরিয়াস ধরনের পেশাদার ছিলাম আমি। আমার ভেতরের সেরাটুকু উজার করে দিতে সবসময় চেষ্টা করেছি। আমার মাথায় এমন সব ধারণা ছিল যেগুলোকে আজও মূল্যবান বলে মনে করি। কিন্তু যখন সবচেয়ে বেশী আত্মবিশ্বাসী আর নিশ্চিত ছিলাম তখনই ঘটে গেছে অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারটা। আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা আমার একার নয়। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে অনিবার্য স্পর্শ করে গেছে। কেউ সাড়া দিয়েছে, অন্যরা হাল ছেড়ে দিয়েছে–কিন্তু আমাদের সকলেই ট্র্যাজিডির পাখার ছোঁয়া পেয়েছি।

কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে এলিযাহকে আকবারের দিন আর রাতের ভেতর আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে দিয়েছি আমি।

BanglaBook.org

সূচনা

***

খৃস্টপূর্ব ৮৭০-এর গোড়ার দিকে ফিনিশিয়া নামে পরিচিত একটি জাতি, ইসরায়েলিরা যাদের লেবানন বলে ডাকত, প্রায় তিনশো বছর শান্তির সময় পার করেছিল। এখানকার বাসিন্দারা তাদের সাফল্যে গর্ব বোধ করত; তারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ছিল না বলে অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকা এক জগতে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্যো আলোচনার এক সুনিপূন কৌশল গড়ে তুলেছিল। আনুমানিক ১০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দের দিকে ইসরায়েলের রাজা সোলোমোনের সঙ্গে সম্পাদিত এক মৈত্রীর অধীনে এর নৌবহরগুলো আধুনিকায়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ পায়। সেই থেকে ফিনিশিয়ার সমৃদ্ধি আর থেমে থাকেনি।

এখানকার নাবিকেরা স্পেইন আর অ্যাটলান্টিক সাগরের মতো দুরবর্তী এলাকায় গেছে। এখনও নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি তবে উত্তরপুর্ব এবং দক্ষিণ ব্রাযিলে তারা লিপি রেখে গেছে বলে অনুমান করা হয়। এরা কাঁচ, সিডার, অস্ত্র-শস্ত্র, ইস্পাত আর আইভোরি নিয়ে গেছে। সিদন, টায়ার আর বিবলসের মতো বড় শহরগুলোর বাসিন্দারা সংখ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবনিকাশ, মদ প্রস্তুত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল এবং প্রায় দুশো বছর ধরে লেখার জন্যে বর্ণমালা ব্যবহার করে আসছিল, গ্রিকরা যাকে *অ্যালফাবেট* বালে জানত।

খৃস্টপূর্ব ৮৭০ সালের শুরুর দিকে সুদুর নিনেভে নামে এক জায়গায় এক যুদ্ধ সভা মিলিত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার দেশগুলো অধিকার করে নেওয়ার লক্ষ্যে অসিরিয় জেনারেলদের একটা দল সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথম আক্রমণ চালানোর জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছিল ফিনিশিয়াকে।

খৃস্টপূর্ব ৮৭০ সালের শুরুতে ইসরায়েলের গিলিদের এক আস্তাবলে গা ঢাকা দিয়ে আছেন দুজন লোক, আগামী কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

BanglaBook.org

প্রথম পর্ব

*

****

"এমনই এক প্রভুর সেবা করেছি যিনি এখন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে ছেড়ে গেছেন," বললেন এলিযাহ।

"ঈশ্বর ঈশ্বরই," বললেন লেভাই। "মোজেসকে ভালো বা খারাপ কোনওটাই বলেননি তিনি। স্রেফ বলেছেন: আমি। সূর্যের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবই তিনি–বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয় যে বিদ্যুৎ তাতেও যেমন আছেন আবার যে হাত আবার সেই বাড়ি গড়ে তোলে সেখানেও আছেন।"

ভয় তাড়ানোর এটাই একমাত্র উপায়: কথা বলা। যেকোনও মুহূর্তে সৈন্যরা এসে ওঁদের লুকিয়ে থাকার এই আস্তাবলের দরজা খুলে নজর চালাবে, দেখে ফেলবে দুজনকেই। ওদের সামনে একটা বিকল্পই তুলে ধরবে তারা: ফিনিশিয় দেবতা বাআলের পূজা করো, নয়ত মর। ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা, পয়গম্বরদের হয় ধর্মান্তরিত করছে নয়ত মেরে ফেলছে।

লেভাই হয়ত ধর্ম বদলে বেঁচে যাবেন, কিন্তু এলিযাহর সামনে অন্য কোনও পথ খোলা নেই: তাঁর নিজের দোষেই ঘটছে এসব। যেকোনও অবস্থাতেই তাঁর কল্লাই পেতে চাইবেন জেযেবেল।

"প্রভুরই এক দেবদূত আমাকে রাজা আহাবকে একথা বলে সতর্ক করে দিতে বলেছিলেন যে যতদিন ইসরায়েলের মাটিতে বাআলের পূজা হচ্ছে ততদিন বৃষ্টি হবে না," যেন বা দেবদূতের কথামতো কাজ করেছেন বলে এখন তিনি প্রায় ক্ষমা চাইছেন। "কিন্তু ঈশ্বর কাজে তাড়াহুড়ো করেন না; খরা দীর্ঘস্থায়ী হতে শুরু করার পর রাজকুমারি জেযেবেল আগেই প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত সবাইকে নাশ করে ফেলবেন।"

লেভাই কিছু বললেন না। মনে মনে বাআলের ধর্ম গ্রহণ করবেন নাকি প্রভুর নামে জীবন উৎসর্গ করবেন স্থির করার প্রয়াস পাচ্ছেন তিনি।

"ঈশ্বর কে?" বলে চললেন এলিযাহ, "তিনি কি তাদের যারা সৈন্যের তলোয়ার বহন করে; জল্লাদের তলোয়ার যা আমাদের গোত্রপিতাদের বিশ্বাস ত্যাগ করবে না? তিনি কি আমাদের দেশের মাটিতে একজন বিদেশী

BanglaBook.org

রাজকুমারিকে আধিষ্টিত করেছেন, যাতে আমাদের উত্তর পুরুষের উপর এই গজব চলে? ঈশ্বর কি বিশ্বাসী, নিরীহ আর মোজেসের অনুসরণকারীদেরই হত্যা করেন?"

সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন লেভাই: মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। এবার হাসতে শুরু করলেন, কারণ এখন আর মৃত্যুর কথা ভেবে ভয় লাগছে না। পাশের তরুণ পয়গম্বরের দিকে তাকালেন তিনি। তাঁকে শান্ত করার প্রয়াস পেলেন। "আপনি যেহেতু তাঁর সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করছেন তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন," বললেন তিনি। "আমি আমার নিয়তি মেনে নিয়েছি।"

"প্রভু আমাদের কিছুতেই করুণাহীনভাবে মরতে দিতে পারেন না," জোর করলেন এলিযাহ।

"ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। আমরা যাকে ভালো বলি তিনি কেবল সেগুলোতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে আমরা তো তাঁকে আর সর্বশক্তিমান বলে ডাকতাম না। তিনি তখন মহাবিশ্বের কেবল একটা অংশের উপর আধিপত্য করতেন। আরও ক্ষমতাশালী কেউ থাকতেন তখন। তখন তিনি আবার তাঁর কাজকর্মের উপর নজরদারি করতেন। সেক্ষেত্রে আমি তখন সেই বেশী ক্ষমতাবানেরই উপাসনা করতাম।"

"তিনি যদি সর্বশক্তিমানই হবেন তাহলে যারা তাঁকে ভালোবাসে কেন তিনি তাদের দুঃখদুর্দশা কমিয়ে দেন না? কেন তিনি তাঁর শত্রুদের শক্তি আর মহিমা দেওয়ার বদলে তাদের বাঁচান না?"

"জানি না," বললেন লেভাই। "একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। অচিরেই সেটা জানার আশা করছি আমি।"

"এই প্রশ্নের জবাব তোমার জানা নেই।"

"না।"

চুপ হয়ে গেলেন দুজন। ঘামের একটা শীতল ধারা অনুভব করলেন এলিযাহ।

"আপনি শঙ্কিত, কিন্তু আমি আমার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি," বললেন লেভাই। "এই যন্ত্রণার অবসান ঘটানোর জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি। যতবার বাইরে আর্তনাদ শুনছি ততবারই আমার পালা আসার পর কেমন লাগবে ভেবে কষ্ট পাচ্ছি। এখানে বন্দী থাকা অবস্থায় শতবার মরেছি আমি, অথচ একবারই মরণ হত আমার। যদি মাথা কাটাই যায় তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে ফেলাই ভালো।"

ঠিকই বলেছেন তিনি। এলিযাহও একই আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন।

BanglaBook.org

সহ্যের অতীত কষ্ট পেয়েছেন তিনি।

"আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে। কয়েক ঘণ্টা বেশী বেঁচে থাকার জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

উঠে আস্তবালের দরজা খুললেন তিনি। রোদের আলোকে যেন ওদের উন্মুক্ত করে দেওয়ার সুযোগ করে দিলেন।

*

ওর বাহু ধরলেন লেভাই। হাঁটতে শুরু করলেন ওরা। কেউ না কেউ আর্তনাদ করছেই। নইলে দিনটাকে অন্য যেকোনও দিনের মতোই মনে হত—সূর্যটা কোনওমতে আকাশকে রাঙিয়ে তুলেছে, তাপমাত্রাকে কমিয়ে দেওয়ার জন্যে দুর সাগর থেকে ভেসে আসছে মৃদু হাওয়া, পথঘাট নোংরা, মাটি আর খড়ের মিশেলে বানানো বাড়িঘর।

"আমাদের আত্মা মৃত্যুভয়ের হাতে বন্দী। অথচ আজকের দিনটা কত সুন্দর," বললেন লেভাই। "এর আগে বহুবার যখনই ঈশ্বর আর জগতের সঙ্গে শান্তি বোধ করেছি, তাপমাত্রা ছিল ভয়ানক, মরু হাওয়া আমার চোখ ভরিয়ে দিয়েছে। চোখের সামনে মেলে ধরা হাত পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আমরা যা ভাবি বা আমরা যেমন আশা করি তা সব সময় তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে মেলে না, তবে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন এসবের পেছনে নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে।"

"তোমার বিশ্বাসের তারিফ করি।"

আকাশের দিকে তাকলেন লেভাই, যেন চট করে ভেবে নিচ্ছেন। এবার এলিযাহর দিকে ফিরলেন। "তারিফ করবেন না, খুব বেশী বিশ্বাস করবেন না; আমি নিজের সাথে বাজি ধরেছি। ঈশ্বর আছেন বলে বাজি ধরেছি।"

"তুমি একজন পয়গম্বর," জবাব দিলেন এলিযাহ। "তুমিও ওহি শুনতে পাও। জান, এই জগতের বাইরেও একটা জগত আছে।"

"সেটা আমার কল্পনাও হতে পারে।"

"তুমি ঈশ্বরের নিদর্শন দেখেছ," জোর করলেন এলিযাহ, সঙ্গীর কথাবার্তায় কেমন যেন উদ্বেগ বোধ করেছেন।

"আমার কল্পনাও হতে পারে," আবার একই জবাব এল। "বাস্তবে আমার কাছে একমাত্র জোরাল যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে বাজি: নিজেকে আমি বুঝিয়েছি, সবকিছুই আসে পরম পবিত্রের কাছ থেকে।"

BanglaBook.org

*

রাস্তাঘাট জনহীন। ঘরের ভেতরের লোকজন আহাবের সৈন্যদের বিদেশী রাজকুমারির ইচ্ছামাফিক কাজ শেষ করার অপেক্ষায় রয়েছে: ইসরায়েলের পয়গম্বরদের হত্যা করা। লেভাইয়ের পাশাপাশি হাঁটছেন এলিযাহ, বুঝতে পারছেন প্রতিটি দরজা-জানালার ওপাশ থেকে কেউ না কেউ ওর উপর নজর রাখছে–ঘটনার জন্যে তাঁকেই দায়ী করছে।

"আমি পয়গম্বর হতে চাইনি। হয়ত সবই আমার কল্পনার ফল," ভাবলেন এলিযাহ।

কিন্তু কাঠমিস্ত্রির দোকানে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর তা যে সত্যি হতে পারে না, জানেন তিনি।

*

ছেলেবেলা থেকেই ওহি শুনে এসেছেন তিনি, দেবদূতদের সাথে কথা বলেছেন। এই সময়েই বাবা আর মায়ের কথায় ইসরায়েলের একজন যাজকের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। এই যাজক অনেক প্রশ্ন করার পর এলিযাহকে একজন *নবী*–পয়গম্বর–বলে শনাক্ত করেন। "আত্মার পুরুষ," যিনি, "নিজেকে ঈশ্বরের বাণীতে মহিমান্বিত করে তোলেন।"

তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা আলাপ করার পর যাজক তাঁর বাবা-মাকে বলেছিলেন, এই ছেলেটি যাই বলুক না কেন তাতে যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ওরা সেখান থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর বাবা-মা বলে দিয়েছিলেন এলিযাহ যেন ওখানে যা দেখেছেন বা শুনেছেন তা কাউকেই না বলেন। পয়গম্বর হওয়ার মানে সরকারের সাথে সম্পর্ক থাকা। এটা সব সময়ই বিপজ্জনক।

সে যাই হোক এলিযাহ কখনওই এমন কিছু শোনেননি যা যাজক বা রাজাদের কৌতূহলী করে তুলতে পারে। তিনি কেবল তাঁর গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কথা বলেছেন আর নিজের জীবন সম্পর্কে পরামর্শ শুনেছেন। অনেক সময় এমন সব দিব্য দর্শন হয়েছে তাঁর যার মানে তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। দূরবর্তী সাগর, অদ্ভুত প্রাণীতে ভরা পাহাড়সারি, ডানা আর চোখঅলা চাকা। এইসব দিব্যদর্শন মিলিয়ে যাওয়ামাত্রই বাবামায়ের অনুগত বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো ভুলে যাবার চেষ্টা করেছেন।

একারণে ওহি আর দিব্যদর্শনের সংখ্যা ক্রমেই কমে এসেছে। বাবা-মা

BanglaBook.org

খুশি হয়েছেন। তারা আর এ প্রসঙ্গে কথা বলেননি। নিজের মতো করে চলার বয়স হল যখন, তারা ওকে একটা ছোটখাট ছুতোর মিস্ত্রির দোকান খোলার জন্যে টাকা ধার দিলেন।

*

বারবার তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে জিলিদের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রথামাফিক চামড়ার জোব্বা আর স্যাসে গায়ে অন্যান্য পয়গম্বরদের দেখতেন। তাঁরা বলে বেড়াতেন যে মনোনীত জাতিকে পথ দেখানোর জন্যে প্রভু তাঁদের বেছে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বেলায় আসলেই তেমনটা হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর পক্ষে কখনওই নেচে বা নিজেকে কষ্ট দিয়ে ঘোরের ভেতর চলে যাওয়া সম্ভবপর হত না যা কিনা "ঈশ্বরের বাণীতে মহীয়ান হয়ে ওঠাদের" জন্যে মামুলি ব্যাপার ছিল। কারণ তিনি যন্ত্রণাকে ভয় পেতেন। তাঁর পক্ষে কখনওই জিলিদের রাস্তায় চরম পূলকের সময় লাভ করা শরীরের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে ঘুরে বেড়ারো সম্ভব ছিল না, কারণ দারুণ সঙ্কোচে ভুগতেন তিনি।

নিজেকে আর সবার মতো পোশাক-আশাক পরা সাধারণ মানুষ বলেই ভেবে এসেছেন এলিযাহ, যিনি সাধারণ মরণশীলদের মতো একই রকম ভয় আর প্রলোভনে কেবল নিজের আত্মাকেই কষ্ট দেন। কাঠমিস্ত্রীর দোকানে তাঁর কাজকর্ম এগিয়ে চলার সাথে সাথে কণ্ঠস্বরগুলো পুরোপুরি থেমে গিয়েছিল। কারণ যারা বড় আর কাজের লোক তাদের এসবের ফুরসত নেই। ছেলেকে নিয়ে খুশি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর মা-বাবা। বেশ ছন্দোময় আর শান্তিতেই কেটে যাচ্ছিল জীবন।

ছেলেবেলার যাজকের সঙ্গে কথা বলার সেই স্মৃতি কেবলই এক দূরবর্তী স্মৃতিতে পরিণত হয়েছিল। এলিয়াহর একথা বিশ্বাস হত না যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর নির্দেশ তামিল করানোর জন্যে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেনই। ছোট বেলায় যা ঘটেছে সেটা এক অলস ছেলের কষ্ট-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর নিজ শহর জিলিদে এমন সব লোক ছিল যাদের অধিবাসীরা পাগল ঠাউড়াত; এরা গুছিয়ে কথা বলতে পারত না, পাগলামির প্রলাপ থেকে প্রভুর বাণীকে আলাদা করার ক্ষমতা ছিল না তাদের। এরা রাস্তায় রাস্তায় প্রলয়ের কথা বলে দিন কাটাত আর অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকত। কিন্তু তারপরেও যাজকদের কেউই তাদের "ঈশ্বরের বাণীতে মহিয়ান" বলে উল্লেখ করেননি।

শেষ পর্যন্ত এলিয়াহ উপসংহারে পৌঁছেছেন যে যাজকদের পক্ষে কখনওই তাঁরা কী বলছেন তাতে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। "ঈশ্বরের বাণীতে

BanglaBook.org

মহিমান্বিতরা" আসলে পরিণতি সম্পর্কে অনিশ্চিত এক দেশেরই পরিণতি যেখানে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়ছে, যেখানে নিয়মিতভাবে একের পর নতুন সরকার হাজির হচ্ছে। পয়গম্বর আর পাগলের ভেতর কোনও তফাৎ ছিল না।

টায়ারের রাজকন্যা জেযেবেলের সঙ্গে রাজার বিয়ের কথা জানার পর সেটার তাৎপর্য সম্পর্কে তেমন একটা মাথা ঘামাননি তিনি। ইসরায়েলের অন্য রাজারাও একই কাজ করেছেন। তার ফলাফল ছিল অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আর লেবাননের সঙ্গে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য। পাশের দেশের লোকজন অস্তিত্বহীন দেবদেবীদের বিশ্বাস করলে বা পশু কিংবা পাহাড় পর্বতের মতো অদ্ভুত সব জিনিসের পুজা করলে তা নিয়ে মাথা ঘামাননি এলিয়াহ। লেনদেনে তারা ছিল সৎ, সেটাই ছিল আসল কথা।

এলিযাহ তাদের নিয়ে আসা সিডার গাছ কেনা অব্যহত রেখেছেন, কাঠের দোকানে নিজের বানানো জিনিস বিক্রি করেছেন। যদিও তারা কিছুটা উদ্ধত ধরনের ছিল এবং নিজেদের গায়ের রঙ অন্যরকম হওয়ার কারণে ফিনিশিয় বলে দাবী করত, কিন্তু লেবানন থেকে আসা কোনও বণিকই কখনওই ইসরায়েলের অনিশ্চিত পরিস্থিতির সুযোগ নেয়নি। তারা জিনিসপত্রের ন্যায্য দাম চুকিয়ে দিয়েছে, কখনও লাগাতার অভ্যন্তরীণ লড়াই বা ইসরাযেলিদের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

BanglaBook.org

*

সিংহাসনে বসার পর জেযেবেল আহাবকে প্রভুর বদলে লেবাননের দেবদেবীদের পুজা করার আহবান জানিয়েছিলেন।

এটাও আগে ঘটেছে। আহাব সেই আহবান মেনে নেওয়ায় এলিযাহ ক্ষিপ্ত হলেও ইসরায়েলের ঈশ্বরকে মেনে চলেছেন, মোজেসের নির্দেশ অনুসরণ করেছেন। "এসব কেটে যাবে," ভেবেছেন তিনি। "জেযেবেল আহাবকে ভোলাতে পারলেও লোকজনকে ভোলাতে পারবেন না।"

কিন্তু তিনি অন্যান্য নারীর চেয়ে আলাদা। তিনি বিশ্বাস করেন যে সারা দুনিয়ার মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্যেই ঈশ্বর তাঁকে এই দুনিয়ায় এনেছেন। কৌশলে এবং ধৈর্যের সঙ্গে তিনি যারা প্রভুকে ছেড়ে নতুন দেবদেবীকে গ্রহণ করেছে তাদের পুরস্কৃত করতে শুরু করে দিলেন। সামারিয়ায় বাআলের নামে মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিলেন আহাব। সেখানে বেদী বানানো হল। তীর্থযাত্রা শুরু হয়ে গেল। লেবাননের দেবদেবীর পূজা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে।

*

তারপর এমন একটা ব্যাপার ঘটল যা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। একদিন বিকেলে দোকানে একটা টেবিলের কাজ শেষ করছিলেন তিনি। সহসা তাঁর চারপাশের সবকিছু অন্ধকার হয়ে এল। হাজার হাজার আলো জ্বলে উঠতে শুরু করল চারপাশে। মাথায় শুরু হল অসহ্য ব্যথা। এমনটা আর কখনও হয়নি। বসে থাকার চেষ্টা করলেও একটা পেশিও নাড়াতে পারলেন না তিনি।

এটা তাঁর কল্পনা ছিল না।

"আমি মরে যাচ্ছি!" অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে বসলেন তিনি। "এবার জানতে পারব, মারা যাওয়ার পর ঈশ্বর আমাদের কোথায় পাঠান: নক্ষত্রমণ্ডলীর একেবারে কেন্দ্রে।"

একটা আলো অনেক উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। তারপর হঠাৎ, যেন চারদিক থেকেই শোনা গেল আওয়াজটা:

"আর সদাপ্রভুর আজ্ঞা তাহার নিকটে এই বার্তা পৌঁছাইয়া দিল আহাবকে জানাইয়া দাও, ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন নিশ্চিত অস্তিত্ববান, তুমি তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, এইখানে এই বৎসর শিশির ঝরিবে না, বৃষ্টিপাত হইবে নয় আমার নির্দেশ ব্যতিরেকে।"

পরক্ষণেই সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে এল: কাঠমিস্ত্রির দোকান, বিকেলের আলো, রাস্তায় খেলতে থাকা বাচ্চাদের কণ্ঠস্বর।

*

সেরাতে ঘুমালেন না এলিযাহ। অনেক বছরের ভেতর এই প্রথমবারের মতো ছেলেবেলার সেই শিহরণ আবার ফিরে এল তাঁর মাঝে। কিন্তু এবার তাঁর গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল কথা বলেননি, তার চেয়েও বড় "কিছু" ছিল তা; অনেক বেশী ক্ষমতাবান। তাঁর মনে হল ওই নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে তাঁর দোকানের উপর গজব নেমে আসবে।

সকাল নাগাদ নির্দেশ পালন করবেন বলে ঠিক করলেন তিনি। যাহোক, তিনি তো কেবল এমন একটা কিছুর বার্তাবাহক মাত্র যার সাথে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। কাজটা একবার শেষ করতে পারলে ওই কণ্ঠস্বর আর তাঁকে বিরক্ত করবে না।

রাজা আহাবের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা কঠিন ছিল না। অনেক প্রজন্ম আগে, রাজা স্যামুয়েলের সিংহাসনে আরোহনের সময় পয়গম্বরগণ ব্যবসা-

BanglaBook.org

বাণিজ্য আর সরকারে গুরুত্ব পেতে শুরু করেন। তাঁরা বিয়ে করতে পারতেন, বাচ্চাকাচ্চার বাবাও হতে পারতেন, তবে তাঁদের প্রভুর অনুগত থাকতে হত যাতে শাসকগণ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে না পারেন। ট্র্যাডিশন অনুযায়ী এইসব "ঈশ্বরের মহীয়ানদের" কল্যাণে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে; ইসরায়েল তার শাসকদের কারণে টিকে গেছে। তাঁরা সঠিক পথ থেকে সরে গেলেই কোনও না কোনও পয়গম্বর আবার তাঁদের প্রভুর পথে ফিরিয়ে এনেছেন।

রাজ প্রাসাদে পৌঁছানোর পর রাজাকে তিনি বলেছেন ফিনিশিয় দেবতাদের পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত খরা চলবে।

সার্বভৌম রাজা তাঁর কথায় তেমন একটা পাত্তা দেননি, তবে জেযেবেল–আহাবকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেছেন, এলিযাহ কী বলেছেন শুনেছেন মন দিয়ে–তারপর বাণী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন শুরু করেছেন। রানিকে দিব্যদর্শন, মাথার ভেতরের যন্ত্রণা, আর দেবদূতের বাণী শোনার পর সময় স্তব্ধ হয়ে যাবার অনুভূতির কথা খুলে বলেন এলিযাহ। ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময় সবার অলোচনার বিষয় রাজকন্যাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। এমন সুন্দরী নারী আর কখনও দেখেননি। দীর্ঘ কালো চুল নিখুঁত গড়নের শরীরের কোমরের কাছে ঝুলে পড়েছে। সবুজ চোখজোড়া তার গাঢ় অবয়বে ঝলমল করছে, এলিযাহর উপর স্থির হয়ে ছিল সারাক্ষণ। সেই চোখের ভাষা বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। তার কথাগুলো কী প্রভাব ফেলছে বুঝতে পারেননি তাও।

মিশন পূর্ণ করেছেন; এবার আবার নিজের কাঠের দোকানে ফিরে যেতে পারবেন, এমনি বিশ্বাস জেগেছিল তাঁর মনে। ফেরার পথে চব্বিশ বছর বয়সের সমস্ত কামানা নিয়ে তিনি জেযেবেলকে কাছে পেতে চেয়েছেন। ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করেছেন, ভবিষ্যতে তিনি লেবাননের কোনও নারীকে পাবেন কিনা। কারণ ওরা কৃষ্ণ বর্ণ আর রহস্যময় সবুঝ চোখের অপ্সরা।

*

দিনের বাকি অংশ কাজ করে কাটালেন তিনি। রাতে শান্তিতে ঘুমালেন। পরদিন ভোরের আগেই লেভাই তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। জেযেবেল রাজাকে বুঝিয়েছেন যে পয়গম্বরগণ ইসরায়েলের সমৃদ্ধি আর সম্প্রসারণের পথে একটা বাধা। আহাবের সৈন্যরা ঈশ্বরের দেওয়া পবিত্র দায়িত্ব বর্জনে যারা অস্বীকৃতি জানাবে তাদের সবাইকেই মেরে ফেরবে।

BanglaBook.org

অবশ্য এলিযাহকে তেমন কোনও কিছু বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাঁকে হত্যা করা হবে।

তিনি আর লেভাই ৪৫০ জন নবীকে পাইকারীভাবে হত্যা করার সময় জিলিদের একটা আস্তাবলে দুদিন গাঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ পয়গম্বর যাঁরা পথে পথে ঘুরে ঘুরে নিজেদের কষ্ট দিতেন আর দুর্নীতি আর অবিশ্বাসের কারণে কেয়ামত আসন্ন বলে নসিহত করতেন তারা নতুন ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ফেলেছিলেন।

*

তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ, তারপর তীব্র আর্তনাদ। এলিযাহর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল। সচকিত হয়ে সঙ্গীর দিকে তাকালেন তিনি।

"কী ওটা?'

জবাব নেই কোনও। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন লেভাই, একটা তীর ভেদ করে গেছে তার বুক।

ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে আবার ধনুকের ছিলায় তীর লাগাচ্ছে এক সৈনিক। আশপাশে চোখ ফেরালেন এলিযাহ: রাস্তার দিকের সব দরজা-জানালা শক্ত করে আটকানো, আকাশে জলজল করছে সূর্য, সাগরের দিক থেকে বইছে হাওয়া–এই সাগরের কথা অনেক শুনেছেন তিনি, কিন্তু দেখেননি কখনও। দৌড়ানোর কথা ভাবলেন তিনি, কিন্তু জানেন সামনের মোড়ে পৌঁছানোর আগেই ধরা পড়ে যাবেন।

"যদি মরতেই হয়, সেটা যেন পিঠে আঘাত পেয়ে না হয়," ভাবলেন তিনি।

আবার তীর ওঠাল সৈনিক। এলিযাহ অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর ভেতর পালানোর ইচ্ছা বা মৃত্যুভয়, কোনওটাই কাজ করছে না। অন্য কিছুও না। যেন সব কিছু অনেক আগে স্থির হয়ে গেছে। ওরা দুজন–তিনি এবং সৈনিক–স্রেফ অন্য কারও লেখা নাটকে যার যার ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছেন। ছেলেবেলার কথা ভাবলেন তিনি, জিলিদের সকাল আর বিকেলের কথা মনে পড়ল, আসবাবের দোকানের অসমাপ্ত কাজের কথা ভাবলেন। বাবা-মায়ের কথা ভাবলেন যারা কোনও দিনই চাননি। তাদের ছেলে পয়গম্বর হোক। জেযেবেলের চোখ আর রাজা আহাবের হাসির কথা মনে পড়ল তাঁর।

ভাবলেন নিজের ভালোবাসার একটা নারীর দেখা পাওয়ার আগেই মাত্র তেইশ বছর বয়সে এভাবে মরে যাওয়াটা কত বড় বোকামি।

BanglaBook.org

ধনুকের ছিলা ছেড়ে দিল সৈনিক। বাতাস ভেদ করে তেড়ে এল তীরটা। তারপর তাঁর কানের পাশ দিয়ে মৃদু গুঞ্জন তুলে সোজা পেছনের মাটিতে গিয়ে বিঁধল।

আবার তীর সেজে তাক করল সৈনিক। কিন্তু তীর ছোঁড়ার বদলে এলিযাহর দিকে চেয়ে রইল সে।

"রাজা আহাবের সেনদলের সেরা তীরন্দাজ আমি," বলল সে। "গত সাত বছরে আমার তীর কখনও ফস্কায়নি।"

লেভাইয়ের লাশের দিকে তাকালেন এলিযাহ।

"ওই তীরটা আপনাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া।" এখনও টানাটান হয়ে আছে তীরন্দাজের ধনুক। হাতজোড়া কাঁপছে তার। "কেবল পয়গম্বর এলিযাহকেই হত্যা করতে হবে। অন্যরা বাআলের ধর্ম বেছে নিতে পারে," বলল সে।

"তাহলে তোমার কাজ শেষ করো।"

নিজের ঠাণ্ডা ভাব দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন তিনি। আস্তাবলে রাত কাটানোর সময় অনেকবার মৃত্যুর কথা ভেবেছেন, এখন বুঝতে পারলেন খামোকা কষ্ট পেয়েছেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে।

"পারছি না," বলল সৈনিক, এখনও তার হাত কাঁপছে। বারবার দিক বদলাচ্ছে তীর। "চলে যান। আমার সামনে থেকে চলে যান। কারণ আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরই আমার তীরকে লক্ষ্যচ্যুত করেছেন। আমি আপনাকে মারলে আমার উপর অভিশাপ নেমে আসবে।"

এই সময় তিনি আবিষ্কার করলেন যে মৃত্যু তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু মৃত্যুভয় আবার ফিরে এল তাঁর মাঝে। এখনও সাগর দেখার একটা সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা আছে একটা স্ত্রী পাওয়ার, বাচ্চাকাচ্চা লাভ করার। দোকানের কাজ শেষ করার।

"এখনই ঝামেলা চুকিয়ে ফেল," বললেন তিনি। "এই মুহূর্তে আমি শান্ত আছি। তুমি গড়িমসি করলে যা হারাচ্ছি তার জন্যে কষ্ট পাব।"

কেউ এ দৃশ্য দেখেনি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আশপাশে নজর বোলাল সৈনিক। তারপর ধনুক নিচু করে তীরটা আবার তুনে রেখে দিয়ে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এলিয়াহ বুঝতে পারলেন তাঁর পাজোড়া দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখুনি পালাতে হবে তাঁকে। জিলিদ থেকে সটকে পড়তে হবে। আর কখনও যেন বুকের দিকে তাক করে তীর পরানো ধনুক হাতে কোনও সৈনিকের মুখোমুখি হতে না হয়। নিজের নিয়তি বেছে নেননি তিনি। পাড়াপড়শীদের কাছে রাজার

BanglaBook.org

সাথে কথা বলতে পারেন বলে বাগাড়ম্বর করতেও আহাবের কাছে যাননি। পয়গম্বরদের হত্যাযজ্ঞের জন্যে তিনি দায়ী নন। এমনকি একটা বিকেলের জন্যে সময়কে থমকে যেতে দেখে আসবাবপত্রের দোকানটাকে অসংখ্য আলোকবিন্দুতে ভরা একটা অন্ধকার গহবরে পরিণত হতে দেখলেও না।

সৈনিকের ভঙ্গি অনুকরণ করে নিজের চারপাশে তাকালেন তিনি। এখনও লেভাইয়ের জীবন বাঁচানোর কোনও উপায় আছে কিনা সেটা দেখার কথা ভাবলেন। কিন্তু নিমেষে আবার ভয়টা ফিরে এল। কেউ আবার হাজির হওয়ার আগেই পালালেন এলিযাহ।

BanglaBook.org

****

দীর্ঘদিন লোক চলাচল নেই এমন সব পথ ধরে চেরিস নদীর পারে হাজির না হওয়া অবধি বহু ঘণ্টা টানা হাঁটলেন তিনি। নিজের কাপুরুষতার জন্যে লজ্জা বোধ করলেও বেঁচে আছেন বলে খুশি লাগছে তাঁর।

খানিকটা পানি খেয়ে বসার পরেই কেবল নিজেকে কেমন পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করেছেন সেটা বুঝতে পারলেন তিনি: আগামীকাল খেতে হবে তাঁকে, কিন্তু মরুভূমিতে কোথাও খাবার মিলবে না।

কাঠমিস্ত্রির দোকান, অনেক বছরের কাজ আর সবকিছু ফেলে পালাতে বাধ্য হওয়ার কথা ভাবলেন তিনি। পড়শীদের কয়েকজন ওঁর বন্ধু, তবে ওদের কারও উপরই ভরসা রাখতে পারেননি। তাঁর পালানোর খবর নিশ্চয়ই এরই মধ্যে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃত বিশ্বাসীদের শাহাদত বরণের পথে ঠেলে দিয়ে নিজে পালিয়েছেন বলে সবাই ঘৃণা করছে তাঁকে।

অতীতে তিনি যাই করে থাকুন না কেন, এখন কেবল প্রভুর ইচ্ছা পালন করতে মনস্থ করেছেন বলে সেসব শেষ হয়ে গেছে। আগামীকাল এবং তারপরের দিন, সপ্তাহ আর মাসগুলোতে লেবানন থেকে আসা বণিকের দল তাঁর দোকানের দরজায় কড়া নাড়বে। তখন কেউ হয়ত তাদের বলবে দোকানের মালিক পালিয়ে গেছেন; পেছনে রেখে গেছেন একদল নিরীহ পয়গম্বরের মৃত্যুর চিহ্ন। তারা হয়ত বলবে যে তিনি স্বর্গ আর মর্ত্য রক্ষাকারী দেবতাদের ধ্বংস করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই কাহিনী দ্রুত ইসরায়েলের সীমানা পার হয়ে যাবে। লেবাননের সুন্দরী ওই মেয়েদের মতো কাউকে বিয়ে করার কথা এবার ভুলে যেতে পারেন তিনি।

BanglaBook.org

*

"ওই যে জাহাজ দেখা যাচ্ছে।"

হ্যাঁ, জাহাজ দেখা যাচ্ছে। সাধারণত অপরাধী, যুদ্ধবন্দী আর পলাতকদের নাবিক হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তার কারণ এটা সেনাবাহিনীর চেয়েও ঢের বিপজ্জনক একটা পেশা। যুদ্ধে সৈনিকদের জীবন নিয়ে ফিরে আসার একটা সুযোগ সব সময়ই থাকে। কিন্তু সাগর অচেনা জায়গা, সেখানে দৈত্যদানোর বাস; অঘটন যখন ঘটে, সে কাহিনী বলার জন্যে কেউ বেঁচে থাকে না।

জাহাজ বটে ওগুলো, কিন্তু ফিনিশিয় বণিকরা নিয়ন্ত্রণ করছে। এলিযাহ অপরাধী বা কারাবন্দী বা পলাতক কেউ নন, বরং এমন একজন যিনি দেবতা বাআলের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস দেখিয়েছেন। ওরা যখন তাঁকে চিনতে পারবে, মেরে সাগরে ভাসিয়ে দেবে নির্ঘাৎ, কারণ নাবিকেরা বিশ্বাস করে বাআল এবং তাঁর দেবতারা ঝড়বাদলের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

সাগরের দিকে যেতে পারছেন না তিনি। আবার উত্তরে যাওয়াও সম্ভব নয়, কারণ ওদিকে ইসরায়েলের কয়েকটি বিশেষ গোত্র একটা যুদ্ধে জড়িয়ে আছে, এরই মধ্যে দুই প্রজন্ম পেরিয়ে গেছে তার।

*

সৈনিকের সামনে অনুভব করা সেই প্রশান্তির কথা ভাবলেন তিনি। হাজার হোক, মৃত্যু জিনিসটা কী? মৃত্য একটা মুহূর্ত ছাড়া আর কিছুই না। ব্যথা লাগলেও নিমেষে চলে যেত। তারপল প্রভু লর্ড অভ হোস্টস বুকে টেনে নিতেন তাঁকে।

মাটিতে শুয়ে দীর্ঘ সময় আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। লেভাইয়ের মতো বাজি ধরতে চাইলেন। এটা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে কোনও বাজি নয়, কারণ ও নিয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ নেই; বরং তাঁর নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

পাহাড়গুলো দেখেছেন তিনি। প্রভুর দূতের কথামতো অচিরেই দীর্ঘ খরায় আক্রান্ত হতে চলা পৃথিবী দেখেছেন। কিন্তু এখনও কয়েক প্রজন্মের শীতলতা রয়ে গেছে। চেরিস নদী দেখেছেন তিনি। অল্পদিনের ভেতরই আর বইবে না এর পানি। বিনয় আর সমীহের সঙ্গে জগত দেখলেন তিনি, ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানালেন সময় হলে যেন তাঁকে তুলে নেন তিনি।

নিজের অস্তিত্বের কারণ সম্পর্কে ভাবলেন তিনি। কিন্তু কোনও জবাব পেলেন না।

BanglaBook.org

কোথায় যাওয়া উচিত, ভাবলেন; দেখলেন তেমন কোনও জায়গা নেই।

আগামী দিন ফিরে যাবেন তিনি, আত্মসমর্পণ করবেন, তাতে মৃত্যুভয় ফিরে এলেও।

আরও কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকবেন জেনে আনন্দ পাওয়ার প্রয়াস পেলেন তিনি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এই মাত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন, কোনও জীবনের সমস্ত দিনের মতোই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় মানুষ পুরোপুরি অক্ষম।

BanglaBook.org

****

পরদিন জেগে উঠলেন এলিযাহ। আবার চেরিসের জলের দিকে তাকালেন।

আগামীকাল বা আজ থেকে এক বছরের ভেতর এটা সূক্ষ্ম বালি আর মসৃণ পাথরের একটা বিছানায় পরিণত হবে। পুরোনো বাসিন্দারা তখনও জায়গাটাকে চেরিস বলেই ডাকবে। এপথে যারা যাবে তাদের পাথের দিশা দেওয়ার সময় তারা হয়ত বলবে: "জায়গাটা কাছেই বয়ে চলা একটা নদীর ধারে।" তারপর পর্যটকরা হাজির হবে এখানে, গোল গোল পাথর আর সূক্ষ্ম বালি দেখে আপনমনে ভাববে: "এখানে এককালে একটা নদী ছিল।" কিন্তু নদী সম্পর্কে একটা জিনিসই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল এটার পানি আর তখন তাদের তৃষ্ণা মেটাতে বয়ে যাবে না।

নদীর ধারা আর গাছপালার মতো আত্মারও ভিন্ন ধরনের বৃষ্টির দরকার হয়: আশা, বিশ্বাস, বেঁচে থাকার একটা কারণ। সেটা যখন আসে না, দেহ বেঁচে থাকলেও সেই আত্মার সমস্ত কিছুর মৃত্যু ঘটে; লোকে বলতে পারে: "এই দেহে এককালে একটা মানুষের বাস ছিল।"

এখন একথা ভাবার সময় নয়। আস্তাবল থেকে বের হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে লেভাইয়ের সঙ্গে কথোপকথনের কথা ভাবলেন আবার: মাত্র একজনই যথেষ্ট হলে এত অসংখ্য প্রাণহানী থেকে কী লাভ হয়েছে? তিনি স্রেফ জেযেবেলের সৈনিকদের জন্যে অপেক্ষা করলেই পারতেন। নিঃসন্দেহে তারা আসত, কারণ জিলিদ থেকে পালানোর মতো খুব বেশী জায়গা নেই। অপরাধীরা সব সময় মরুভূমিতে পালিয়ে যায়–কয়েক দিনের মধ্যেই সেখানে তাদের লাশ পাওয়া যায়–কিংবা চেরিসে, এখানে চট করে পাকড়াও করাহয় তাদের।

সুতরাং অচিরেই আসবে সৈনিকরা। তাদের দেখে খুশি হবেন তিনি।

*

পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খানিকটা স্ফটিকায়িত পানি পান করলেন তিনি। মুখ ধূলেন, তারপর ধাওয়াকারীদের জন্যে অপেক্ষায় থাকবেন বলে একটা ছায়া খুঁজে

BanglaBook.org

বের করলেন। নিয়তির বিরুদ্ধে কেউই টিকতে পারে না–ইতিমধ্যে চেষ্টা করেছেন তিনি এবং ব্যর্থ হয়েছেন।

তিনি পয়গম্বর, 'যাজকদের' এমন বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি কাঠমিস্ত্রির কাজ বেছে নিয়েছিলেন; কিন্তু প্রভু আবার তাঁকে নিজের পথে টেনে এনেছেন।

তিনি একাই পৃথিবীর বুকে প্রত্যেকর জন্যে প্রভুর নির্ধারিত জীবন পরিত্যাগ করেননি। একসময় বেশ সুন্দর কণ্ঠস্বরের অধিকারী এক বন্ধু ছিল তাঁর, তার মা-বাবা চাননি সে একজন গায়ক হোক, কারণ এটা এমন এক পেশা যা পরিবারের জন্যে অসম্মান ডেকে আনে। ছোট বেলায় একটা মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তাঁর, মেয়েটা তুলনাহীন নাচিয়ে হতে পারত; তাকেও তার পরিবার একাজে নিষেধ করে দিয়েছিল, কারণ রাজা তাকে তলব করে বসতে পারেন। কেউ বলতে পারে না কত দিন তাঁর রাজত্ব চলবে; তাছাড়া, রাজপ্রাসাদের পরিবেশকে পাপময় আর বৈরী মনে করা হত। ফলে তার ভালো বিয়ের সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে যেতে পারত।

"মানুষের জন্মই হয় নিয়তিকে অগ্রাহ্য করার জন্যে, ঈশ্বর কেবল অসম্ভব কাজই মানুষের হৃদয়ে স্থান দেন।"

"কেন?"

হয়ত রীতিকে টিকিয়ে রাখতে হবে বলে।

কিন্তু ঠিক জবাব ছিল না সেটা। "লেবাননের বাসিন্দারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত, কারণ তারা নাবিকদের রেওয়াজ অনুসরণ করেনি। অন্য সবাই যেখানে একই রকম জাহাজ ব্যবহার করছে, তারা ভিন্ন কিছু বানানোর কথা ভেবেছে। ওদের অনেকেই সাগরে বাস করে। কিন্তু তাদের জাহাজ দিন দিন উন্নত হয়েছে। আজ তারা সারা পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানিয়ে নিতে গিয়ে অনেক চড়া মূল্য দিয়েছে ওরা, কিন্তু সেটা পুষিয়ে গেছে বলেই মনে হয়।"

হয়ত ঈশ্বর কাছাকাছি ছিলেন না বলেই মানব জাতি নিয়তিকে অস্বীকার করেছে। তিনি মানুষের হৃদয়ে এমন এক যুগের স্বপ্ন বুনে দিয়েছিলেন যখন সব কিছুই সম্ভব–তারপর তিনি অন্য জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনাআপনিই বদলে গেছে পৃথিবী, জীবন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু প্রভু কখনওই মানুষের স্বপ্ন বদলে দিতে ফিরে আসেননি।

ঈশ্বর ছিলেন দূরে। কিন্তু তারপরেও তিনি যদি মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্যে দেবদূত পাঠিয়ে থাকেন, তার কারণ এখানে আরও কিছু একটা করার বাকি রয়ে গেছে। সেটা কী হতে পারে?

BanglaBook.org

"হয়ত আমাদের বাবারা ভুল করেছিলেন, আমরাও একই ভুল করবে বলে তারা ভয় করছে। কিংবা তারা কখনওই ভুল করেনি। ফলে আমরা কখনও সমস্যায় পড়ে গেলে আমাদের কীভাবে সাহায্য করতে হবে সেটা তারা বুঝতেই পারবে না।"

কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছেন বলে মনে হল তাঁর। ওর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জলধারা। আকাশের বুকে কয়েকটা কাক বৃত্তাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে। বালিময় বন্ধ্যা জমিনে জীবনকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে লতাপাতা। পূর্বপুরুষদের কথা শুনলে কী শুনতে পেত ওরা?

"জলধারা, সূর্যের উজ্জ্বলতা ঠিকরে দেওয়ার জন্যে তোমার নির্মল জল বয়ে যাবার জন্যে ভিন্ন জায়গা খুঁজে বের করো, কারণ মরুভূমি একদিন শুকিয়ে যাবে," জল দেবতা হয়ত বলে থাকবেন–যদি তেমন কেউ থেকে থাকেন। "কাকের দল, পাথর আর বালির মতো পাহাড়েও আর খাবার নেই," পাখিদের দেবতা হয়ত বলে থাকবেন। "গাছগাছালি, এখান থেকে অনেক অনেক দূরে তোমাদের বীজ ছড়িয়ে দাও, কারণ দুনিয়াটা ভেজা উর্বর জমিনে ভরা, আরও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারবে," ফলের দেবতা হয়ত বলে থাকবেন।

কিন্তু, গাছগাছালি আর কাছেই বসে থাকা কাকটার মতো চেরিস অন্যান্য নদী বা পাখি বা ফুল যা করেছে–যেটা অসম্ভব বলে মনে করেছে সেটাই করেছে।

কাকের দিকে চোখ রাখলেন এলিযাহ।

"আমি শিখছি," পাখির উদ্দেশে বললেন তিনি। "যদিও শিক্ষাটা অনর্থক, কারণ আমি নিশ্চিত মরতে চলেছি।"

"সবকিছু কত সাধারণ সেটা জানতে পেরেছেন আপনি," জবাব দিল কাকটা। "সাহস থাকাটাই যথেষ্ট।"

হেসে উঠলেন এলিযাহ। একটা পাখির মুখে কথা গেঁথে দিচ্ছেন তিনি। বেশ মজাদার খেলা। রুটি বানাতো এমন এক মহিলার কাছে খেলাটা শিখেছিলেন তিনি। খেলা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একটা প্রশ্ন করবেন, তারপর নিজেই তার উত্তর তুলে ধরবেন। যেন তিনি সত্যিকার অর্থে একজন সন্ন্যাসি।

কিন্তু কাকটা উড়ে গেল। এলিযাহ জেযেবেলের সৈনিকদের আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। কারণ একবার মরাটাই যথেষ্ট।

কোনও রকম ঘটনা ছাড়াই দিন গড়িয়ে চলল। দেবতা বাআলের আসল শত্রু যে এখনও বেঁচে আছে সেকথা কি তারা ভুলে গেছে? তাঁর অবস্থান নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

জানা আছে জেযেবেলের; কেন তাঁকে ধাওয়া করছেন না তিনি?

"কারণ আমি তাঁর চোখজোড়া দেখেছি, জ্ঞানী মহিলা সে," আপন মনে বললেন তিনি। "আমাকে যদি মরতেই হয়, প্রভুর একজন শহীদ হিসাবেই বেঁচে থাকব। আমাকে কেবল একজন পলাতক মনে করা হলে একজন কাপুরুষে পরিণত হব যার নিজের কথায়ই কোনও বিশ্বাস নেই।"

হ্যাঁ, এটাই রাজকন্যার কৌশল।

*

রাত নেমে আসার খানিক আগে একটা কাক—সেই একই কাক হতে পারে?—সকালে যেখানে ওটাকে দেখেছিলেন সেই একই ডালে এসে বসল। ওটার ঠোঁটে এক টুকরো মাংস ছিল, দুর্ঘটনাক্রমে পড়ে গেল সেটা।

এলিযাহর কাছে এটা একটা অলৌকিক ঘটনা। তিনি গাছের নিচের জায়গাটার দিকে দৌড়ে গেলেন, খেলেন মাংসটা। জানেন না কোথা থেকে এসেছে ওটা, জানার কোনও ইচ্ছেও নেই। আসল কথা, তিনি খানিকটা ক্ষুধা মেটাতে পেরেছেন।

আকস্মিক এই নড়াচড়া সত্ত্বেও কাকাটা উড়ে গেল না।

"এই কাকটা জানে এখানে উপোস মরতে বসেছিলাম আমি," ভাবলেন তিনি। "নিজের শিকারকে খাওয়াচ্ছে, যাতে পরে ভালো করে খেতে পারে।"

এমনকি জেযেবেল পর্যন্ত এলিযাহর পলায়নের খবর দিয়ে বাআলের ধর্মকে চাঙা করছেন।

ওরা দুজন; কাক আর মানুষ পরস্পরকে পূর্ণতা দিচ্ছেন। সকালের সেই খেলাটার কথা মনে পড়ে গেল এলিযাহর।

"কাক, তোমার সাথে কথা বলতে চাই। আজ সকালে আমার মনে হয়েছিল আত্মারও খাবার প্রয়োজন হয়। আমার আত্মা এপর্যন্ত খিদের কারণে না মরে গিয়ে থাকলে তার এখনও একটা কিছু বলার আছে।"

অনড় রইল পাখিটা।

"আর এর কিছু বলার থাকলে আমাকে তা শুনতেই হবে। কারণ কথা বলার মতো আর কেউ নেই আমার সঙ্গে," বলে চললেন এলিযাহ।

কল্পনায় নিজেই কাক হয়ে গেলেন।

"তোমার কাছে ঈশ্বর কথা প্রত্যাশা করেন?" নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, যেন বা এখন তিনি কাক হয়ে গেছেন।

"তিনি চান আমি যেন পয়গম্বর হই।"

BanglaBook.org

"যাজকরা একথাই বলেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা তা নাও হতে পারে।"

"হ্যাঁ, এটাই চান তিনি। দোকানে আমার কাছে একজন দেবদূত এসেছিলেন। আমাকে আহাবের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। ছোটবেলায় আমি যেসব বাণী শুনেছি–"

"ছোটবেলায় সবাইই বাণী শোনে," বাধা দিয়ে বলল কাকটা।

"কিন্তু সবাই তো আর দেবদূতের দেখা পায় না," বললেন এলিযাহ।

এবার আর জবাব দিল না কাকটা। খানিক বিরতির পর পাখিটা–কিংবা বলা যায় তাঁর নিজের আত্মা–মরু প্রান্তরের রোদ আর নৈঃসঙ্গে হতবিহ্বল হয়ে–নীরবতা ভাঙল।

"রুটি বানাত যে মহিলা, তার কথা তোমার মনে আছে?" আপনমনে জানতে চাইলেন তিনি।

*

এলিযাহর মনে পড়ে গেল। কয়েকটা ট্রে বানিয়ে দেওয়ার কথা বলতে এসেছিল সে। মহিলাকে তিনি বলতে শুনেছিলেন যে তার কাজ ঈশ্বরের সত্তাকে প্রকাশের একটা উপায়।

"তুমি যেভাবে ট্রে বানাও, আমার ধারণা তোমারও মনের অবস্থা একই," বলে চলছিল মহিলা। "কারণ তুমি হাসিমুখে কাজ করো।"

মহিলা মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল: একদল আনন্দে কাজ করে, আরেক দল কাজ নিয়ে নানা অভিযোগ করে। শেষের দল এটা নিশ্চিত করে আদমের উপর খোদার গজবই একমাত্র সত্যি: *"এই জন্য আমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল। তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে।"* কাজে এরা কোনও আনন্দ পায় না, উৎসবের দিন বিরক্তি বোধ করে; কারণ তখন তারা বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়। নিজেদের ব্যর্থ জীবনের পক্ষে সাফাই গাইবার জন্যে তারা ঈশ্বরের বাণীকে কাজে লাগায়। এটা ভুলে যায় যে ঈশ্বর মোজেসকে একথাও বলেছিলেন: *"কারণ প্রভু তোমাকে সেই জমিনে আশীর্বাদ করেছেন যা তিনি তোমাকে অধিকার করার জন্যে উত্তরাধিকার হিসাবে দান করেছেন।"*

"হ্যাঁ, মহিলার কথা আমার মনে আছে। ঠিকই বলেছিল সে; কাঠের দোকানে কাজ করতে ভালো লাগত আমার। আমাকে সে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে কথা বলতে শিখিয়েছিল।"

"কাঠমিস্ত্রির কাজ না করলে দেহের বাইরে আত্মাকে স্থাপন করতে পারতে না। একটা কাক কথা বলছে, এই ভান করতে পারতে না। যতটা বিশ্বাস করো

BanglaBook.org

তুমি যে তার চেয়ে ঢের ভালো আর জ্ঞানী বিশ্বাস করতে পারতে না।" জবাব এল। "কারণ সেই আসবাবের দোকানেই সব জিনিসের ভেতর পবিত্রের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছ তুমি।"

"নিজের বানানো টেবিল চেয়ারের সঙ্গে কথা বলার ভান করতে সব সময়ই ভালো লাগত আমার, এটাই কি যথেষ্ট ছিল না? আমি যখন ওদের সঙ্গে কথা বলতাম, এর আগে মাথায় খেলেনি এমন সব চিন্তা ভাবনা পেয়ে যেতাম। সেই মহিলা বলেছিল, এর কারণ আমি আমার সত্তার বড় অংশটুকু কাজে লাগাই, সেই অংশটাই জবাব দেয় আমাকে।

"কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম যে এভাবে আমি ঈশ্বরকে সেবা দিতে পারব, দেবদূত এসে হাজির হলেন–বেশ, বাকিটুকু তো তুমি জানোই।"

"দেবদূত এসেছিলেন কারণ তুমি তখন প্রস্তুত ছিলে," জবাব দিল কাকটা।

"আমি ভালো কাঠমিস্ত্রি ছিলাম।"

"এটা ছিল তোমার শিক্ষার একটা অংশ। মানুষ যখন তার নিয়তির উদ্দেশে যাত্রা করে, প্রায়ই তাঁকে পথ বদল করতে হয়। অন্যান্য সময়ে তার চারপাশের শক্তিগুলো এত শক্তিশালী থাকে যে তাকে নিজের সাহস দূরে রেখে হার শিকার করে নিতে হয়। এসবই শিক্ষার অংশ।"

আত্মার কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে লাগলেন এলিযাহ।

"কিন্তু কেউই নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে যেতে পারে না। যদিও এমন সব মুহূর্ত থাকে যখন তার মনে হয় সারা দুনিয়া আর অন্যরা অনেক বেশী শক্তিশালী। আসল গোপন কথা হল: আত্মসমর্পণ করবে না।"

"আমি কখনওই পয়গম্বর হওয়ার কথা ভাবিনি," বললেন এলিযাহ।

"ভেবেছ, কিন্তু তোমার পরিষ্কার ধারণা ছিল সেটা সম্ভব নয়; কিংবা ব্যাপারটা বিপজ্জনক; বা অচিন্তনীয়।"

উঠে দাঁড়ালেন এলিযাহ।

"আমার যা শোনার কোনও ইচ্ছে নেই কেন সেসব কথা বললে?"

নড়াচড়ায় চমকে উঠে পাখিটা উড়ে গেল।

*

পরদিন সকালে ফিরে এল পাখিটা। কথোপকথনের বদলে ওটাকে লক্ষ করতে লাগলেন এলিযাহ। কারণ প্রাণীটা সবসময়ই নিজের খাবার যোগাড় করছে, রয়ে যাওয়া খাবারটুকু তাঁকেও খাওয়াচ্ছে।

একজোড়া প্রাণীর ভেতর এক রহস্যময় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। পাখির কাছ

BanglaBook.org

থেকে শিখতে লাগলেন এলিযাহ। নজর রাখতে গিয়ে খেয়াল করলেন পাখিটা মরুর বুকেই খাবার যোগাড় করতে পারে। একই কাজ শিখতে পারলে তিনিও আরও কটা দিন বেঁচে থাকতে পারবেন বলে আবিষ্কার করলেন। কাকের ওড়াটা একটা বৃত্তে পরিণত হতেই এলিযাহ বুঝলেন হাতের কাছে শিকার আছে। দৌড়ে জায়গামতো গিয়ে ওটাকে পাকড়াও করতে পারেন তিনি। প্রথম প্রথম ওখানকার অনেক ছোটখাট প্রাণী সটকে পড়ল। কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি ওদের ধরার দক্ষতা আর নৈপূণ্য অর্জন করলেন। গাছের ডালপালাকে তীর হিসাবে ব্যবহার করলেন, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ফাঁদ পাতলেন, সরু ডালপালা আর বালি দিয়ে ঢেকে দিলেন সেটা। শিকার সেই ফাঁদে পড়লেই এলিযাহ কাকের সঙ্গে শিকার ভাগ করে নেন। তারপর তার একটা অংশ টোপ হিসাবে তুলে রাখেন।

কিন্তু নিজেকে যেই নৈঃসঙ্গে আবিষ্কার করেছেন সেটা ভয়ঙ্কর, রীতিমতো সহ্যের অতীত হয়ে উঠল। এজন্যেই ফের কাকের সঙ্গে কথা বলার ভান করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

"তুমি কে?" জিজ্ঞেস করল কাকাটা।

"আমি শান্তির খোঁজ পাওয়া এক মানুষ," জবাব দিলেন এলিযাহ। "আমি মরুভূমিতে থাকতে পারি, নিজের খাবার যোগাড় করতে পারি আর ঈশ্বরের অন্তহীন সৃষ্টির সৌন্দর্যের ধ্যান করতে পারি। আমি জানতে পেরেছি, আমার ভেতরে আমার চিন্তার চেয়েও ভালো একটা আত্মার বাস।"

আরেকটা চাঁদ ওঠা পর্যন্ত একসঙ্গে শিকার করা চালিয়ে গেলেন তারা। তারপর এক রাতে দুঃখে ভরে উঠল তাঁর আত্মা। নিজেকে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

"জানি না।"

*

আরেকটা চাঁদের মরণ ঘটল। আকাশে ফের জন্ম হল তার। এলিযাহর মনে হল তাঁর শরীর আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মনটা একদম পরিষ্কার। রাতে কাকের দিকে ফিরলেন তিনি। বরাবরের মতো সেই একই ডালে বসে অছে ওটা। কয়েক দিন আগে করা ওঁর প্রশ্নগুলোর জবাব দিল সেটা।

"আমি একজন পয়গম্বর, কাজ করার সময় দেবদূতের দেখা পেয়েছি। সারা পৃথিবী উল্টোটা বললেও নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ

BanglaBook.org

নেই। রাজার একজন প্রিয়জনকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের দেশে হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছি। আগে যেমন নিজের আসবাবের দোকানে ছিলাম সেভাবেই এখন মরুভূমিতে আছি, কারণ আমার আত্মা আমাকে বলেছে যে নিয়তি পূরণ করার আগে একজনকে নানা পর্যায় পার হতে হয়।"

*

"হ্যাঁ, এখন তুমি জান তুমি কে," মন্তব্য করল কাকটা।

সেরাতে এলিযাহ শিকার শেষে ফিরে এসে পানি খেতে গিয়ে দেখলেন চেরিস শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এত ক্লান্ত ছিলেন তিনি যে, ঘুমিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

স্বপ্নে হাজির হলেন অনেক দিন না-দেখা গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল।

"প্রভুর ফেরেশতা তোমার আত্মার মাঝে কথা বলেছেন," বললেন গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল। "তিনি নির্দেশ দিয়েছেন:

তুমি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পূর্ব দিকে যাও এবং যর্দ্দানের সম্মুখস্থ করিৎ স্রোতের ধারে লুকাইয়া থাক।

সে স্থানে তুমি স্রোতের জল পান করিতে পাইবে, আর আমি কাকদিগকে তোমার খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার আজ্ঞা দিয়াছি।"

"আমার আত্মা শুনতে পেয়েছে," স্বপ্নের ভেতর বললেন এলিযাহ।

"তাহলে জেগে ওঠ, কারণ প্রভুর দূত এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে এবং তোমার সাথে কথা বলতে চান তিনি।"

চমকে জেগে উঠলেন এলিযাহ। কী ঘটেছে?

রাত হলেও জায়গাটা আলোয় ভেসে যাচ্ছে। প্রভুর দূত আবির্ভূত হলেন।

"কী কারণে আপনার এখানে আগমন?" জিজ্ঞেস করলেন দেবদূত।

"আপনিই নিয়ে এসেছেন।"

"না। জেযেবেল আর তার সৈনিকরা আপনাকে পালাতে বাধ্য করেছে। এটা কিছুতেই ভুলে যাওয়া চলবে না, কারণ আপনার দায়িত্ব প্রভু ঈশ্বরের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়া।"

"আমি একজন পযগম্বর, কারণ আপনি আমার সামনে আছেন, আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি," বললেন এলিয়াহ। "কয়েকবার পথ পাল্টেছি আমি–সবাই যেমন করে–কিন্তু আমি সামারিয়ায় ফিরে জেযেবেলকে ধংস করতে তৈরি আছি।"

"আপনি নিজের পথ খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু নতুন করে গড়ে তোলা না

BanglaBook.org

শেখা পযন্ত আপনি ধংস করতে পারবেন না। আমি আপনাকে বলছি:

"তুমি উঠ সিদোনের অন্তঃপাতী সারিপতে গিয়া সেখানে বাস কর; দেখ, আমি তথায় এক বিধবাকে তোমার খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার আজম দিয়াছি।"

পরদিন সকালে বিদায় নেবেন বলে কাকের খোঁজ করলেন এলিযা। তিনি চেরিসের তীরে আসার পর এই প্রথম আর দেখা দিল না পাখিটা।

BanglaBook.org

নেই। রাজার একজন প্রিয়জনকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের দেশে হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছি। আগে যেমন নিজের আসবাবের দোকানে ছিলাম সেভাবেই এখন মরুভূমিতে আছি, কারণ আমার আত্মা আমাকে বলেছে যে নিয়তি পূরণ করার আগে একজনকে নানা পর্যায় পার হতে হয়।"

*

"হ্যাঁ, এখন তুমি জান তুমি কে," মন্তব্য করল কাকটা।

সেরাতে এলিযাহ শিকার শেষে ফিরে এসে পানি খেতে গিয়ে দেখলেন চেরিস শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এত ক্লান্ত ছিলেন তিনি যে, ঘুমিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

স্বপ্নে হাজির হলেন অনেক দিন না-দেখা গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল।

"প্রভুর ফেরেশতা তোমার আত্মার মাঝে কথা বলেছেন," বললেন গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল। "তিনি নির্দেশ দিয়েছেন:

তুমি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পূর্ব দিকে যাও এবং যর্দ্দানের সম্মুখস্থ করিৎ স্রোতের ধারে লুকাইয়া থাক।

সে স্থানে তুমি স্রোতের জল পান করিতে পাইবে, আর আমি কাকদিগকে তোমার খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার আজ্ঞা দিয়াছি।"

"আমার আত্মা শুনতে পেয়েছে," স্বপ্নের ভেতর বললেন এলিযাহ।

"তাহলে জেগে ওঠ, কারণ প্রভুর দূত এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে এবং তোমার সাথে কথা বলতে চান তিনি।"

চমকে জেগে উঠলেন এলিযাহ। কী ঘটেছে?

রাত হলেও জায়গাটা আলোয় ভেসে যাচ্ছে। প্রভুর দূত আবির্ভূত হলেন।

"কী কারণে আপনার এখানে আগমন?" জিজ্ঞেস করলেন দেবদূত।

"আপনিই নিয়ে এসেছেন।"

"না। জেযেবেল আর তার সৈনিকরা আপনাকে পালাতে বাধ্য করেছে। এটা কিছুতেই ভুলে যাওয়া চলবে না, কারণ আপনার দায়িত্ব প্রভু ঈশ্বরের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়া।"

"আমি একজন পযগম্বর, কারণ আপনি আমার সামনে আছেন, আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি," বললেন এলিয়াহ। "কয়েকবার পথ পাল্টেছি আমি–সবাই যেমন করে–কিন্তু আমি সামারিয়ায় ফিরে জেযেবেলকে ধংস করতে তৈরি আছি।"

"আপনি নিজের পথ খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু নতুন করে গড়ে তোলা না

BanglaBook.org

শেখা পযন্ত আপনি ধংস করতে পারবেন না। আমি আপনাকে বলছি:

"তুমি উঠ সিদোনের অন্তঃপাতী সারিপতে গিয়া সেখানে বাস কর; দেখ, আমি তথায় এক বিধবাকে তোমার খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার আজম দিয়াছি।"

পরদিন সকালে বিদায় নেবেন বলে কাকের খোঁজ করলেন এলিযা। তিনি চেরিসের তীরে আসার পর এই প্রথম আর দেখা দিল না পাখিটা।

BanglaBook.org

****

বেশ কয়েকদিন চলার পর যেরাপাথ নগরীর উপত্যকায় পৌঁছলেন এলিযাহ। এখানকার লোকেরা অবশ্য একে আকবার নামেই চেনে। তিনি যখন একেবারে শক্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছেন, দেখলেন কালো পোশাক পরা এক মহিলা লাকড়ি জড়ো করছে। উপত্যকার গাছপালার সংখ্যা খুবই কম, বিক্ষিপ্ত। ছোটখাট শুকনো ডালপালা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে মহিলাকে।

"কে তুমি?" জানতে চাইলেন তিনি।

বিদেশীর দিকে তাকাল মহিলা, তিনি কী বলছেন বুঝতে পারেনি।

"আমাকে একটু পানি দাও," বললেন এলিযাহ। "আর এক টুকেরা রুটি।"

লাকড়িগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল মহিলা, কিন্তু কিছু বলল না।

"ভয় পেয়ো না," জোর দিয়ে বললেন এলিযাহ। "আমি একা, ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত, কারও কোনও ক্ষতি করার মতো শক্তি নেই।"

"আপনি এখানকার মানুষ নন," অবশেষে বলল মহিলা। "কথার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই ইসরায়েল রাজ্য থেকে এসেছেন। আমার সম্পর্কে জানলে বুঝতেন আমার কাছে কিছুই নেই।"

"তুমি একজন বিধবা; প্রভু এটা জানিয়েছেন আমাকে। আমার কাছে তোমার চেয়েও কম জিনিস রয়েছে। তুমি এখন আমাকে খাবার আর পানি না দিলে মারা যাব আমি।"

মহিলা হকচকিয়ে গেল। এই বিদেশী কীভাবে তার জীবনের কথা জানলেন?

"কোনও মহিলার কাছে খাবার খোঁজার বেলায় পুরুষ মানুষের লজ্জা করা উচিত," নিজেকে সামলে নিয়ে বলল মহিলা।

"আমি যা বলেছি তাই করো," জোর করলেন এলিযাহ। বুঝতে পারছেন তাঁর ক্ষমতা ফুরিয়ে আসছে। "আমি সেরে উঠলে তোমার কাজ করে দেব।"

হেসে উঠল মহিলা।

"কয়েক মুহূর্ত আগে একটা সত্যি কথা বলেছেন আপনি। আমি একজন

BanglaBook.org

বিধবা। দেশের একটা জাহাজে স্বামীকে হারিয়েছি। আমি কখনও সাগর দেখিনি, তবে তা মরুভূমির মতোই: যারা তাকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের মেরে ফেলে...”

বলে চলল সে। “কিন্তু এখন মিথ্যা বলেছেন আপনি। বাআল যেমন পঞ্চম পাহাড়ের চূড়ায় বাস করেন, ঠিক তেমনি আমার কোনও খাবার নেই। একটা পিপেতে একমুঠি ময়দা আর একটা ভাণ্ডে সামান্য তেল আছে কেবল।”

এলিযাহ দেখলেন দিগন্ত দিক বদল করছে। বুঝে গেলেন চেতনা হারাচ্ছেন তিনি। শেষ শক্তিটুকু এক করে শেষবারের মতো আবেদন জানালেন তিনি। “জানি না তুমি স্বপ্নে বিশ্বাস করো কিনা, আমি করি কিনা তাও জানি না। কিন্তু প্রভু আমাকে বলেছেন যে এখানে এসে আমি তোমার দেখা পাব। তিনি এমন সব কাজ করেছেন যার ফলে তাঁর প্রজ্ঞার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ জেগে উঠেছে। তবে তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এভাবে ইসরায়েলের ঈশ্বর আমাকে বলেছেন যে যেরাপাথে দেখা পাওয়া মহিলাকে যেন বলি আমি:

যেদিন পর্য্যন্ত, সদাপ্রভু ভূতলে বৃষ্টি না দেন, সেই দিন পর্য্যন্ত তোমার ময়দার, জালা শূন্য হইবে না, তৈলের ভাঁড় শুকাইয়া যাইবে না।

এমন একটা অলৌকিক ব্যাপার কীভাবে ঘটতে পারে ব্যাখ্যা না করেই জ্ঞান হারালেন এলিযাহ।

পায়ের কাছে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহিলা। তার জানা আছে ইসরায়েলের ঈশ্বর একটা কুসংস্কার ছাড়া কিছুই না। পলিনেশিয় দেবতারা অনেক বেশী ক্ষমতাবান। তাঁরা তার দেশকে পৃথিবীর বুকে অন্যতম একটা সম্মানিত দেশে পরিণত করেছেন। তবে সে খুশি, সাধারণত অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় তাকে, কিন্তু এখন এমন একটা কাণ্ড ঘটেছে অনেক দিন যা ঘটেনি: একলোক তার সাহায্য চাইছে। এতে করে নিজেকে বেশ শক্তিশালী মনে হল তার, কারণ এতে বোঝা যাচ্ছে তার চেয়েও খারাপ অবস্থায়ও আছে লোকে।

“আমার কাছে কেউ সাহায্য চাইলে বুঝতে হবে এখনও দুনিয়ায় আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি,” মনে মনে ভাবল সে।

“লোকটার কথামতোই কাজ করব আমি, তাতে যদি তার কষ্ট কমে। ক্ষুধার সঙ্গে আমারও পরিচয় আছে। জানি তাতে আত্মা ধংস হয়ে যায়।”

নিজের ঘর থেকে একটু রুটি আর খানিকটা পানি নিয়ে ফিরে এল সে। হাঁটু গেড়ে বসে বিদেশীর মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়ে তার ঠোঁট ভিজিয়ে

BanglaBook.org

দিতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই জ্ঞান ফিরে পেতে শুরু করলেন আগন্তুক।

রুটির টুকরোটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরল মহিলা। দ্রুত খেয়ে নিলেন এলিযাহ। উপত্যকা, রেভাইন, খানিকটা সূচালভাবে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া পাহাড়সারির দিকে তাকালেন। উপত্যকার ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া প্যাসেজকে দমিয়ে রাখা যেরাপাথের লালচে দেয়াল দেখতে পেলেন এলিযাহ।

"আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দাও, কারণ নিজের দেশে আমি নির্যাতিত," বললেন এলিযাহ।

"কী অন্যায় করেছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করল মহিলা।

"আমি প্রভুর একজন পয়গম্বর। যারা ফিনিশিয় দেবতাদের পূজা করতে অস্বীকার গেছে তাদের সবাইকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন জেযেবেল।"

"আপনার বয়স কত?"

এলিযাহ বললেন, "তেইশ।"

তরুণের দিকে মায়াভরা চোখে তাকাল মহিলা। মাথায় নোংরা লম্বা চুল, গালে ছাড়া ছাড়া দাড়ি, যেন বয়সের তুলনায় আরও বয়স্ক দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। এমন গোবেচারা একজন লোক কেমন করে জগতের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজকন্যাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন?

"আপনি জেযেবেলের শত্রু হলে আমারও শত্রু বটে। তিনি টায়ারের রাজকন্যা, রাজাকে বিয়ে করার সময় তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল আপনার জাতিকে সত্যি ধর্মে দীক্ষা দেওয়া, অন্তত তাঁর সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে একথাই বলে তারা।"

উপত্যকাকে কাঠামো দেওয়া একটা চূড়ার দিকে ইঙ্গিত করল মহিলা।

"অনেক প্রজন্ম ধরেই আমাদের দেবতারা পঞ্চম পাহাড়ে বাস করছেন। আমাদের দেশে শান্তি বজায় রেখেছেন তাঁরা। কিন্তু ইসরায়েল যুদ্ধ আর ভোগান্তি তে আছে। কীভাবে আপনারা একজন মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করে চলেছেন? জেযেবেলকে তাঁর কাজ করার সময় দিন, তহালেই দেখবেন আপনাদের শহরেও শান্তি নেমে এসেছে।"

"প্রভুর বাণী শুনেছি আমি," জবাব দিলেন এলিযাহ। "কিন্তু পাহাড়ের উপর কী আছে দেখার জন্যে তোমার দেশের লোক কখনও পঞ্চম পাহাড়ের চূড়ায় ওঠেনি।"

"কেউ পঞ্চম পাহাড়ের উঠতে গেলেই স্বর্গের আগুনে মারা পড়বে। দেবতারা আগন্তুক পছন্দ করেন না।"

BanglaBook.org

চুপ করে গেল মহিলা। আগের রাতে স্বপ্নে দেখা জোরাল আলোটার কথা মনে পড়ে গেছে। সেই আলোর ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠেছিল: "তোমার কাছে আসা আগন্তুককে গ্রহণ করো।"

"আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও, কারণ আমার মাথা গোঁজার মতো কোনও ঠাঁই নেই," আবার বললেন এলিযাহ।

"আমি তো বলেইছি গরীব মানুষ আমি। নিজের আর ছেলের চলার মতো সামান্য কিছু সম্বল আছে আমার।"

"প্রভু তোমাকে থাকতে দেওয়ার জন্যে বলেছেন আমাকে; তিনি যাদের ভালোবাসেন তাদের কখনও ছেড়ে যান না। আমি তোমার জন্যে কাজ করব। আমি একজন কাঠমিস্ত্রি। সিডার গাছ দিয়ে কাজ করার কায়দা জানি, কাজের কোনও অভাব হবে না। এভাবে প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে আমার হাত দুটো ব্যবহার করবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: *যেদিন পর্যন্ত সদাপ্রভু ভূতলে বৃষ্টি না দেন, সেইদিন পর্যন্ত তোমার ময়দার জালা শুন্য হইবে না, ও তৈলের ভাঁড় শুকাইয়া যাইবে না।।*"

"ইচ্ছে থাকলেও আপনাকে দেওয়ার মতো কোনও টাকাপয়সা নেই আমার কাছে।"

"তার কোনও দরকার হবে না। প্রভুই ব্যবস্থা করবেন।"

আগের রাতের স্বপ্ন নিয়ে বিভ্রান্ত ছিল বলে আগন্তুক টায়ারের রাজকন্যার প্রতিপক্ষ জানা সত্ত্বেও মেনে নিতে রাজি হল মহিলা।

BanglaBook.org

****

অচিরেই এলিযাহর উপস্থিতি পড়শীদের নজরে পড়ল। লোকজন বলাবলি করতে লাগল দেশের বাণিজ্য সীমাকে প্রসারিত করতে গিয়ে প্রাণ হারানো বীর স্বামীর স্মৃতিকে অসম্মান করে মহিলা এক বিদেশীকে ঘরে আশ্রয় দিয়েছে।

গুজবের কথা মহিলার কানে এলে সে ব্যাখ্যা দিল যে আগন্তুক ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় কাতর ইসরায়েলি পয়গম্বর। ফলে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে জেযেবলের হাত থেকে পালিয়ে আসা একজন ইসরায়েলি পয়গম্বর শহরে অবস্থান করছেন। এক প্রতিনিধি দল প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল।

"বিদেশীকে আমার সামনে নিয়ে আসা হোক," নির্দেশ দিলেন তিনি।

তাই করা হল। সেদিন বিকেলে এলিযাহকে সেই ব্যাক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া হল যিনি গভর্নর আর সামরিক বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে আহাবারের সমস্ত ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

"আপনি এখানে কী জন্যে এসেছেন?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি। "জানেন না, আপনি আমাদের দেশের শত্রু?"

"অনেক বছর ধরে লেবাননের সঙ্গে ব্যবসা করেছি আমি। আপনাদের জাতিকে, তাদের রেওয়াজকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার এখানে আসার কারণ ইসরায়েলে আমার উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে।"

"কারণটা আমি জানি," বললেন প্রধান পুরোহিত। "আপনাকে কি কোনও মহিলা পালাতে বাধ্য করেছিলেন?"

"আমার সারা জীবনে এত সুন্দর মহিলা আর চোখে পড়েনি, যদিও মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। কিন্তু তাঁর হৃদয়টা পাথরের মতো, আর সবুজ চোখ জোড়ার আড়ালে আমার দেশকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক এক শত্রু লুকিয়ে আছে। আমি পালাইনি। আমি কেবল ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছি।"

হেসে উঠলেন প্রধান পুরোহিত।

"আপনি ফিরে যাবার উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষা করে থাকলে বরং বাকি

BanglaBook.org

জীবন আকবারে থেকে যাবার জন্যে তৈরি থাকাটাই ভালো হবে। আপনার দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যুদ্ধ চলছে না। আমরা শুধু শান্তিপূর্ণ উপায়ে সারা পৃথিবীতে সত্য ধর্মের বিস্তার দেখতে চাই। আপনারা কানানে থিতু হওয়ার সময় যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করার কোনও ইচ্ছাই আমাদের নেই।"

"পয়গম্বরদের হত্যা করা কি শান্তিপূর্ণ উপায়?"

"দানবের মাথা কেটে দিলে তার আর অস্তিত্ব থাকে না। দুচারজন হয়তো মারা যাবে, কিন্তু ধর্মীয় যুদ্ধ চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে যাবে। আর বণিকরা আমাকে যা বলেছে তাতে মনে হয় এলিযাহ নামে এক পয়গম্বরই এসব শুরু করে তারপর সটকে পড়েছেন।"

আবার কথা বলার আগে সামনের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন প্রধান পুরোহিত।

"দেখতে তিনি অনেকটা আপনারই মতো।"

"আমিই সে," জবাব দিলেন এলিযাহ।

"দারুণ। আকবার শহরে স্বাগতম; জেযেবেলের কাছে আমাদের কোনও প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা আপনার মুণ্ড দিয়ে তার দাম মেটাব–আমাদের হাতের সবচেয়ে দামী গুটি আপনি, ততক্ষণ পর্যন্ত একটা কিছু কাজ জুটিয়ে নিন, নিজেকে বাঁচাতে শিখুন, কারণ আমাদের এখানে পয়গম্বরদের জায়গা নেই।"

বিদায় নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন এলিযাহ, তখনই প্রধান পুরোহিত আবার বললেন, "মনে হচ্ছে সিদনের এক তরুণী আপনার এক ঈশ্বরের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী। তিনি বাআলের নামে একটা বেদী নির্মাণ করেছেন, এখন প্রবীন পুরোহিতদের সবাইই সেখানে প্রণত হয়।"

"সবকিছুই প্রভুর ইচ্ছে অনুযায়ী ঘটবে," জবাব দিলেন এলিযাহ। "আমাদের জীবনে উত্তাল কিছু সময় আসে, আমরা তাকে এড়িয়ে যেতে পারি না। তবে তার পেছনে একটা কারণ থাকে।"

"কী কারণ?"

"এই প্রশ্নের উত্তর বিচার চলার সময় বা তার আগে আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল কাটিয়ে ওঠার পরেই সেগুলো দেখা দেওয়ার কারণ বুঝতে পারি আমরা।"

*

এলিযাহ বিদায় নেওয়ার পরপরই প্রধান পুরোহিত সকালে তাঁকে খুঁজে বের

BanglaBook.org

করা প্রতিনিধিদের তলব করলেন।

"তোমরা এনিয়ে মাথা ঘামিয়ো না," বললেন প্রধান পুরোহিত। "রেওয়াজ অনুযায়ী আমাদের বিদেশীদের আপ্যায়ন করতে হবে। তাছাড়া, এখানে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছেন তিনি, আমরা তাঁর চলাফেরার উপর নজর রাখতে পারব। শত্রুকে শেষ করার সবচেয়ে সেরা কায়দা হচ্ছে তাঁর বন্ধু হওয়ার ভান করা। সময় হলেই তাঁকে জেযেবেলের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তখন আমাদের শহর সোনারূপা আর অন্যান্য পুরস্কার পাবে। ততদিনে কীভাবে তাঁর ধারণা ধংস করতে হবে সেটা জেনে যাব আমরা। আপাতত, তাঁর শরীর কীভাবে ধংস করতে হবে সেটা জানা আছে আমাদের।"

এলিযাহ একজন মাত্র ঈশ্বরের উপাসক আর রাজকুমারির শত্রু হলেও প্রধান পুরোহিত বলে দিলেন যেন তাঁর আশ্রয় লাভের অধিকারকে মর্যাদা দেওযা হয়। প্রাচীন রীতি জানা আছে সবার। কোনও শহর কোনও আগন্তুককে আশ্রয় দিতে অস্বীকার গেলে সেই শহরের বাসিন্দাদের সন্তানরা পরে সমস্যায় পড়ে যায়। আকবারের অধিবাসীদের বেশীরভাগেরই যেহেতু দেশের বিশাল বিশাল সব বণিক বহরে বংশধররা ছড়িয়ে আছে, তাই কেউই আতিথেয়তার বিধানকে চ্যালঞ্জ করার সাহস করে উঠতে পারল না।

তাছাড়া, ইহুদি পয়গম্বরের মুণ্ড বিশাল পরিমাণ সোনার বিনিময়ে তুলে দেওয়ার দিনের অপেক্ষায় থাকলে কোনও ক্ষতি নেই।

সেরাতে এলিযাহ সেই মহিলা আর তার ছেলের সঙ্গে রাতের খাবার খেলেন। ইসরায়েলি পয়গম্বর যেহেতু ভবিষ্যতের বিনিময়ের একটা মূল্যবান পণ্যে পরিণত হয়েছেন, তাই বেশ কয়েকজন বণিক ওদের তিনজনের চলার মতো পর্যাপ্ত রসদ পাঠিয়ে দিলেন। "মনে হচ্ছে ইসরায়েলের ঈশ্বর তাঁর ওয়াদা রাখছেন," বলল বিধবা। "আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমার টেবিল আজকের মতো আর কখনও এমন ভর্তি ছিল না।"

BanglaBook.org

****

আস্তে আস্তে যেরাপাথের একটা অংশে পরিণত হলেন এলিযাহ। এখানকার বাসিন্দাদের মতো আকবার বলে ডাকতে শুরু করলেন শহরটাকে। তিনি গভর্নর, সেনা অধিনায়ক, প্রধান পুরোহিত, গোটা এলাকায় ভক্তি পাওয়া প্রধান কাঁচ প্রস্তুতকারীর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে এখানে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি তাদের সত্যি কথাই বললেন: জেযেবেল ইসরায়েলের সব পয়গম্বরকে হত্যা করছেন।

"আপনি নিজের দেশের জন্যে একজন বিশ্বাসঘাতক," তারা বলল। "কিন্তু আমরা বণিকের জাতি। আমরা জনি যে লোক যত বিপজ্জনক তার মাথার দাম তত বেশী।"

এভাবে কেটে গেল কয়েকটা মাস।

BanglaBook.org

****

উপত্যকার প্রবেশ পথে কয়েকজন অসিরিয় পাহারাদার শিবির করেছে, স্পষ্টতই থাকবার ইচ্ছে তাদের। সৈনিকদের ছোট দলটা কোনও হুমকি সৃষ্টি না করলেও সেনাধিনায়ক গভর্নরকে ব্যবস্থা নিতে বললেন।

"ওরা আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি," বললেন গভর্নর। "নিশ্চয়ই কোনও বাণিজ্য মিশনে এসেছে, রসদের জন্যে আরও ভালো কোনও পথ খুঁজছে। আমাদের রাস্তা ব্যবহার করা সিদ্ধান্ত নিলে কর দেবে–আমরা আরও ধনী হয়ে উঠব। কেন খামোকা ওদের উস্কানি দিতে যাওয়া?"

অবস্থা আরও জটিল করে তোলার জন্যে আপাত কোনও কারণ ছাড়াই বিধবার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। পাড়াপড়শীরা তার ঘরে একজন বিদেশীর উপস্থিতিকেই এর কারণ বলে শনাক্ত করল। বিধবা এলিযাহকে বিদায় নেওয়ার অনুরোধ করল। কিন্তু তিনি বিদায় নিলেন না–প্রভু এখনও আহ্বান জানাননি। গুজব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল যে বিদেশী পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের অভিশাপ বয়ে এনেছেন।

বিদেশী সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ আর জনগণকে বিদেশী টহলদারদের ব্যাপারে শান্ত রাখা সম্ভব। কিন্তু বিধবার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় এলিযাহর ব্যাপারে জনগণের মনকে ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে গেলেন গভর্নর।

*

আকবারের একদল প্রতিনিধি গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করতে এল।

"আমরা নগরপ্রাচীরের বাইরে ইসরায়েলির জন্যে একটা ঘর করে দিতে পারি," বলর তারা। "এভাবে অতিথেয়তার বিধান যেমন লঙ্ঘন হবে না তেমনি স্বর্গীয় অভিশাপ থেকেও আমরা রক্ষা পাব। লোকটার উপস্থিতির কারণে দেবতারা রুষ্ট হয়েছেন।"

"তিনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে দিন," জবাব দিলেন গভর্নর। "আমি ইসরায়েলের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা বাধাতে চাই না।"

BanglaBook.org

"কী?" জানতে চাইল শহরবাসী। "জেযেবেল এক ঈশ্বরের উপাসক সকল পয়গম্বরকে ধাওয়া করছেন, তিনি তাদের হত্যা করবেন।"

"আমাদের রাজকন্যা সাহসিনী মহিলা। পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের প্রতি নিবেদিত। কিন্তু এখন তাঁর যত ক্ষমতাই থাকুক না কেন, তিনি ইসরায়েলি নন। আগামীকাল তিনি অপ্রিয় হয়ে যেতে পারেন। তখন প্রতিবেশীর ক্রোধ আমাদের উপর এসে পড়বে। যদি দেখানো যায় যে তাদের একজন পয়গম্বরের সঙ্গে আমরা ভালো ব্যবহার করেছি, তখন আমাদের রেয়াত দেবে তারা।"

প্রতিনিধিদল অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল, কারণ প্রধান পুরোহিত বলেছিলেন একদিন এলিযাহকে সোনা আর অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের বিনিময়ে বিকানো হবে; অথচ এমনকি গভর্নর পর্যন্ত ভুল করছেন, তারা কিছু করতে পারছে না। রেওয়াজ বলে যে শাসক পরিবারকে অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে।

BanglaBook.org

****

দূরে, উপত্যকার মাঝখানে অসিরিয়দের তাঁবুর সংখ্যা বেড়েই চলল।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন সেনাধিনায়ক, কিন্তু গভর্নর বা প্রধান পুরোহিত, কারওই সমর্থন পেলেন না। যোদ্ধাদের সর্বক্ষণ প্রশিক্ষনের ভেতর রেখেছেন তিনি, তিন্তু তিনি জানেন ওদের কেউই–এমনকি তাদের বাপদাদাদেরও–যুদ্ধের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। যুদ্ধ বিগ্রহ আকবারের পুরোনো দিনের ইতিহাস। তাঁর জানা সমস্ত কৌশল নতুন নতুন যুদ্ধকৌশল আর ভিন্ন দেশের ব্যবহার করা নতুন অস্ত্রে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

"আকবার বরাবর আলোচনার ভেতর দিয়ে শান্তি স্থাপন করেছে," বললেন গভর্নর। "এবার যেন আমরা আক্রান্ত না হই। অন্যান্য দেশ নিজেদের ভেতর যুদ্ধ করুক; ওদের চেয়ে ঢের শক্তিশালী অস্ত্র আছে আমাদের কাছে–টাকা। ওরা পরস্পরকে ধংস করে ফেলার পর আমরা ওদের শহরে প্রবেশ করব–আমাদের পণ্য বিক্রি করব।"

অসিরিয়দের উপস্থিতির ব্যাপারে সাধারণ লোকদের শান্ত করতে সক্ষম হলেন গভর্নর। কিন্তু ইসরায়েলিই যে আকবারে দেবতাদের গজব বয়ে এনেছেন সেই গুজব আরও জোরাল হয়ে উঠল। ক্রমেই বিরাট একটা সমস্যায় পরিণত হচ্ছিলেন এলিযাহ।

*

এক বিকেলে ছেলেটার অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটল; দাঁড়াতেই পারছিল না সে, তাকে যারা দেখতে আসছিল তাদেরও চিনতে পারছিল না। সূর্য দিগন্তে পাটে বসার আগে এলিযাহ আর মহিলা বাচ্চাটার খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

"সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি সৈনিকের তীরকে বিক্ষিপ্ত হতে দিয়েছেন আর আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, ছেলেটাকে আবার ভালো করে দিন। সে কিছু করেনি। আমার পাপের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। পূর্বপুরুষেরও কোনও

BanglaBook.org

পাপের সে অংশীদার নয়। ওকে বাঁচান, হে প্রভু।"

সামান্য নড়ে উঠল ছেলেটা। ঠোঁটজোড়া শাদা হয়ে আছে, দ্রুত আভা হারাচ্ছে চোখজোড়া।

"আপনার নিজের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন," বলল মহিলা। "কারণ একমাত্র মাই বলতে পারে কখন তার ছেলের আত্মা বিদায় নিচ্ছে।"

মহিলার হাতজোড়া ধরার কথা ভাবলেন এলিযাহ, বলতে চাইলেন যে সে একা নয়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করবেন। তিনি একজন পয়গম্বর, চেরিসের তীরে তিনি সত্যকে গ্রহণ করেছেন, এখন দেবদূতেরা তাঁর পাশে আছেন।

"আমার চোখে আর অশ্রু নেই," আবার বলল মহিলা, "তাঁর যদি কোনও দয়া না থাকে, তিনি যদি জীবনই চেয়ে থাকেন, তো তাঁকে বলুন আমাকে নিয়ে যান, আমার ছেলেকে আকবারের উপত্যকা আর পথে হাঁটতে দিন।"

প্রার্থনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন এলিযাহ। কিন্তু মায়ের কষ্ট এত প্রবল, মনে হচ্ছে গোটা কামরাটাকেই গ্রাস করে নেবে; দেয়াল, দরজা ভেদ করে সর্বত্র পৌঁছে যাবে।

ছেলেটার শরীর স্পর্শ করলেন তিনি; অন্যান্য দিনের মতো প্রবল নয় ওর তাপমাত্রা, খারাপ লক্ষণ।

*

সেদিন সকালে এ-বাড়িতে এসেছিলেন প্রধান পুরোহিত, গত দুসপ্তাহ ধরে যা করে আসছেন সেটাই করেছেন তিনি: ছেলেটার মুখ আর বুকে ভেষজ পুলটিশ লাগিয়ে দিয়েছেন। এর আগের দিনগুলোতে আকবারের মহিলারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা অসংখ্য ক্ষেত্রে প্রমাণিত নিরাময়ের রেসিপি দিয়ে গেছে। রোজ বিকেলে পঞ্চম পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো হয়ে বলী দেয় ওরা যাতে ছেলেটার আত্মা তার দেহ ছেড়ে চলে না যায়।

শহরের ঘটনাবলীতে আন্দোলিত আকবার হয়ে যেতে থাকা এক মিশরিয় বণিক কোনও রকম টাকা-পয়সা ছাড়াই ছেলেটার খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানোর জন্যে খুবই দামী একটা পাউডার দিল। কিংবদন্তী অনুযায়ী এই পাউডার বানানোর কায়দা কেবল মিশরিয়দেরই দিয়েছেন দেবতারা।

এই পুরোটা সময়ই অবিরাম প্রার্থনা করে চললেন এলিযাহ।

কিন্তু কোনওই লাভ হল না।

*

"আমি জানি ওরা আপনাকে এখানে কেন থাকতে দিয়েছে," বলল মহিলা, যখনই কথা বলছে, আগের চয়ে ক্ষীণ শোনাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। অনেক দিন ধরে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে সে। "আমি জানি আপনার মাথার একটা দাম ধরা হয়েছে। একদিন অনেক সোনার বিনিময়ে আপনাকে ইসরায়েলের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচালে, বাআল আর পঞ্চম পাহাড়ের সমস্ত দেবতার নামে শপথ করে বলছি, কোনওদিনই আর আপনি বন্দী হবেন না। কীভাবে কারও চোখে না পড়ে আকবারে থাকতে হয় সেই কায়দা শিখিয়ে দেব।"

একথার কোনও জবাব দিলেন না এলিযাহ।

"আপনি আপনার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন," আবার বলল মহিলা। "তিনি আমার ছেলেকে রেয়াত দিলে, কসম খেয়ে বলছি, আমি বাআলকে ত্যাগ করে তাঁকেই বিশ্বাস করব। আপনার ঈশ্বরকে বলুন যে প্রয়োজনের সময় আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি; ঠিক তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করেছি।"

আবার প্রার্থনা করলেন এলিযাহ, সমস্ত শক্তি দিয়ে আবেদন জানালেন। ঠিক এই মুহূর্তে নড়ে উঠল ছেলেটা।

"আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই," দুর্বল কণ্ঠে বলল সে।

মায়ের চোখজোড়া আনন্দে জলজল করে উঠল। গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

"এসো, বাছা আমার। তোমার যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাব আমরা, তুমি যা চাও তাই করব।"

ছেলেটাকে তোলার প্রয়াস পেলেন এলিযাহ, কিন্তু তাঁর হাত ঠেলে সরিয়ে দিল সে।

"নিজে করতে চাই," বলল সে।

ধীরে ধীরে উঠে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। কয়েক পা এগোনোর পরেই লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে, যেন বজ্রপাতের শিকার হয়েছে।

এলিযাহ আর মহিলা ছুটে গেলেন। মারা গেছে সে।

এক মুহূর্ত কেউ কোনও কথা বলল না। সহসা সমস্ত শক্তিতে আর্তনাদ করে উঠল মহিলা।

"দেবতাদের উপর গজব পড়ুক! আমার ছেলেকে যারা ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর গজব পড়ুক! যে লোক আমার বাড়িতে এই দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছে,

BanglaBook.org

গজব পড়ুক তার উপরও! আমার একটা মাত্র ছেলে!" চিৎকার করে চলল সে। "আমি স্বর্গীয় ইচ্ছার মূল্য দেওয়ায়, একজন বিদেশীকে দয়া করায়, আমার ছেলেটা মারা গেছে!"

পড়শীরা মহিলার বিলাপ শুনতে পেল। ঘরের মেঝেতে ছেলেটার লাশ পড়ে থাকতে দেখল তারা। এখনও চিৎকার করছে মহিলা, পাশ দাঁড়ানো ইসরায়েলি পয়গম্বরের বুকে আঘাত হেনে চলেছে তার দুই হাত। নিজেকে বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই করছেন না তিনি। মহিলারা যখন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে, লোকজন ঝট করে এলিযাহকে পাকড়াও করে গভর্নরের কাছে হাজির করল।

"এই লোক দয়ার বিনিময়ে হিংসা দিয়েছে। বিধবার বাড়িতে একটা অভিশাপ বয়ে এনেছে। বেচারির ছেলেটা মারা গেছে। আমরা এমন একজনকে আশ্রয় দিচ্ছি যার উপর দেবতাদের অভিশাপ রয়েছে।"

কেঁদে উঠলেন ইসরায়েলি, নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমার প্রভু ঈশ্বর, এমনকি আমার প্রতি অত্যন্ত দরাজ এই মহিলাকেও আপনি কষ্ট দেওয়ার জন্যে বেছে নিলেন? আপনি তার ছেলেকে হত্যা করে থাকলে তার একটাই অর্থ হতে পারে, আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি, আমিও মারা যাবার উপযুক্ত।"

সেদিন সন্ধ্যায় গভর্নর আর প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে আকবারের নগর পরিষদের সভা আহবান করা হল। বিচারের সম্মুখীন করা হল এলিযাহকে।

"আপনি ভালোবাসার বিনিময়ে ঘৃণা ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই কারণে আমি আপনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম," বললেন গভর্নর।

*

"আপনার মাথার দাম এক স্যাচেল সোনার সমান হলেও আমরা পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের রোষ ডেকে আনতে পারব না," বললেন প্রধান পুরোহিত। "কারণ পরে সারা দুনিয়ার সব সোনাও আর এই শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

মাথা নিচু করলেন এলিযাহ। প্রভু যেহেতু তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং সহ্য করার মতো সব কষ্টই তাঁর প্রাপ্য।

"আপনি পঞ্চম পাহাড়ে উঠবেন," বললেন প্রধান পুরোহিত। "যাদের মনঃক্ষুণ্ন করেছেন সেইসব দেবতার কাছে ক্ষমা চাইবেন। তাঁরা আপনাকে হত্যা করার জন্যে স্বর্গ থেকে আগুন নিক্ষেপ করবেন। যদি তা না করেন, তার মানে

BanglaBook.org

হবে তাঁরা চান আমাদের হাতেই বিচার সম্পন্ন হোক। আমরা পাহাড়ের নিচে অপেক্ষায় থাকব। রীতি অনুযায়ী পরদিন সকালে আপনাকে হত্যা করা হবে।"

পবিত্র মৃত্যুদণ্ড ভালোই জানেন এলিযাহ। ওরা বুক থেকে হৃৎপিণ্ড বের করে আনে, মাথা কেটে ফেলে। প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী হৃৎপিণ্ডবিহীন কোনও লোক স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে না।

"প্রভু, আমাকে কেন এইজন্যে বেছে নিলেন?" আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। জানেন আশপাশের সবাই জানে প্রভু তাঁর সামনে কোনও বিকল্প রাখেননি। "আপনি কি জানতেন না যে কাজের জন্যে আমাকে বেছে নিয়েছেন আমি তার যোগ্য নই?"

কোনও সাড়া পেলেন না তিনি।

BanglaBook.org

****

ইসরায়েলিকে পঞ্চম পাহাড়ের প্রাচীরের কাছে নিয়ে যাওযার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রহরীদের দলটির সঙ্গে সঙ্গে মিছিল করে আর পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে আগে বাড়তে লাগল আকবারের নারী পুরুষের দল। অনেক কষ্টে প্রহরীরা জনতার আক্রোশ সামাল দিচ্ছে। পবিত্র পাহাড়ের পায়ের কাছে এসে পৌঁছাল তারা।

পাথরের বেদীর সামনে থামল মিছিল, এখানে লোকে তাদের উৎসর্গ আর অঞ্জলি, আবেদন আর প্রার্থনা রেখে যায়। এলাকায় বাসকারী দৈত্যদের কথা জানা আছে সবার। কয়েকজনের কথা তাদের মনে আছে যারা স্রেফ নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে স্বর্গের আগুনে প্রাণ হারিয়েছে। রাতের বেলায় উপত্যকা দিয়ে যাওয়া পর্যটকরা শপথ করে উপর থেকে ভেসে আসা দেবদেবীর আনন্দ উল্লাসের আওয়াজ পাওয়ার কথা বলেছে।

এব্যাপারে কেউ নিশ্চিত না হলেও দেবতাদের চ্যালেঞ্জ করতে যায়নি কেউ।

"চলো," বর্শার ডগা দিয়ে এলিযাহর পিঠে খোঁচা দিয়ে বলল এক সৈনিক। "একটা বাচ্চাকে যে মেরেছে তার কঠিন শাস্তিই পাওয়া উচিত।"

*

নিষিদ্ধ এলাকায় পা রাখলেন এলিযাহ, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। বেশ খানিক্ষণ হাঁটার পর এক সময় যখন আর আকবারের লোকজনের চেঁচামেচি শোনা গেল না, একটা পাথরের উপর বসে কাঁদতে শুরু করলেন তিনি। আসবাবপত্রের দোকানে সেই উজ্জ্বল আলোর বিন্দুতে অন্ধকার কেটে যাওয়া দেখার পর থেকে কেবল অন্যদের জন্যে দুর্ভাগ্যই বয়ে আনতে পেরেছেন।

ঈশ্বর ইসরায়েলে তাঁর কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছেন। এখন নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

ফিনিশিয় দেবতাদের উপাসনাই অনেক জোরাল হয়ে উঠেছে। চেরিসের পাশে প্রথম রাতে এলিযাহ ভেবেছিলেন ঈশ্বর তাঁকে শহীদ হওয়ার জন্যে বেছে নিয়েছেন, আরও অনেকের বেলায় যেমনটা করেছেন তিনি।

কিন্তু তার বদলে প্রভু পাঠালেন একটা কাক–একটা অলুক্ষণে পাখি–চেরিস শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যেটা তাঁকে খাইয়েছে। একটা কাক কেন, ঘুঘূ বা দেবদূত নয় কেন? সেকি ভয় গোপন করার প্রয়াসে রত কোনও লোকের বিভ্রম ছিল মাত্র, নাকি অনেক বেশী সময় রোদে মাথা পুড়ছিল বলে এমন হয়েছে। এখন আর এলিযাহ কোনও ব্যাপারেই নিশ্চিত নন। হয়ত শয়তান তার একটা উপায় পেয়ে গেছে, তিনিই সেই যন্ত্র। তাঁর জাতির উপর এমন একটা অশুভ ব্যাপার চাপিয়ে দেওয়া রাজকন্যার কাছে সব শেষ হয়ে যাবার জন্যে ফিরিয়ে না নিয়ে ঈশ্বর কেন তাঁকে আকবারে পাঠিয়েছিলেন?

নিজেকে কাপুরুষ মনে হয়েছে তাঁর, কিন্তু নির্দেশ মতোই সব করেছেন। এই অদ্ভুত আর উদার লোকদের সঙ্গে, তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। ঠিক যখন ভেবেছেন নিজের নিয়তি পূরণ করেছেন, ঠিক তখনই বিধবার ছেলেটা মারা গেল।

"আমি কেন?"

*

উঠে আরেকটু সামনে বাড়লেন তিনি, কুয়াশা-ঢাকা পাহাড়ী চূড়ায় প্রবেশ করলেন। অত্যাচারীদের হাত থেকে বাঁচতে দৃষ্টিসীমার সীমাবদ্ধতার সুবিধা নিতে পারেন, কিন্তু তাতে কী যাবে আসবে? পালাতে পালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি; জনেন পৃথিবীর কোথাও নিজের একটা জায়গা পাবেন না। এবার পালাতে পারলেও আরেকটা শহরে অভিশাপ বয়ে নিয়ে যাবেন। আরও ট্র্যাজিডি ঘটবে। তিনি যেখানে যাবেন, এইসব মৃত্যুর ছায়া সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাবেন। তারচেয়ে বরং বুক থেকে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলা আর মুণ্ড কাটা যাওয়াই ভালো।

কুয়াশার ভেতর আবার বসে পড়লেন তিনি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে নিচের ওরা ধরে নেয় তিনি চূড়ায় উঠে গেছেন। তারপর আটককারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আবার আকবারে ফিরে যাবেন।

"স্বর্গের আগুন," আগে অনেকে এর হাতে মার গেছে, যদিও

BanglaBook.org

এলিযাহর সন্দেহ আগুনটা প্রভুরই পাঠানো ছিল। চাঁদহীন রাতে এই আগুনের আভা আকাশে পৌঁছে যায়। যেমন হঠাৎ দেখা দেয় তেমনি আবার সহসাই অদৃশ্য হয়ে যায়। হয়ত আগুনটা জ্বলে। হয়ত চট করে নিভে যায়, কোনও রকম কষ্ট দেওয়া ছাড়াই।

*

রাত নেমে এলে কুয়াশা মিলিয়ে গেল। নিচের উপত্যকা দেখতে পাচ্ছেন তিনি। অসিরিয় শিবিরের আগুনও চোখে পড়ছে। ওদের কুকুরের ডাক কানে আসছে। সৈনিকদের রণসঙ্গীত শুনতে পাচ্ছেন।

"আমি তৈরি," আপন মনে বললেন তিনি। "নিজেকে পয়গম্বর বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। আমার সাধ্যমতো সব করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি, এখন ঈশ্বরের অন্য কাউকে প্রয়োজন।"

ঠিক এই সময় তাঁর উপর একটা আলো নেমে এল।

"স্বর্গীয় আগুন!"

কিন্তু আলোটা তাঁর সামনে রয়ে গেল। একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল:

"আমি প্রভুর একজন দূত।"

হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা নোয়ালেন এলিযাহ।

"আগেও আপনাকে দেখেছি আমি। প্রভুর দূতের কথা আমি মেনে চলেছি," জবাব দিলেন এলিযাহ। মাথা তুলে তাকালেন না। "কিন্তু তারপরেও যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই দেখিনি আমি।"

কিন্তু দেবদূত বলে চললেন:

"আপনি শহরে ফিরে যাবার পর তিনবার ছেলেটাকে আবার জীবিত হতে নির্দেশ দেবেন। তৃতীয়বার প্রভু আপনার কথা শুনবেন।"

"কেন এমনটা করতে হবে আমাকে?"

"ঈশ্বরের মহিমার জন্যে।"

"যদি তা ঘটেও, আমার নিজের ব্যাপারেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমি নিজের কাজের যোগ্য নেই," জবাব দিলেন এলিযাহ।

"প্রত্যেকেরই নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকার, সময়ে সময়ে সেটা ত্যাগ করার অধিকার আছে। কিন্তু কাজের কথা ভুলে গেলে চলবে না তার। যে নিজেকে সন্দেহ করে না তার কোনও দাম নেই, কারণ নিজের ক্ষমতার উপর তার প্রশ্নহীন বিশ্বাস তাকে অহঙ্কারের পাপের পথে টেনে

BanglaBook.org

নিয়ে যায়। যারা সিদ্ধান্তহীনতার পর্বের ভেতর দিয়ে যায় তারাই আসলে আশীর্বাদপ্রাপ্ত।"

"একটু আগে দেখেছেন, আপনি আদৌ ঈশ্বরের দূত কিনা তাতেই সন্দিহান ছিলাম আমি।"

"যান, আমি যা বলেছি তাই করুন।"

BanglaBook.org

****

বেশ অনেকটা সময় পেরিয়ে যাবার পর পাহাড়ের নিচে উৎসর্গের বেদীর কাছে নেমে এলেন এলিযাহ। প্রহরীরা তাঁর অপেক্ষায় থাকলেও সাধারণ জনতা আকবারে ফিরে গেছে।

"আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত," বললেন তিনি। "পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছি আমি। তাঁরা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার আত্মা দেহ ছেড়ে যাবার আগে আমি যেন আমাকে আশ্রয় দেওয়া সেই বিধবার বাড়িতে যাই, আমার আত্মার জন্যে তার করুণা চেয়ে নিই।"

সৈন্যরা তাঁকে আবার প্রধান পুরোহিতের কাছে নিয়ে এল। ইসরায়েলির বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করল তারা।

"আপনি যেমন বলেছেন তাই হবে," বন্দীকে বললেন প্রধান পুরোহিত। "যেহেতু আপনি দেবতাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, বিধবার কাছেও ক্ষমা চাওয়া উচিত। আপনি যাতে পালিয়ে না যান সেজন্যে চারজন সশস্ত্র সৈনিকসহ আপনার সঙ্গে যাব আমরা। তবে মনে এমন কোনও আশা রাখবেন না যে তাকে আপনার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনায় রাজি করাতে পারবেন। সকাল হলেই চত্বরের মাঝখানে আপনাকে কতল করব আমরা।"

পাহাড়ের চূড়ায় তিনি কী দেখেছেন জানতে ইচ্ছে হল প্রধান পুরোহিতের, কিন্তু সৈনিকদের উপস্থিতিতে উত্তরটা বিব্রতকর হতে পারে ভেবে নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। তবে প্রকাশ্যে এলিযাহর ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাহলে আর কেউ পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের ক্ষমতা অস্বীকার করতে পারবে না।

এলিয়াহ আর সৈনিকরা সেই হতদরিদ্র পথে এলেন যেখানে বেশ কয়েক মাস থেকেছেন তিনি। বিধবার ঘরের দরজা জানালা সবই খোলা, রেওয়াজ অনুযায়ী তার ছেলের আত্মা যেন দেবতাদের সঙ্গে বসবাস করার জন্যে

BanglaBook.org

বিদায় নিতে পারে। ছোট ঘরটার মাঝখানে রাখা লাশটা, গোটা মহল্লা পাহারা দিচ্ছে তাকে।

ইসরায়েলির উপস্থিতি টের পেয়ে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভীত হয়ে উঠল।

"ওকে নিয়ে যাও!" প্রহরীদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল তারা। "যথেষ্ট খারাপ কি করেননি তিনি? তিনি এতই খারাপ যে পঞ্চম পাহাড়ের দেবতারা পর্যন্ত তার রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করতে চাননি!"

"ওকে হত্যার দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দাও!" চিৎকার করে উঠল এক লোক। "এখুনি কাজটা করব আমার! মৃত্যুদণ্ডের রীতিনীতির ধার ধারব না!"

ধাক্কাধাক্কি আর আঘাতের বিরুদ্ধে অটল থেকে তাঁকে ধরে রাখা হাতগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করে এককোণে বসে কাঁদতে থাকা বিধবার কাছে ছুটে গেলেন এলিযাহ।

"আমি ওকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারব। তোমার ছেলেকে একটু স্পর্শ করতে দাও," বললেন তিনি। "স্রেফ এক মুহূর্তের জন্যে।"

বিধবা এমনকি মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

"একটু স্পর্শ করতে দাও," জোর করলেন তিনি। "এই জীবনে এটাই যদি আমার জন্যে তোমার শেষ কাজ হয়, আমাকে তোমার উপকারের প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ দাও।"

কয়েকজন লোক তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে জাপ্টে ধরল। কিন্তু এলিযাহ প্রতিরোধ করলেন, সকল শক্তি দিয়ে লড়লেন তিনি, মৃত ছেলোটাকে একবার স্পর্শ করার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ করতে লাগলেন।

তরুণ আর অটল হলেও শেষমেষ জোর করে ঘরের দরজা থেকে সরিয়ে নেওয়া হল তাঁকে। "হে প্রভুর দূত, আপনি কোথায়?" আকাশের দিকে মুখ করে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে থেমে গেল সবাই। বিধবা উঠে এগিয়ে এল তাঁর কাছে। হাত ধরে ছেলের লাশের কাছে নিয়ে গেল তাঁকে, তারপর ছেলেটাকে ঢেকে রাখা চাদর সরিয়ে দিল।

"আমার প্রাণের ধনের রক্ত দেখুন," বলল সে। "যা করতে চেয়েছেন, যদি করতে না পারেন তাহলে যেন আপনার বংশধারার মাথার উপর এই রক্ত

BanglaBook.org

নেমে আসে।"

এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে স্পর্শ করলেন তিনি।

"এক মুহূর্ত," বলল বিধবা। "আগে আপনার ঈশ্বরকে আমার অভিশাপ পূরণ করতে বলুন।"

এলিযাহর বুকে তোলপাড় চলছে। কিন্তু দেবদূতের কথা তিনি বিশ্বাস করেছেন।

"আমি যা বলেছি তা যদি করতে না পারি তাহলে এই ছেলের রক্ত যেন আমার বাবা-মা, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে আর ভাইবোনের ছেলেমেয়ের মাথার উপর নেমে আসে।"

তারপর তাঁর সকল সন্দেহ, অপরাধ আর ভীতি সত্ত্বেও, "*পরে তিনি তাহার ক্রোড় হইতে ছেলেটাকে লইয়া উপরে আপনার থাকিবার কুঠরিতে গিয়া আপন শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। আর তিনি সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর, আমি যে বিধবার বাটীতে প্রবাস করিতেছি, তুমি কি তাহার ছেলেটাকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার উপরে অমঙ্গল উপস্থিত করিলে? পরে তিনি বালকটির উপরে তিনবার আপন শরীর লম্বাবান করিয়া সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর, বিনয় করি, এই বালকের মধ্যে প্রাণ ফিরিয়া আসুক।*"

অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না। আবার জিজ্ঞেদে ফিরে গেছেন কল্পনা করলেন এলিযাহ, সৈনিকের তাক করা তীরের সামনে একা দাঁড়িয়ে আছেন। পুরোপুরি সজাগ যেকারও বিশ্বাস বা ভয়ের সাথে তার নিয়তির প্রায়শই কোনও সম্পর্ক থাকে না। সেদিনের মতোই শান্ত আর আত্মবিশ্বাসী বোধ করতে লাগলেন নিজেকে। জানেন পরিণাম যাই হোক না কেন, এসবের পেছনে একটা কারণ আছে। পঞ্চম পাহাড়ের উপরে সেই দেবদূত একে বলেছেন "ঈশ্বরের মহিমা"; তাঁর আশা একদিন তিনি জানতে পারবেন স্রষ্টার এই মহিমা প্রকাশ করার জন্যে সৃষ্টিকে কেন প্রয়োজন পড়ে স্রষ্টার।

এই সময় ছেলেটার চোখজোড়া খুলে গেল।

"মা কোথায়?" জিজ্ঞেস করল সে।

"নিচে তোমার অপেক্ষা করছে," হেসে জবাব দিলেন এলিযাহ।

"একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি আমি। একটা অন্ধকার গহ্বরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, আকবারের সবচেয়ে দ্রুত গতির ঘোড়ার চেয়েও জোরে। একটা

BanglaBook.org

লোককে দেখতে পেলাম–আমি নিশ্চিত আমার বাবা–যাকে আমি কোনওদিনই দেখিনি। তারপর একটা খুব সুন্দর জায়গায় হাজির হলাম–ওখানেই থাকতে ইচ্ছে করছিল আমার–কিন্তু আরেকটা লোক–অচেনা, তবে তাকে অনেক ভালো আর সাহসী বলে মনে হয়েছে–আমাকে খুব কোমল স্বরে ওখান থেকে চলে যেত বলল। আমি আরও সামনে যেতে চেয়েছি, কিন্তু আপনি আমাকে জাগিয়ে দিয়েছেন।"

ছেলেটাকে বিষণ্ন বলে মনে হল। নিশ্চয়ই সে যেখানে ঢুকতে যাচ্ছিল খুবই সুন্দর জায়গা ছিল সেটা।

"আমাকে একা ফেলে যাবেন না। কারণ আমাকে আপনি এমন এক জায়গা থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করেছেন যেখানে আমি নিরাপদে থাকতে পারতাম।"

"চলো নিচে যাই," বললেন এলিযাহ। "তোমার মা তোমাকে দেখতে চাইছে।"

ওঠার চেষ্টা করল ছেলেটা, প্রচণ্ড দুর্বলতার কারণে হাঁটতে পারল না। ওকে কোলে তুলে নিলেন এলিযাহ। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন।

নিচের লোকজন ভীষণ ভয়ে একেবারে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল।

"এইসব লোক এখানে কেন?" জানতে চাইল ছেলেটা।

এলিযাহ জবাব দেওয়ার আগেই মহিলা ওকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগল, কাঁদছে সে।

"এমন করছ কেন, মা? তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ কেন?"

"দুঃখ না, বাছা আমার," চোখের জল মুছতে মুছতে বলল মহিলা। "জীবনে এত খুশি আর কখনও লাগেনি আমার।"

একথা বলে মহিলা হাঁটু গেড়ে বসে চড়া গলায় বলে উঠল:

"এই কাজের ভেতর দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে আপনি ঈশ্বরের প্রিয় মানুষ! আপনার মুখ দিয়ে ঈশ্বরের বাণী বের হয়ে আসে!"

এলিযাহ তাকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াতে বললেন।

"এই মানুষটাকে যেতে দাও!" সৈনিকদের উদ্দেশে বলল সে। "আমার ঘরে নেমে আসা অশুভকে কাটাতে পেরেছেন তিনি!"

ওখানে জমায়েত হওয়া লোকজন কী ঘটেছে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল

BanglaBook.org

না। আনুমানিক বছর বিশেক বয়সের এক মহিলা, রঙের কাজ করে সে, বিধবার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। একে একে অন্যরাও তাকে অনুসরণ করল। এমনকি এলিযাহকে যাদের দেখে রাখার কথা সেই সৈন্যরাও।

"ওঠ," ওদের বললেন তিনি। "প্রভুর উপাসনা করো। আমি স্রেফ তাঁর একজন ভৃত্য, সম্ভবত সবচেয় কম প্রস্তুত।"

কিন্তু সবাই হাঁটু গেড়ে বসে রইল। মাথা নিচু করে রেখেছে।

"আপনি পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন," একটা কণ্ঠস্বরকে বলতে শুনলেন তিনি। "আপনি অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারেন।"

"ওখনে কোনও দেবতা নেই। আমি প্রভুর দূতের দেখা পেয়েছি, তিনিই আমাকে এমন করার নির্দেশ দিয়েছেন।"

"আপনি বাআল আর তাঁর ভাইদের সঙ্গে ছিলেন," বলল আরেকজন।

হাঁটু গেড়ে বসে থাকা লোকদের ঠেলে একটা পথ তৈরি করে রাস্তায় চলে এলেন এলিযাহ।

এখনও তাঁর বুকে ঝড় চলছে, যেন তিনি ভুল করে ফেলেছেন, দেবদূতের অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। "ক্ষমতার উৎসই যদি কেউ বিশ্বাস না করে তাহলে একজন মৃতকে জীবন দিয়ে কী লাভ হল?" দেবদূত তাঁকে বলেছিলেন তিনবার প্রভুর নাম ধরে ডাকতে, কিন্তু তিনি নিচের ঘরের লোকজনের কাছে এই অলৌকিক ঘটনা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন সে সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। "এমন কি হতে পারে, প্রাচীন কালের পয়গম্বরদের মতো, আমি কেবল নিজের অহমই প্রকাশ করতে চেয়েছি?" ভাবলেন তিনি।

গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি, ছেলেবেলার পর আর যার সাথে কথা বলা হয়নি।

"আপনি আজ প্রভুর এক দূতের সঙ্গে ছিলেন।"

"হ্যাঁ," জবাব দিলেন এলিযাহ। "কিন্তু প্রভুর দূত মানুষের সাথে কথা বলেন না, তাঁরা কেবল ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা বাণী পৌঁছে দেন।"

"নিজের ক্ষমতা কাজে লাগান," বললেন গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল।

এর মানে কী বুঝতে পারলেন না এলিযাহ। "প্রভুর কাছ থেকে আসা ক্ষমতা ছাড়া আমার আর কোনও ক্ষমতা নেই," বললেন তিনি।

"কারওই নেই। কিন্তু সবারই প্রভুর ক্ষমতা আছে, কিন্তু কাজে লাগায় না।"

BanglaBook.org

দেবদূত আরও বললেন:

"আজ থেকে শুরু করে আপনি ছেড়ে আসা দেশে কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আপনাকে আর অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর অধিকার দেওয়া হবে না।"

"সেটা কবে ঘটবে?"

"ইসরায়েলকে আবার গড়ে তুলতে প্রভুর আপনাকে প্রয়োজন," বললেন দূত। "আপনি আবার গড়ে তোলা শিখলেই ফের সেই দেশে ফিরে যেতে পারবেন।"

আর কিছু বললেন না তিনি।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

*

****

উদীয়মান সূর্যের উদ্দেশে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করলেন প্রধান পুরোহিত। ঝড়ের দেবতা আর পশুপাখির দেবীকে নির্বোধদের উপর প্রসন্ন হওয়ার আবেদন জানালেন। সেদিন সকালেই তাঁকে বলা হয়েছিল এলিযাহ বিধবার ছেলেকে মৃত্যুর রাজত্ব থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।

গোটা শহর একাধারে ভীত আর উত্তেজিত হয়ে আছে। সবাই ধরে নিয়েছে পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করেছেন ইসরায়েলি। এখন তাঁকে বিদায় করা বেশ কঠিন হবে। "কিন্তু ঠিক সময় আসবে," আপন মনে বললেন তিনি।

তাঁকে বিদায় করার একটা না একটা সুযোগ ঠিকই এনে দেবেন দেবতারা। কিন্তু স্বর্গীয় ক্ষোভের ভিন্ন একটা উদ্দেশ্য ছিল। উপত্যকায় মিসিরিয়দের উপস্থিতি একটা ইশারা। শত শত বছরের শান্তি কেন শেষ হতে চলেছে? জবাব রয়েছে তাঁর কাছে: *বিবলসের* আবিষ্কার। তাঁর দেশ লেখার একটা ধরণ আবিষ্কার করেছে যা সবার বোধগম্য, এমনকি যারা তা ব্যবহার করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যে কেউ খুবই অল্প সময়ে এটা শিখে নিতে পারে। এর মানে সভ্যতার ধংস ছাড়া আর কিছু না।

প্রধান পুরোহিত জানেন মানুষ যত রকম ধংসাত্মক অস্ত্র বানাতে পারে তার ভেতর ভয়ঙ্করতম–এবং সবচেয়ে শক্তিশালী–অস্ত্র হচ্ছে ভাষা। ড্যাগার বা বর্শা রক্তের দাগ রেখে যায়, দূর থেকে দেখা যায় তীর। শেষ পর্যন্ত বিষ টের পাওয়া যায়, যায় এড়ানো।

কিন্তু ভাষা কোনও রকম চিহ্ন না রেখেই ধংস করে ফেলতে পারে। পবিত্র আচার অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে জানাজনি হয়ে গেলে বিশ্বজগতে পরিবর্তন আনার জন্যে অনেকেই তা কাজে লাগানোর প্রয়াস পাবে, দেবতারা তখন বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন। এই মুহূর্ত পর্যন্ত কেবল পুরোহিত গোত্রই পূর্বপুরুষদের স্মৃতি জানতেন। গোপন রাখা হবে এই শর্তে মৌখিকভাবে তা হস্তান্তর করা হত, কিংবা অনেক বছরের প্রয়াসের প্রয়োজন হত সারা পৃথিবীতে মিশরিয়দের ছড়িয়ে রাখা বর্ণের

BanglaBook.org

অর্থ উদ্ধার করার জন্যে। কেবল এভাবেই যারা অনেক বেশী প্রশিক্ষিত–লিপিকার আর পুরোহিতগণ–তারাই কেবল লিখিত তথ্য বিনিময় করতে পারতেন।

অন্যদের ইতিহাস নথি করার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ধরণ ছিল, কিন্তু সেসব এত জটিল ছিল যে যে এলাকায় এর ব্যবহার ছিল তার বাইরের কেউই আর তা শেখার চেষ্টা করতে যেত না। কিন্তু *বিবলসের* আবিষ্কারের একটা বিস্ফোরক দিক রয়েছে: এটা যেকোনও দেশে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা সে দেশের ভাষা যাই হোক না কেন। এমনকি গ্রিকরা পর্যন্ত, এমনিতে তাদের দেশে জন্ম হয়নি এমন যেকোনও কিছু প্রত্যাখ্যান করলেও তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনের বেলায় সাধারণ রেওয়াজ হিসাবে বিবলসকে বেছে নিয়েছে। তারা যেহেতু যা কিছু ভালো তাই নিজের করে নেওয়ার ব্যাপারে দক্ষ, এরই মধ্যে তারা বিবলসের উদ্ভাবনকে গ্রিক নাম *অ্যালফাবেট* দিয়ে দিয়েছে।

শত শত বছর ধরে গোপন করে রাখা তথ্য এখন আলোর মুখ দেখার বিপদের মুখে পড়ে গেছে। সেই তুলনায় মৃত্যুর অপর পার থেকে কাউকে ফিরিয়ে আনার যে পাপ এলিযাহ করেছেন–মিশরিয়দের রেওয়াজই তাই–কোনও ব্যাপারই না।

"আমাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কারণ আমরা আর পবিত্রের রক্ষা দিতে পারছি না," ভাবলেন তিনি। "অসিরিয়রা আমাদের তোরণে অবস্থান করছে, উপত্যকা পেরিয়ে আসবে তারা, আমাদের পূর্বপুরুষের সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেবে।"

তারা লেখা চালিয়ে যাবে। প্রধান পুরোহিত জানেন শত্রুপক্ষের উপস্থিতি স্রেফ দৈবচক্রের সংগঠন নয়।

এটা হচ্ছে একটা মাশুল। দেবতারা অনেক হিসেব করে সব পরিকল্পনা করেছেন যাতে কেউ এটা মনে করতে না পারে যে সবই তাঁদের কাজ। তাঁরা এমন একজনকে গভর্নরের পদে বসিয়েছেন যিনি সেনাবহিনীর চেয়ে বরং ব্যবসাবণিজ্য নিয়েই বেশী চিন্তিত। তারা অসিরিয়দের লোভকে বাড়িয়ে দিয়েছেন আর এক অবিশ্বাসীকে নিয়ে এসেছেন শহরকে বিভক্ত করার জন্যে। অচিরেই শুরু হবে চূড়ান্ত লড়াই।

BanglaBook.org

****

এত কিছুর পরেও আকবার টিকে থাকবে। কিন্তু বিবলসের হরফের হুমকিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। প্রধান পুরোহিত যত্নের সঙ্গে বহু প্রজন্ম আগে এক বিদেশী তীর্থযাত্রী স্বর্গ নির্দেশিত জায়গায় এসে এই শহরের পত্তন করার চিহ্ন স্বরূপ পাথরটা পরিষ্কার করলেন। "কী সুন্দর," ভাবলেন তিনি। পাথর আসলে দেবতাদেরই প্রতিবিম্ব–কঠিন, প্রতিরোধক, সব অবস্থায় টিকে থাকার যোগ্য, অস্তিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। মৌখিক ট্র্যাডিশন অনুযায়ী পৃথিবীর কেন্দ্র একটা পাথরে চিহ্নিত। ছেলেবেলায় সেটার অবস্থান বের করতে বের হওয়ার কথা ভেবেছিলেন, আজ পর্যন্ত ধারণাটা লালন করে এসেছেন তিনি। কিন্তু উপত্যকার গভীরে অসিরিয়দের উপস্থিতি টের পাওয়ার পরেই বুঝে গেছেন কখনওই সেই স্বপ্ন আর বাস্তবে রূপ নেবে না।

"এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেবতাদের ক্ষুব্ধ করার দায়ে আমার প্রজন্মের ঘাড়ে উৎসর্গের দায়িত্ব বর্তেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেবতারা অনিবার্য; তাঁদের মেনে নিতেই হবে।"

মনে মনে দেবতাদের মানার শপথ নিলেন তিনি। যুদ্ধ বানচাল করার কোনও চেষ্টাই করবেন না।

"সম্ভবত কলিকালে পৌঁছে গেছি আমরা। প্রতি মুহূর্তে বেড়ে ওঠা এই সংকট থেকে উৎরানোর কোনও উপায় নেই।"

ছড়িটা তুলে নিয়ে ছোট মন্দির ছেড়ে বের হয়ে এলেন প্রধান পুরোহিত। আকবারের সেনাধিনায়কের সাথে একটা মিটিং আছে তাঁর।

*

দক্ষিণের প্রাচীরের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর দেখলেন এলিযাহ এগিয়ে আসছেন।

"প্রভু মৃত্যুর দুয়ার থেকে একটা ছেলেকে ফিরিয়ে এনেছেন," বললেন

BanglaBook.org

ইসরায়েলি। "শহরের লোকজন আমার ক্ষমতায় বিশ্বাস এনেছে।"

"ছেলেটা নিশ্চয়ই মরেনি," জবাব দিলেন প্রধান পুরোহিত। "আগেও এমন ঘটেছে। হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে ফের চলতে শুরু করে। আজ গোটা শহর এই আলোচনা করছে; আগামীকাল ওদের মনে পড়ে যাবে দেবতারা কাছে চলে এসেছেন, তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে তারা। আবার তাদের মুখে কুলুপ পড়বে। আমাকে যেতে হচ্ছে। অসিরিয়রা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।"

"আমার কথা শুনুন: গতরাতের অলৌকিক ঘটনার পর শান্তির জন্যে দেয়ালের বাইরে ঘুমিয়েছিলাম আমি। তখন পঞ্চম পাহাড়ের উপর দেখা সেই দেবদূত আবার আমার কাছে এসেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন: যুদ্ধে আকবার ধংস হয়ে যাবে।"

"নগর কখনও ধংস করা যায় না," বললেন প্রধান পুরোহিত। "এগুলো সাত বারের সত্তর গুন করে নির্মিত হবে, কারণ দেবতারা জানেন তারা কোথায় সেগুলোকে স্থাপন করেছেন এবং তাঁদের এগুলোর প্রয়োজন আছে।"

*

একদল সভাষদসহ এগিয়ে এলেন গভর্নর, চানতে চাইলেন, "কী বলছেন আপনি?"

"আপনাদের শান্তির খোঁজ করা উচিত," জবাব দিলেন এলিয়াহ।

"ভয় লাগলে যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যান," শীতল কণ্ঠে বললেন প্রধান পুরোহিত।

"পলাতক পয়গম্বরদের হত্যা করার জন্যে অপেক্ষায় আছেন জেযেবেল আর রাজা," বললেন গভর্নর। "কিন্তু আমি চাই আপনি বলুন আপনি স্বর্গের আগুনে ভস্ম না হয়ে পঞ্চম পাহাড়ে উঠতে পারলেন কীভাবে।"

এই কথোপকথনে বাদ সাধা জরুরি মনে করলেন প্রধান পুরোহিত। গভর্নর অসিরিয়দের সাথে অলোচনার কথা ভাবছেন। তাতে করে এলিযাহর উদ্দেশ্য পূরণ সহজ হয়ে যেতে পারে।

"ওর কথায় কান দেবেন না," বললেন তিনি। "গতকাল তাঁকে যখন বিচারের জন্যে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল আমি তাঁকে ভয়ে কাঁদতে দেখেছি।"

"আপনাদের উপর আমার বয়ে আনা অভিশাপই ছিল সেই অশ্রুর কারণ। আমি মাত্র দুটি জিনিসকে ভয় করি: প্রভু আর নিজেকে। আমি

BanglaBook.org

ইসরায়েল থেকে পালিয়ে আসিনি। প্রভু অনুমতি দিলেই আমি যেকোনও সময় ফিরে যেতে তৈরি আছি। আমি আপনাদের সুন্দরী রাজকুমারির শেষ ডেকে আনব। ইসরায়েলের ধর্মবিশ্বাস এবারের হুমকিও কাটিয়ে উঠবে।"

"জেযেবেলের লাবণ্য রুখতে কঠিন হৃদয়ের প্রয়োজন," পরিহাস তরল কণ্ঠে বললেন প্রধান পুরোহিত। "যাহোক, তা যদি ঘটেও, আমরা তাঁর চেয়েও অনেক সুন্দরী আরেকজনকে পাঠাব, জেযেবেলের অনেক আগে যেমন করেছি।"

সত্যি কথাই বলেছেন প্রধান পুরোহিত। দুশো বছর আগে সিদনের একজন রাজকন্যা ইসরায়েলের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ শাসক রাজা সোলেমানকে প্রলুব্ধ করেছিলেন। দেবী অ্যাস্ত্রাতের নামে একটা বেদী নির্মাণ করতে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে। এই পাপের কারণে প্রভু প্রতিবেশী দেশগুলোর সেনাবাহিনীকে খেপিয়ে তোলেন, ফলে সোলোমান প্রায় গদি হারাতে বসেছিলেন।

"জেযেবেলের স্বামী আহাবের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটবে," ভাবলেন এলিযাহ। সময় হলেই প্রভু কাজ শেষ করার জন্যে তাঁকে তলব করবেন। কিন্তু ওর সামনে দাঁড়ানো এই লোকদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে কী লাভ হবে? এরা গতরাতে বিধবার বাড়ির সামনে হাঁটু গেড়ে বসা সেই লোকদের মতোই, পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদেরই প্রশংসা করছিল। প্রথার কারণে কখনওই ভিন্ন কিছু ভাবতে পারবে না এরা।

*

"আমাদের আতিথেয়তার বিধান মানার ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক," বললেন গভর্নর, স্পষ্টতই শান্তি সম্পর্কে এলিযাহর বক্তব্য ভুলে গেছেন। "তা না হলে জেযেবেলর পয়গম্বরদের শেষ করার প্রয়াসে সাহায্য করতে পারতাম।"

"আমার জীবন রক্ষার কারণ তা নয়। আপনারা জানেন,আমি বেশ দামী জিনিস। আপনারা জেযেবেলকে নিজ হাতে আমাকে মারার আনন্দ দিতে চান। কিন্তু, গতকাল থেকে লোকে আমার উপর অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করতে শুরু করেছে। তারা ভাবছে আমি নিশ্চয়ই পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনার দিক থেকে দেবতাদের অসম্মান করাটা তেমন খারাপ কিছু নয়, কিন্তু শহরের বাসিন্দাদের খেপিয়ে তোলার কোনও ইচ্ছে নেই আপনার।"

BanglaBook.org

এলিযাহকে আপনমনে কথা বলে চললেন, নগর প্রাচীরের দিকে এগিয়ে গেলেন গভর্নর আর প্রধান পুরোহিত। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথম সুযোগেই ইসরায়েলি পয়গম্বরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন প্রধান পুরোহিত। এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা স্রেফ একটা পণ্য ছিল সেটাই একটা জ্বালাতনে পরিণত হয়েছে।

*

ওদের চলে যেতে দেখে নিরাশ হয়ে পড়লেন এলিযাহ। প্রভুর সেবা করার জন্যে তিনি কী করতে পারতেন? তারপর চত্বরেরর মাঝখানে চিৎকার শুরু করে দিলেন, "আকবারবাসী, শোনো! গতরাতে পঞ্চম পাহাড়ে উঠে দেবতাদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। ফিরে আসার পর একটা ছেলেকে মৃত্যুর রাজ্য থেকে ফিরিয়ে এনেছি!"

চারপাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। গল্পটা এরই মধ্যে সারা শহরে জানাজানি হয়ে গেছে। গভর্নর আর প্রধান পুরোহিত থমকে দাঁড়ালেন, তারপর কী ঘটছে জানার জন্যে আবার ফিরে এলেন। ইসরায়েলি পয়গম্বর বলছিলেন, তিনি পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের চেয়েও শক্তিশালী এক ঈশ্বরের উপাসনা করছেন।

"একে আমি শেষ করে ফেলব," বললেন প্রধান পুরোহিত।

"তাহলে জনতা আমাদের বিরুদ্ধে খেপে উঠবে," জবাব দিলেন গভর্নর, বিদেশীর কথায় কৌতূহল বোধ করছেন তিনি। "বরং তিনি কোনও ভুল করার অপেক্ষা করলেই ভালো হবে।"

"পাহাড় থেকে নামার আগে," বলে চললেন এলিযাহ, "দেবতারা আমাকে অসিরিয়দের হুমকি মোকাবিলায় গভর্নরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন! আমি জানি তিনি সম্মানিত মানুষ, আমার কথা শুনতে ইচ্ছুক; কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের যুদ্ধে স্বার্থ আছে, তারাই আমাকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দেবে না।"

"ইসরায়েলি একজন পবিত্র পুরুষ," গভর্নরের উদ্দেশে বলল এক বয়স্ক লোক। "স্বর্গীয় আগুনে না মরে কেউই পঞ্চম পাহাড়ে উঠতে পারে না, অথচ ইনি পেরেছেন–এবার আবার একজন মৃতকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।"

"সিদন, টায়ার আর ফিনিশিয়ার সব শহরের শান্তির ইতিহাস রয়েছে," বলল আরেক বয়স্ক লোক "আমরা এরচেয়েও খারাপ হুমকির মোকাবিলা করে উৎরে এসেছি।"

BanglaBook.org

জনতার ভিড় ঠেলে বেশ কয়েকজন খোঁড়া আর অসুস্থ লোক এগিয়ে এল, এলিযাহর পোশাক ধরে তাদের সুস্থ করে তোলার অনুরোধ জানাতে লাগল।

"গভর্নরকে পরামর্শ দেওয়ার আগে অসুস্থদের সারিয়ে তুলুন," বললেন প্রধান পুরোহিত। "তাহলে আমরা বিশ্বাস করব যে পঞ্চম পাহাড়ের দেবতারা আপনার সঙ্গে আছেন।"

আগের রাতে দেবদূতের বলা কথাটা মনে পড়ল এলিযাহর: কেবল সাধারণ মানুষকে দেওয়া ক্ষমতাই দেওয়া হবে তাঁকে।

"অসুস্থরা সাহায্য চাইছে," আবার বললেন প্রধান পুরোহিত। "আমরা অপেক্ষা করছি।"

"আগে আমাদের যুদ্ধ এড়ানোর দিকে খেয়াল করতে হবে। আমরা ব্যর্থ হলে আরও অনেক লোক অসুস্থ হবে, খোঁড়া হয়ে যাবে।"

কথোপকথনে বাদ সাধলেন গভর্নর। "এলিযাহ আমাদের সাথে যাচ্ছেন। তিনি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার স্পর্শ লাভ করেছেন।"

পঞ্চম পাহাড়ে দেবতা আছে বলে বিশ্বাস না করলেও অসিরিয়দের সাথে শান্তি বজায় রাখাই যে একমাত্র সমাধান সেটা লোকজনকে বোঝাতে গভর্নরের একজন মিত্র প্রয়োজন।

*

সেনাধিনায়কের সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে প্রধান পুরোহিত এলিযাহর উদ্দেশে মন্তব্য করলেন, "এইমাত্র যা বললেন তার কিছুই আপনি বিশ্বাস করেন না।"

"শান্তিই একমাত্র সামধান বলে বিশ্বাস করি আমি। তবে পঞ্চম পাহাড়ের চূড়ায় দেবতাদের বাস, একথা বিশ্বাস করি না। ওখানে গিয়েছি তো।"

"তা কি দেখেছেন?"

"প্রভুর একজন দেবদূত। আগেও এই দূতকে দেখেছি–এর আগে যেসব জায়গায় ছিলাম," জবাব দিলেন এলিযাহ। "ঈশ্বর ছাড়া আর কোনও প্রভু নেই।"

হেসে উঠলেন প্রধান পুরোহিত।

"আপনি বলতে চাইছেন যেই দেবতা ঝড়বাদল পাঠান সেই একই দেবতা আবার গম সৃষ্টি করেন, সেগুলো একেবারেই বিপরীত কাজ হওয়া

BanglaBook.org

সত্ত্বেও?”

“আপনি পঞ্চম পাহাড় দেখেছেন?” জানতে চাইলেন এলিযাহ। “যেদিক থেকেই দেখুন না কেন, একই পাহাড় হলেও ভিন্নরকম দেখায়।” এভাবে সব সৃষ্টির বেলায়ও একই কথা: একই ঈশ্বরের নানা চেহারা।”

*

দেয়ালের চূড়ায় উঠে এলেন তাঁরা, এখান থেকে দূরে শত্রুর শিবির দেখা যাচ্ছে। মরুউপত্যকায় শাদা তাঁবুগুলো যেন লাফিয়ে চোখের সামনে উঠে এসেছে।

কিছু সময় আগে শান্ত্রীরা যখন উপত্যকার এক প্রান্তে অসিরিয়দের অস্তিত্ব টের পেয়েছিল, গুপ্তচররা বলেছে ওরা নাকি রেকি করার একটা মিশনে এসেছে; সেনাধিনায়ক তাদের বন্দী করে দাস হিসাবে বিক্রি করার পরামার্শ দিয়েছিলেন। গভর্নর ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছিলেন: কিছুই না করা। ওদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে আকবারে উৎপাদিত কাঁচের নতুন বাজার খুলতে পারবেন বলে জুয়া খেলেছিলেন তিনি। সেই সাথে, ওরা যুদ্ধ করার মতলবে এসে থাকলেও অসিরিয়রা জানে যে ছোট-খাট শহর সবসময়ই বিজয়ীর সঙ্গেই হাত মেলায়। এখানে অসিরিয় জেনারেলদের ইচ্ছে ছিল বিনা বাধায় সিদন আর টায়ারের দিকে এগিয়ে যাওয়া, যেখানে অনেক ধনরত্ন আর তার জাতির জ্ঞান রয়েছে।

উপত্যকার মুখেই শিবির ফেলেছে প্যাট্রল। অল্প অল্প করে রিইনফোর্সমেন্ট এসে পৌঁছেছে। শহরে একটা কূপ থাকাই এর কারণ বলে দাবী করেছেন প্রধান পুরোহিত: মরুর বুকে দীর্ঘ যাত্রার আগে এটাই শেষ কূপ। অসিরিয়রা সিদন বা টায়ার দখল করার পরিকল্পনা করে থাকলে সেনাদলকে পানি সরবরাহ করতে হবে তাদের।

প্রথম মাসের শেষে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যেত। দ্বিতীয় মাসের শেষে আকবার অনায়াসে যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারত, অসিরিয সৈন্যদের সম্মানজনক প্রত্যাহারের একটা ব্যবস্থা করা যেত।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার অপেক্ষা করেছেন তাঁরা, কোনও হামলা হয়নি। পঞ্চম মাসের শেষেও যুদ্ধে জিতে যেতে পারতেন তারা। “শিগগিরই আক্রমণ করতে যাচ্ছে ওরা, কারণ নিশ্চয়ই তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছে,” আপন মনে বলেছেন গভর্নর। সেনাধিনায়কে প্রতিরক্ষা কৌশল স্থির করার কথা বলেছেন, নিজের লোকজনকে যেকোনও আকস্মিক হামলার মুখে রুখে

BanglaBook.org

দাঁড়ানোর জন্যে লাগাতার প্রশিক্ষনের নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু কেবল শান্তির জন্যে প্রস্তুতি নেওয়ার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন তিনি।

*

অর্ধেক বছর কেটে গেছে। অসিরিয় বাহিনী কোনও পদক্ষেপই নেয়নি। দখলদারির প্রথম কয়েক সপ্তাহয় দেখা দেওয়া আকবারের উদ্বেগ এখন প্রায় মিইয়ে এসেছে। লোকেরা যার যার জীবন যাপন নিয়ে ব্যস্ত, কৃষকরা ফের তাদের ক্ষেতে ফিরে গেছে, কারুশিল্পীরা মদ, কাঁচ বানাচ্ছে; বণিকের দল পণ্য কেনা-বেচা চালিয়ে যাচ্ছে। সবার মনেই বিশ্বাস: আকবার যেহেতু শত্রুকে আক্রমণ করেনি, আলোচনার ভেতর দিয়ে শিগগিরই সংকটের সমাধান হবে। সবাই জানে দেবতারাই গভর্নরকে পছন্দ করেছেন, তিনি সব সময়ই সঠিক সিদ্ধান্ত নেন।

এলিযাহ শহরে আসার পর গভর্নর বিদেশীর অভিশাপ বয়ে আনার গুজব রটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এভাবে যুদ্ধের হুমকি অনবার্য হয়ে উঠলে তিনি বিদেশীর উপস্থিতিকে বিপর্যয়ের মূল রাজনৈতিক কারণ হিসাবে দায়ী করতে পারতেন। আকবারের বাসিন্দারা বিশ্বাস করে নিত যে ইসরায়েলির মরণ ঘটলেই বিশ্বজগত আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে। গভর্নর তখন ব্যাখ্যা করে বলতেন অসিরিয়দের প্রত্যাহারের দাবী তোলার সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে; তিনি এলিযাহর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে লোকদের কাছে ব্যাখ্যা দিতেন যে শান্তিই একমাত্র সমাধান। তাঁর দৃষ্টিতে বণিকেরা–যারা শান্তি প্রত্যাশী–অন্য সবাইকে কথাটা মেনে নিতে বাধ্য করত।

এই মাসগুলোয় তিনি প্রধান পুরোহিত আর সেনাধিনায়কের তরফ থেকে অচিরেই আক্রমণ চালানোর চাপ মোকাবিলা করেছেন। পঞ্চম পাহাড়ের দেবতারা কখনওই তাঁকে পরিত্যাগ করেননি; এখন গতরাতের পুনরুত্থানের অলৌকিক ঘটনার ফলে এলিযাহর জীবন তাঁর মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান হয়ে পড়েছে।

*

"আপনার সঙ্গে এই বিদেশী কেন?" জিজ্ঞেস করলেন সেনাধিনায়ক।

"তিনি দেবতাদের দ্বারা আলোকিত হয়েছেন," জবাব দিলেন গভর্নর

BanglaBook.org

"আমাদের সব সেরা সমাধান খুঁজে বের করার ব্যাপারে সাহায্য করবেন।" চট করে প্রসঙ্গ বদলালেন তিনি। "আজ তাঁবুর সংখ্যা বেড়েছে মনে হচ্ছে।"

"আগামীকাল আরও বাড়বে," বললেন সেনাধিনায়ক। "যখন প্যাট্রল ছাড়া আর কিছুই ছিল না তখন আক্রমণ করলে ওরা হয়ত আর ফিরে যেতে পারত না।"

"আপনার ভুল হয়েছে। কয়েকজন ঠিক পালিয়ে যেত, তারপর প্রতিশোধ নিতে ফিরে আসত আবার।"

"ফসল তুলতে দেরি করলে শস্য পচে যায়," জোর করলেন সেনাধিনায়ক "কিন্তু সমস্যা সমাধানে দেরি করলে সেটা কেবল বেড়েই ওঠে।"

গভর্নর বললেন, তাঁর জাতির গর্বের বিষয় শান্তি প্রায় তিনশো বছর ধরে ফিনিশিয়ায় টিকে আছে। সমৃদ্ধির এই যুগে আমরা বাদ সাধলে এখনও জন্ম হয়নি যাদের তারা কী বলবে?

"ওদের সঙ্গে অলোচনা করতে একদল দূত পাঠান," বললেন এলিযাহ। "চরম শত্রুকে যে মিত্রে পরিণত করতে পারে সেই আসল যোদ্ধা।"

"ওরা আসলে কী চায় আমরা জানি না। এমনকি ওরা আমাদের শহর দখল করে নিতে চায় কিনা তাও জানি না। কেমন করে আলোচনা করব?"

"ভীতিকর লক্ষণ আছে। নিজ দেশ থেকে দূরে কোনও সেনাদল সামরিক মহড়ায় সময় নষ্ট করে না।"

প্রতিদিনই নতুন নতুন সৈন্যের আগমন ঘটছে। এত লোকের জন্যে কী পরিমাণ পানি লাগতে পারে, ভাবলেন গভর্নর। অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুপক্ষের সেনাদলের সামনে গোটা শহর অসহায় হয়ে পড়বে।

"এখন কি আক্রমণ করতে পারি আমরা?" সেনাধিনায়ককে জিজ্ঞেস করলেন প্রধান পুরোহিত।

"হ্যাঁ, পারি। তাতে অনেক লোক মারা পড়বে আমাদের, তবে শহর রক্ষা পাবে। অবশ্য জলদি সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের।"

"কিছুতেই তা করা চলবে না, গভর্নর। পঞ্চম পাহাড়ের দেবতারা আমাকে বলেছেন এখনও একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করার সময় আছে," বললেন এলিযাহ।

এমনকি ইসরায়েলি আর প্রধান পুরোহিতের আলাপ শোনার পরেও

BanglaBook.org

সায় দেওয়ার ভান করলেন গভর্নর। সিদন আর টায়ার ফিনিশিয়দের হাতে নাকি কানানীয়দের হাতে শাসিত হচ্ছে তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না; শহর তার পণ্যের কেনাবেচা চালিয়ে যেতে পারবে কিনা সেটাই আসল কথা।

"আমাদের হামলা করতেই হবে," জোর করলেন প্রধান পুরোহিত।

"আর একটা দিন," বললেন গভর্নর। "হতে পারে এমনিতেই সব মিটে যাবে।"

অসিরিয়দের হুমকি মোকাবিলার সেরা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে তাঁকে। দেয়ালের উপর থেকে নেমে রাজ প্রাসাদের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন তিনি, ইসরায়েলিকে বললেন তাঁর সাথে যেতে।

যাবার পথে চারপাশের লোকজনকে জরিপ করলেন তিনি: রাখালের দল পাল নিয়ে পাহাড়ে যাচ্ছে, ক্ষেতে চলেছে কৃষকরা, নিজেদের আর পরিবারের বেঁচে থাকার উপায় বের করে আনার প্রযাস পচ্ছে ঊষর মাটির বুক থেকে। বর্শা নিয়ে মহড়া করছে সৈনিকরা। কয়েক জন সদ্য আগত বণিক চত্বরে তাদের পণ্য সাজিয়ে বসেছে।

অবিশ্বাস্যভাবে অসিরিয়রা উপত্যকার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চলে যাওয়া রাস্তাটা বন্ধ করে দেয়নি। ব্যবসায়ীরা এখনও তাদের পণ্য নিয়ে আসা যাওয়া করছে, শহরকে তার প্রাপ্য পবিহন কর বুঝিয়ে দিচ্ছে।

"ওরা এমন শক্তিশালী একটা বাহিনী জড়ো করার পরেও রাস্তাটা বন্ধ করেনি কেন?" প্রশ্ন করলেন এলিযাহ।

"সিদন আর টায়ারে আসা পণ্য অসিরিয় রাজার প্রয়োজন," গভর্নর জবাব দিলেন। "বণিকদের হুমকি দেওয়া হলে ওরা রসদের সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। পরিণতি সামরিক পরাজয়ের চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। যুদ্ধ এড়ানোর একটা উপায় না থেকে পারে না।"

"হ্যাঁ," বললেন এলিযাহ। "ওদের পানির প্রযোজন হলে আমরা তা ওদের কাছে বিক্রি করতে পারি।"

কিছুই বললেন না গভর্নর। তবে তিনি বুঝতে পারছেন এই ইসরায়েলিকে যারা যুদ্ধ চায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাতে পারবেন। প্রধান পুরোহিত অসিরিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানোর চিন্তা অব্যহত রাখলে একমাত্র এলিযাহ তাঁর মোকাবিলা করতে পারবেন। আলোচনা করার জন্যে একসঙ্গে খানিকটা হাঁটার প্রস্তাব করলেন গভর্নর।

BanglaBook.org

****

দেয়ালের উপরেই রয়ে গেলেন প্রধান পুরোহিত, শত্রুদের দেখতে লাগলেন।

"হানাদারদের নিবৃত্ত করতে দেবতারা কী করতে পারেন?" সেনাধিনায়ক জানতে চাইলেন।

"পঞ্চম পাহাড়ে বলী দিয়েছি আমি। আরও সাহসী নেতা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছি ওদের কাছে।"

"জেযেবেলের মতোই কাজ করা উচিত ছিল আমাদের: পয়গম্বরদের নাশ করা। সাধারণ একজন ইসরায়েলি যাকে গতকাল মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাকেই আজ জনগণকে শান্তির পথে আনার কাজে লাগাচ্ছেন গভর্নর।"

পাহাড়ের দিকে তাকালেন সেনাধিনায়ক।

"আমরা এলিযাহকে খুন করাতে পারি। গভর্নরকে পদচ্যুত করার জন্যে যোদ্ধাদের কাজে লাগাতে পারি।"

"আমি এলিযাহকে হত্যার নির্দেশ দেব," জবাব দিলেন প্রধান পুরোহিত। "কিন্তু গভর্নরের বেলায় আমাদের কিছুই করার নেই: কয়েক প্রজন্ম ধরে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ক্ষমতায় আছেন। তাঁর দাদা ছিলেন আমাদের চিফটেইন, তিনি ছেলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে গেছেন, তিনি আবার দিয়েছেন তাঁর ছেলেকে।"

"কী কারণে প্রথা আরও দক্ষ কাউকে ক্ষমতায় আনা থেকে অমাদের বিরত রাখে?"

"প্রথার কাজ হল জগতকে শৃঙ্খলায় রাখা। আমরা এতে নাক গলালে খোদ জগতই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

চারপাশে তাকালেন প্রধান পুরোহিত। আকাশ, মাটি আর উপত্যকা সবই তার নির্ধারিত কাজ করছে। অনেক সময় জমিন কেঁপে ওঠে; অন্য সময়–যেমন এখন–বৃষ্টিহীন দীর্ঘ একটা পর্যায় চলতে থাকে। কিন্তু

BanglaBook.org

তারামণ্ডলী তাদের জায়গায় অটল রয়েছে; সূর্যটাও মানুষের মাথার উপর এসে পড়েনি। এর কারণ সেই প্লাবনের পর থেকে মানুষ জানতে পেরেছে সৃষ্টির বিধান পরিবর্তন অসম্ভব।

অতীতে কেবল পঞ্চম পাহাড়েরই অস্তিত্ব ছিল। মানুষ আর দেবতারা একসঙ্গে বাস করতেন। স্বর্গের উদ্যানে ঘুরে বেড়াতেন, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন, হাসতেন। কিন্তু মানুষ পাপ করে বসল, তাই দেবতারা তাদের বহিষ্কার করে দেন। ওদের পাঠানোর মতো কোনও জায়গা ছিল না বলে পাহাড়ের চারপাশে তাঁরা পৃথিবী সৃষ্টি করেন, যাতে তাঁরা ওদের ওপর কড়া নজর রাখতে পারেন, নিশ্চিত করতে পারেন যে চিরকাল তারা মনে রাখবে যে পঞ্চম পাহাড়ের বাসিন্দাদের চেয়ে ঢের নিম্নমানের একটা সমতলে তারা বাস করছে।

তবে দেবতাগণ ফিরে যাবার একটা পথ খোলা রাখার কথা ভুলে যাননি। মানুষ যত্নের সাথে পথ অনুসরণ করলে একদিন তারা আবার পাহাড়ের চূড়ায় ফিরে যেতে পারবে। এই কথা যাতে কেউ ভুলে না যায় তার দায়িত্ব তারা দিয়েছেন পুরোহিত আর শাসকদের। তাঁরা যাতে মানুষের মনে তা চির জাগরুক রাখেন।

সবাই একই বিশ্বাস পোষণ করে: দেবতাদের আশীর্বাদ পাওয়া পরিবারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। কেন এই পরিবাগুলোকে বেছে নেওয়া হয়েছিল এখন আর সেটা কেউ মনে করতে পারে না, তবে সবাই জানে তাদের সঙ্গে স্বর্গীয় পরিবারের সম্পর্ক আছে। শত শত বছর ধরে টিকে আছে আকবার, এর দেখাশোনার ভার সব সময়ই বর্তমান গভর্নরের পূর্বপুরুষের হাতে ছিল। বহুবার আক্রান্ত হয়েছে এই শহর, অত্যাচারী আর বর্বরদের দখলে চলে গেছে, কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারীরা হয় চলে গেছে না হয় বহিস্কৃত হয়েছে। পরে আবার আগের ব্যবস্থা বহাল হয়েছে। মানুষ আবার তাদের চিরচেনা পুরোনো স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে গেছে।

এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখাই পুরোহিতের দায়িত্ব: জগতের একটা নিয়তি আছে; সেটা একটা আইনে পরিচালিত হয়। দেবতাদের বোঝার চেষ্টা চালানোর সেই কাল গত হয়েছে। এখন তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো, তাদের ইচ্ছে মতো চলার সময়। তাঁরা খেয়ালী, অল্পেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

ফসল তোলার আচার না থাকলে পৃথিবী কোনও ফলই দিত না। বিশেষ কিছু বলীকে অবহেলা করা হলে শহর মারাত্মক সব রোগে আক্রান্ত

BanglaBook.org

হবে। আবহাওয়ার দেবতাকে ফের খেপিয়ে তোলা হলে তিনি মানুষ আর গমের উৎপাদন বন্ধ করে দেবেন।

"পঞ্চম পাহাড়ের দিকে তাকান," সেনাধিনায়ককে বললেন প্রধান পুরোহিত। "ওটার চূড়া থেকে দেবতাগণ উপত্যকাকে শাসন করেন, আমাদের রক্ষা করেন। আকবারের জন্যে তাঁদের রয়েছে চিরন্তন পরিকল্পনা। বিদেশীকে হত্যা করা হবে; একদিন আর গভর্নর থাকবেন না। তাঁর ছেলে তাঁর চেয়ে প্রাজ্ঞ হবেন। আজ আমারা যা দেখতে পচ্ছি তা ক্ষণস্থায়ী।"

"আমাদের একজন নতুন চিফটেইন প্রয়োজন," বললেন সেনাধিনায়ক। "গভর্নরের হাতে ক্ষমতা থাকলে আমরা ধংস হয়ে যাব।"

প্রধান পুরোহিত জনেন বিবলস বর্ণমালার পরিসমাপ্তি ঘটাতে এটাই দেবতাদের ইচ্ছা কিন্তু কিছু বললেন না। তিনি আরও একবার এই প্রমাণ পেয়ে সন্তুষ্ট যে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শাসকগণ সব সময় বিশ্বজগতের নিয়তি পূরণ করে থাকেন।

*

শহরের রাস্তা ধরে এগোনোর সময় গভর্নরকে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে নিজের পরিকল্পনার কথা বললেন এলিযাহ। তাঁকে তাঁর উপদেষ্টা করে দেওয়া হল। ওরা চত্বরে পৌঁছার পর আরও অসুস্থ লোক হাজির হল। কিন্তু তিনি বলে দিলেন পঞ্চম পাহাড়ের দেবতারা নিরাময়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। বিকেলের শেষ দিকে বিধবার বাড়ির দিকে ফিরতি পথ ধরলেন তিনি। রাস্তায় খেলছিল ছেলেটা। প্রভুর অলৌকিক ঘটনার একটা উপায়ে পরিণত হয়েছে বলে ধন্যবাদ জানালেন এলিযাহ।

সন্ধ্যার খাবার নিয়ে তাঁর অপেক্ষায় ছিল বিধবা। টেবিলের উপর একটা মদের বোতল দেখে অবাক হলেন তিনি।

"লোকে আপনাকে খুশি করার জন্যে উপহার নিয়ে এসেছে," বলল মহিলা। "আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।"

"কী অন্যায়?" অবাক হয়ে জানতে চাইলেন এলিযাহ। "বুঝতে পারছ না সবই ঈশ্বরের পরিকল্পটনারই অংশ?"

হাসল বিধবা, তার চোখজোড়া জ্বল-জ্বল করে উঠল। প্রথমবারের মতো এলিযাহ লক্ষ করলেন মহিলা বেশ সুন্দরী। বয়সে তাঁর চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড় হবে সে। কিন্তু ওই মুহূর্তে মহিলার জন্যে গভীর টান

BanglaBook.org

অনুভব করলেন তিনি। তিনি এধরনের আবেগের সাথে অভ্যস্ত নন বলে ভীত হয়ে পড়লেন। জেযেবেলের চোখজোড়ার কথা মনে পড়ল। আহাবের প্রাসাদ ছেড়ে আসার আগে ভাবা সেই কথাটাও মনে পড়ল–লেবাননের একজন মহিলাকে বিয়ে করার কথা ভেবেছিলেন তিনি।

"আমার জীবন অর্থহীন হলেও একটা ছেলে আছে আমার। এই গল্প সবার মনে থাকবে, কারণ সে মৃত্যুর রাজ্য থেকে ফিরে এসেছে," বলল মহিলা।

"তোমার জীবন অর্থহীন নয়। প্রভুর নির্দেশে আকবারে এসেছিলাম আমি। তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে। কোনও দিন তোমার ছেলের গল্পের কথা স্মরণ করা হলে, আমি নিশ্চিত তোমার কথাও মনে করা হবে।"

দুটো কাপ ভরে নিল মহিলা। অস্তগামী সূর্যের উদ্দেশে পান করলেন তাঁরা; পান করলেন আকাশের তারার উদ্দেশে।

"আমি চিনি না এমন এক ঈশ্বরের নিদর্শন অনুসরণ করে অনেক দূর দেশ থেকে এসেছেন আপনি, যিনি এখন আমার প্রভুতে পরিণত হয়েছেন। আমার ছেলেও অনেক দূর দেশ থেকে ফিরে এসেছে। নাতিপুতিদের বলার মতো দারুণ একটা গল্প পেয়েছে ও। পুরোহিতরা এই গল্প টিকিয়ে রাখবে আর অনাগত প্রজন্মের হাতে তুলে দেবে।"

পুরোহিতদের স্মৃতির মারফতই বিভিন্ন শহর তাদের অতীত, বিজয়, প্রাচীন দেবতা আর রক্তের বিনিময়ে যেসব যোদ্ধারা দেশকে রক্ষা করেছে তাদের কথা জানতে পারে। অতীতের কথা লিখে রাখার নতুন কোনও উপায় না থাকলেও আকবারের বাসিন্দাদের তাদের পুরোহিতদের স্মৃতিশক্তির উপর আস্থা আছে: যে কেউ যা ইচ্ছে লিখতে পারে, কিন্তু অস্তিত্ব ছিল না এমন কিছুর কথা মনে করতে পারবে না কেউ।

"আমার বলার মতো আছে কী?" এলিযাহর দ্রুত খালি করা পেয়ালাটা ভরে দিতে দিতে বলল মহিলা। "জেযেবেলের শক্তি বা সৌন্দর্যের কোনওটাই নেই আমার। আমার জীবন বাকি সবার মতোই: আমি একেবারে ছোট থাকতে বাবা-মা বিয়ে ঠিক করেছিল। বয়স হওয়ার পার থেকে গৃহস্থলী কাজ করেছি, পবিত্র দিনে পূজা দিয়েছি, স্বামী সব সময়ই নানা জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সে বেঁচে থাকতে আমরা কখনও জরুরি কোনও আলাপ করিনি। নিজের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকত ও। আমি ঘর দেখাশোনা করতাম। এভাবেই আমাদের জীবনের সেরা সময়টা কাটিয়ে দিয়েছি আমরা।

BanglaBook.org

"ও মারা যাবার পর দারিদ্র আর ছেলেটাকে বড় করে তোলা ছাড়া আমার জন্যে আর কিছুই ছিল না। বড় হয়ে ও-ও সাগর পাড়ি দেবে, তখন আর আমার জন্যে কারও কোনও মাথা ব্যথা থাকবে না। আমার ভেতর নিজের অর্থহীনতা ছাড়া ঘৃণা বা অসন্তোষ কোনওটাই বোধ করছি না।"

নিজের পেয়ালা ভরে নিলেন এলিযাহ। তাঁর হৃদয় ইতিমধ্যে সতর্ক সঙ্কেত দিতে শুরু করেছে। এই মহিলার সঙ্গ তাঁর ভালো লাগছে। বুকের দিকে আহাবের সৈনিকের তীর তাক করে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে ভালোবাসা ঢের ভীতিকর হতে পারে; তীরটা লাগলে তিনি মারা যেতে পারেতন–বাকিটা ঈশ্বরের হাতে। কিন্তু তিনি প্রেমে পড়লে পরিণতির দায়দায়িত্ব তাঁকে একাই বহন করতে হবে।

"জীবনে ভালোবাসা কামনা করেছি আমি," ভাবলেন তিনি। কিন্তু তারপরেও এখন যখন তাঁর সামনে ভালোবাসা এসে দাঁড়িয়েছে–কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই–তাঁর একমাত্র ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে ভুলে যওয়া।

চেরিসের তীরে নির্বসনে থাকার পর আকবারে প্রথম পা রাখার দিনে ফিরে গেল তাঁর মন। এত ক্লান্ত আর তৃষ্ণার্ত ছিলেন সেদিন যে চেতনা ফিরে পাবার সেই মুহূর্তটুকু ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারেন না। এই মহিলাকে তাঁর মুখে পানি তুলে দিতে দেখেছিলেন। মহিলার মুখের একদম কাছাকাছি ছিল তাঁর মুখ। সারা জীবনে কোনও নারীর এত কাছে কখনও আসেননি তিনি। লক্ষ করেছিলেন জেযেবেলের মতো সবুজ একজোড়া চোখ রয়েছে মহিলার, কিন্তু সেখানে ভিন্ন আভা খেলা করছিল। যেন সিডার গাছ দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। যে সাগরের কথা তিনি প্রায়ই ভেবেছেন, কিন্তু দেখেননি কখনও, আর–কী করে তা হতে পারে?–তার ঠিক আত্মাকেই দেখতে পেয়েছিলেন।

"কথাটা আমি তাকে বলতে চাই," ভাবলেন তিনি। 'জানি না কীভাবে বলতে হবে। এরচেয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার কথা বলা ঢের সহজ।'

আরেক চুমুক দিলেন এলিযাহ। বিধবা বুঝতে পরাছিল যে সে এমন কিছু বলেছে যাতে এলিযাহ অখুশি হয়েছেন। প্রসঙ্গ বদলনোর সিদ্ধান্ত নিল সে।

"আপনি পঞ্চম পাহাড়ে উঠেছিলেন?" জানতে চাইল।

মাথা দোলালেন এলিযাহ।

মহিলার জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওখানে তিনি কী দেখেছেন, কীভাবে

BanglaBook.org

স্বর্গীয় আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু এলিযাহকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি এব্যাপারে আলাপে অনীহ।

"আপনি একজন পয়গম্বর," ভাবল সে। "আমার মনের কথা পড়ে নিন।"

ইসরায়েলি তার জীবনে আসার পর থেকে সবকিছু বদলে গেছে। এখন এমনকি দারিদ্রও সহ্য করা সহজ হয়ে গেছে, কারণ বিদেশী এমন কিছু জাগিয়ে তুলেছেন এর আগে যা কখনও অনুভব করেনি সে: প্রেম। তার ছেলে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল, তিনি যাতে তার বাড়িতে থাকতে পারেন সেজন্যে গোটা মহল্লার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সে।

সে জানে আকাশের নিচের সকল বিষয়ের তুলনায় প্রভুর গুরুত্ব তাঁর কাছে অনেক বেশী। এও তার জানা আছে, এটা অসম্ভব একটা স্বপ্ন। কারণ তার সামনে বসে থাকা এই লোক যেকোনও সময় চলে যেতে পারেন, জেযেবলের রক্ত ঝরাতে পারেন এবং কী ঘটেছে জানানোর জন্যে আর কখওনই হয়ত ফিরে আসবেন না।

তারপরেও তাঁকে সে ভালোবেসে যাবে, কারণ জীবনে প্রথমবারের মতো মুক্তির স্বাদ পেয়েছে সে। তিনি যদি নাও জানেন তারপরেও তাঁকে সে ভালোবেসে যেতে পারবে; তাঁর কথা ভাবার জন্যে অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই; দিনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর কথা ভাবার জন্যে, তাঁর অপেক্ষায় থাকার জন্যে আর বিদেশীর বিরুদ্ধে লোকে যখন নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকবে তখন সেটা নিয়ে উদ্বেগে ভোগার জন্যে কোনও অনুমতি লাগবে না।

এটাই মুক্তি: মনে যা চায় তাই বোধ করা, অন্যদের মতামতের তোয়াক্কা না করা। নিজের বাড়িতে আগন্তুকের অবস্থান নিয়ে পড়শীদের সঙ্গে যুঝেছে সে; নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনওই দরকার নেই।

খানিকটা মদে চুমুক দিলেন এলিযাহ, ক্ষমা চেয়ে নিজের কামরায় চলে এলেন। মহিলা বাইরে এসে উঠোনে ছেলেকে হাঁটতে দেখে খুশি হল। একটু হাঁটবে, ভাবল সে।

মুক্ত সে, কারণ ভালোবাসা মুক্তি এনে দেয়।

*

দীর্ঘক্ষণ নিজের ঘরের দেয়ালের দিক তাকিয়ে রইলেন এলিযাহ। অবশেষে দেবদূতকে আহবান জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

BanglaBook.org

"আমার আত্মা বিপদাপন্ন," বললেন তিনি।

কিছুই বললেন না দেবদূত। কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন কিনা তা নিয়ে সংশয়ে পড়লেন এলিযাহ, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে: বিনা কারণে তাঁকে তিনি ডাকতে পারেন না।

"ওই মহিলার সঙ্গে যখন থাকি তখন ভালো লাগে না।"

"আসলে ঠিক উল্টো," জবাব দিলেন দেবদূত। "এবং সেটাই আপনাকে জ্বালাচ্ছে, কারণ আপনি তাকে ভালোবাসতে পারছেন না।"

লজ্জা বোধ করলেন এলিয়াহ, কারণ দেবদূত তাঁর মনের কথা পড়ে ফেলেছেন।

"ভালোবাসা বিপজ্জনক," বললেন তিনি।

"খুবই," জবাব দিলেন দেবদূত। "তো?"

সহসা উধাও হয়ে গেলেন তিনি।

এলিযাহর আত্মাকে উত্যক্ত করে চলা সন্দেহে ভুগছেন না দেবদূত। হ্যাঁ, তিনি জানেন ভালোবাসা কী, তিনি দেখেছেন ইসরায়েলের রাজা সিদনের রাজকন্যা জেযেবেল তাঁর হৃদয় জয় করে নেওয়ায় প্রভুকে ত্যাগ করেছেন। ট্র্যাডিশন বলে যে রাজা সোলোমন এক বিদেশী নারীর কারণে প্রায় সিংহাসন খোয়াতে বসেছিলেন। রাজা ডেভিড এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীর প্রেমে মজে যাওয়ার পর বন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ডিলায়লাহর করণে স্যামসনকে বন্দী করা হয়েছিল, তাঁর চোখ তুলে নিয়েছিল ফিলিস্তাইনরা।

ভালোবাসা কী সেটা না জানবেন কেমন করে? গোটা ইতিহাস করুণ ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাঁর যদি পবিত্র স্ক্রিপচার সম্পর্কে কোনও ধারণা না থাকত, নিজের বন্ধুবান্ধবদের নজীর রয়েছে তাঁর চোখের সামনে, বন্ধুদের বন্ধু, দীর্ঘ রাতের অপেক্ষা আর ভোগান্তিতে শেষ হয়েছে। স্ত্রী থাকলে প্রভু নির্দেশ দেওয়ার পর শহর ছেড়ে আসা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত। এতক্ষণে মারা পড়তেন।

"আমি খামোকা যুদ্ধ করছি," ভাবলেন তিনি। "এই যুদ্ধে ভালোবাসাই জিতবে। সারাজীবন তাকে ভালোবেসে যাব আমি। প্রভু, আমাকে আবার ইসরায়েলে পাঠিয়ে দিন যাতে এই মহিলাকে কখনও মনের ভাব খুলে বলতে না হয়, কারণ সে আমাকে ভালোবাসে না, আমাকে সে বলবে তার মন বীর স্বামীর লাশের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়েছে।"

BanglaBook.org

****

পরদিন আবার সেনাধিনায়কের সঙ্গে দেখা করলেন এলিযাহ, জানতে পারলেন আরও তাঁবু খাটানো হয়েছে।

"যোদ্ধাদের এখনকার মন্তব্য কি?" জানতে চাইলেন তিনি।

"জেযেবেলের শত্রুকে আমি কোনও তথ্য দিই না।"

"আমি গভর্নরের একজন পরামর্শক," জবাব দিলেন এলিযাহ। "গতকাল বিকেলে আমাকে তিনি সহকারী নিয়োগ দিয়েছেন। আপনি একথা জানেন। আপনি জবাব দিতে বাধ্য।"

বিদেশীর প্রাণ নাশ করার একটা তাগিদ অনুভব করলেন সেনাধিনায়ক।

"আমাদের প্রতিজনের বিরুদ্ধে অসিরিয়দের পক্ষে দুজন করে সৈনিক রয়েছে," অবশেষে জবাব দিলেন তিনি। এলিয়াহ জানেন, সফল হওয়ার জন্যে শত্রুপক্ষের আরও বড় বাহিনীর প্রয়োজন আছে।

"শান্তি আলোচনা শুরু করার আদর্শ সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা," বললেন তিনি। "ওরা বুঝতে পারবে যে আমরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছি; তখন আরও ভালো অবস্থায় পৌঁছে যাব। যেকোনও জেনারেলের জানা আছে যে কোনও শহর জয়ের জন্যে প্রতিপক্ষের একজন যোদ্ধার বিরুদ্ধে পাঁচজন করে যোদ্ধা লাগে।"

"আমরা এখনই আক্রমণ না চালালে সেই সংখ্যায় পৌঁছে যাবে ওরা।"

তাদের সমস্ত সরবরাহ লাইন সত্ত্বেও এতগুলো মানুষের জন্যে পানির ব্যবস্থা করতে পারবে না ওরা। আমাদের প্রতিনিধি দল পাঠানোর সময় আসবেই।"

"সেটা কখন?"

"আমরা অসিরিয়দের সংখ্যা আরও কিছু বাড়তে দেব। পরিস্থিতি যখন অসহনীয় হয়ে উঠবে, আক্রমণ করতে বাধ্য হবে ওরা। কিন্তু আমাদের একজনের বিরুদ্ধে তিন বা চার জন নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে হেরে যাবে সেটা ওদের জানা আছে। ঠিক এই সময় আমাদের প্রতিনিধি দল শান্তি, নিরাপদ প্রত্যাহার

BanglaBook.org

আর পানি বিক্রির প্রস্তাব রাখবে। এটাই গভর্নরের পরিকল্পনা।"

কিছু বললেন না সেনাধিনায়ক। বিদেশীকে বিদায় নিতে দিলেন তিনি। এমনকি এলিযাহ মারা গেলেও গভর্নর এই বুদ্ধিটার উপর জোর দিতে পারবেন। আপন মনে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি পরিস্থিতি সেদিকে বাঁক নিলে আগে গভর্নরকে হত্যা করে তারপর নিজে আত্মহত্যা করবেন, কারণ দেবতাদের ক্রোধ দেখার কোনও ইচ্ছাই তার নেই।

তারপরেও কোনওভাবেই আপন জাতিকে টাকার কাছে বেঈমানি করতে দেবেন না তিনি।

*

"হে প্রভু, আমাকে আবার ইসরায়েলের মাটিতে ফিরিয়ে নিন," রোজ বিকেলে উপত্যকায় হাঁটার সময় কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন এলিযাহ। "আমার মনকে আর আকবারে বন্দী হয়ে থাকতে দেবেন না।

বিধবার কথা মনে এলেই ছেলেবেলায় দেখা পয়গম্বরদের রীতি অনুসরণ করে চাবুক দিয়ে নিজেকে আঘাত করতে শুরু করলেন তিনি। পিঠটা দগদগে মাংসের একটা পিণ্ডে পরিণত হল, দুদিন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকে চললেন তিনি। যখন জেগে উঠলেন, সবার আগে মহিলার চেহারাই নজরে এল তাঁর। মলম আর জলপাই তেলে তাঁর জখমের পরিচর্যা করেছে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে অপারগ বলে সেই তাঁর খাবার এনে দিয়েছে।

*

সুস্থ হয়েই আবার উপত্যকায় হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন এলিয়াহ।

"হে প্রভু, আমাকে আবার ইসরায়েলের জমিনে ফিরিয়ে নিন," বললেন তিনি। "আমার মন আকবারে বন্দী হয়ে আছে, কিন্তু আমার শরীর পথ চলতে পারবে।"

দেবদূত দেখা দিলেন। প্রভুর দেবদূত নন ইনি, বরং যিনি তাঁর উপর খেয়াল রাখেন তিনি। যাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তিনি পরিচিত।

"যারা তাদের হৃদয়ের ঘৃণা দূর করার প্রার্থণা করে প্রভু তাদের কথা শোনেন। কিন্তু যারা ভালোবাসো ছেড়ে পালাতে চায় তাদের কথায় তিনি কান দেন না।"

*

রোজ রাতে একসঙ্গে রাতের খাবার খান তাঁরা। প্রভুর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পিপেতে

BanglaBook.org

যেমন খাবারের অভাব হয়নি, তেমনি ভাণ্ডের তেলেরও ঘাটতি দেখা দেয়নি।

খাওয়ার সময় সাধারণত কথা বলেন না তাঁরা। তবে এক রাতে ছেলেটা জানতে চাইল, "পয়গম্বর কাকে বলে?"

"এমন কেউ যিনি ছোটবেলার শোনা কণ্ঠস্বরই শুনতে থাকেন, তাতে বিশ্বাস করেন। এভাবে তিনি তাঁর দেবদূতের চিন্তাভাবনা জানতে পারেন।"

"হ্যাঁ, আমি জানি আপনি কীসের কথা বলছেন," বলল ছেলেটা। "আমার এমন বন্ধু আছে যাদের কেউ দেখতে পায় না।"

"ওদের কথা ভুলে যেয়ো না, যদিও বড়রা একে বোকামি বলবে। এভাবে তুমি সব সময় ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা জানতে পারবে।"

"আমি ব্যাবিলনের ভবিষ্যৎবক্তাদের মতো ভবিষ্যৎ দেখতে পাব," বলল ছেলেটা।

"পয়গম্বররা ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন না। তাঁরা কেবল বর্তমান মুহূর্তে প্রভু যা অনুপ্রাণিত করেন সেটাই সবাইকে জানান। সেজন্যেই এখানে আসা আমার, নিজের দেশে কবে ফিরে যেতে পারব জানি না। প্রয়োজনের আগে আমাকে তিনি তা বলবেন না।"

মহিলার দৃষ্টি বিষণ্ন হয়ে এল। হ্যাঁ, একদিন তিনি চলে যাবেন।

*

এখন আর প্রভুর কাছে কাঁদেন না এলিয়াহ। তিনি স্থির করেছেন যে আকবার ত্যাগের মুহূর্ত যখন আসবে তিনি বিধবা আর তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সময় হওয়ার আগে কিছুই বলবেন না।

হয়ত মহিলা যেতে রাজি হবে না। হয়ত এমনকি সে তাঁর অনুভূতিই টের পায়নি। কারণ তাঁর নিজেরই বুঝতে অনেক সময় লেগেছে। যদি সেটাই ঘটে, অনেক ভালো হবে। তিনি তবে জেযেবেলকে উৎখাত করে ইসরায়েলকে আবার গড়ে তেলার কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারবেন। তাঁর মন ভালোবাসার কথা ভাবতে পারবে না, অনেক বেশী ব্যস্ত থাকবে।

"প্রভু আমার রাখাল," রাজা ডেভিডের একটা প্রাচীন প্রার্থনার কথা মনে করে বললেন তিনি। "তিনি আমার আত্মাকে স্থাপন করেছেন। তিনি আমাকে নিথর পানির কাছে নিয়ে গেছেন।

"তিনি আমাকে জীবনের অর্থ ভুলে যেতে দেবেন না," নিজের বক্তব্যের সমাপ্তি টানলেন তিনি।

BanglaBook.org

*

একদিন বিকেলে তিনি অভ্যস্ত সময়ের চেয়ে আগে ঘরে ফিরে দেখলেন ঘরের দরজায় বসে আছে বিধবা।

"কী করছ তুমি?"

"আমার কিছুই করার নেই," জবাব দিল মহিলা।

"তাহলে একটা কিছু শেখ। এখন অনেকেই বেঁচে থাকার কথা ভুলে গেছে। তারা রাগে না, কাঁদে না; স্রেফ সময় কাটানোর অপেক্ষা করে। তারা জীবনের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেনি। তো জীবনও আর তাদের চ্যালেঞ্জ করে না। তুমিও সেই একই ঝুঁকির মুখে রয়েছ; প্রতিক্রিয়া দেখাও, জীবনের মুখোমুখি হও, তবে ভালোবাসা ভুলে যেয়ো না।"

"আপনি এখানে আসার পর থেকে আমার জীবন আবার অর্থ খুঁজে পাবার জন্যে শুরু হয়েছে," নিচের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

*

সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশের জন্যে এলিযাহর মনে হল তিনি এই মহিলার জন্যে হৃদয় উন্মুক্ত করে দিতে পারবেন। কিন্তু ঝুঁকি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। নিশ্চয়ই ভিন্ন কিছুর কথা বলছে সে।

"একটা কিছু শুরু কর," প্রসঙ্গ বদলে বললেন তিনি। "তাতে সময় শত্রু না হয়ে মিত্রে পরিণত হবে।"

"কিন্তু আমি কীই বা শিখতে পারব?"

এক মুহূর্ত ভাবলেন এলিযাহ।

"বিবলস লেখা। কোনও দিন বেড়াতে গেলে কাজে লাগবে।"

মহিলা এই কাজে দেহ-মন নিবেদন করার সিদ্ধান্ত নিল। আকবার ছেড়ে যাবার কথা কখনওই ভাবেনি সে। কিন্তু এলিযাহ যেভাবে কথা বলছেন, হয়ত তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কথা ভাবছেন তিনি।

আরও একবার নিজেকে মুক্ত মনে হল তার। আরও একবার সকালে জেগে উঠল সে; হাসি মুখে শহরের পথে হেঁটে বেড়াল।

BanglaBook.org

****

"এলিযাহ্ এখনও বেঁচে আছেন," দুই মাস পর প্রধান পুরোহিতকে বললেন সেনাধিনায়ক। "আপনি তাঁকে হত্যা করাতে পারেননি।"

"আকবারের এমন একটা কাজ করার মতো কোনও লোক নেই। ইসরায়েলি অসুস্থকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, বন্দীদের দেখতে গেছেন, ক্ষুধার্তকে খাইয়েছেন। যখন কারও পড়শীর সঙ্গে কোনও বিবাদের ফয়সালার প্রয়োজন পড়েছে, তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন, সবাই তাঁর বিচার মেনে নিয়েছে, কারণ তিনি ন্যায় বিচার করেছেন। গভর্নর লোকজনের ভেতর নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে তাঁকে কাজে লাগাচ্ছেন। কিন্তু সেটা কেউ লক্ষ করছে না।"

"বণিকদের যুদ্ধ করার কোনও ইচ্ছে নেই। গভর্নর যদি সবাইকে এটা বোঝাতে পারেন যে শান্তিই শ্রেয়, আমরা আর তাহলে অসিরিয়দের তাড়াতে পারব না। এলিযাহকে অবশ্যই অবিলম্বে হত্যা করতে হবে।" প্রধান পুরোহিত পঞ্চম পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন, বরাবরের মতো মেঘে ঢাকা ওটার চূড়া।

"দেবতারা তাঁদের দেশকে বিদেশী শক্তির হাতে অপদস্থ হতে দেবেন না। তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন। একটা কিছু ঘটবেই। আমরা সেই সুযোগ লুফে নিতে পারব।"

"কী ধরনের সুযোগ?"

"জানি না। তবে আমি লক্ষণ বোঝার জন্যে সতর্ক থাকব। অসিরিয়দের সম্পর্কে আর কোনও ফলপ্রসু তথ্য যোগাবেন না। জিজ্ঞেস করা হলে বলবেন হানাদার বাহিনীর অনুপাত এখনও চারে এক রয়ে গেছে। আর নিজের সেনাদলকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকুন।"

"কেন তা করতে যাব? ওরা পাঁচ এক অনুপাতে পৌঁছালে আমরা হেরে যাব।"

"না। আমরা সামান সমান একটা অবস্থায় পৌঁছে যাব। যুদ্ধ যখন শুরু হবে আপনি কোনও দুর্বল শত্রুর বিপক্ষে লড়াই করবেন না, সুতরাং তাদের

BanglaBook.org

দুর্বলকে অত্যাচার করে এমন অপবাদ দেয়া যাবে না। আকবারের বাহিনী একই রকম শক্তিশালী এক বাহিনীর মোকাবিলা করবে এবং যুদ্ধে জয়লাভ করবে–কারণ এর অধিনায়ক সঠিক কৌশল বেছে নিয়েছেন।"

অহমে খোঁচা লাগায় প্রস্তাবটা মেনে নিলেন সেনাধিনায়ক। এবং সেই মুহূর্ত থেকে গভর্নর আর তিনি এলিযাহর কাছে তথ্য চেপে যেতে শুরু করলেন।

BanglaBook.org

****

আরও দুই মাস পেরিয়ে গেল। একদিন সকালে অসিরিয় সোনাবাহিনী আকবারের রক্ষকদের অনুপাতে পৌঁছে গেল। এখন যেকোনও মুহূর্তে হামলা করতে পারে তারা।

কিছুদিন ধরেই এলিযাহর মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে সেনাধিনায়ক হয়ত শত্রু সংখ্যা সম্পর্কে মিথ্যা বলছেন, তারপরেও এটা তাঁর কাজে লাগতে পারে: অনুপাত একটা জটিল পর্যায়ে পৌঁছে গেলে শান্তিই যে একমাত্র সমাধান, একথা জনগণকে বোঝানো অনেক সহজ হয়ে যাবে।

চত্বরের প্রাসাদের দিকে যাবার সময় এসবই ভাবছিলেন তিনি। সপ্তাহে একবার শহরের বাসিন্দাদের বিবাদ মীমাংসার জন্যে ওখানে যান তিনি। সাধারণত সমস্যাগুলো মামুলি টাইপের হয়: পড়শীদের ভেতর ঝগড়া, বুড়োদের কর আদায়ে অনীহা, ব্যবসায়িক লেনদেনে প্রতারিত হয়েছে বলে ধারণা করা বণিকদের অভিযোগ।

গভর্নর ছিলেন সেখানে। এলিযাহর কাজকর্ম দেখতে সময়ে সময়ে উপস্থিত হওয়াটাই তাঁর রীতি। তাঁর প্রতি পয়গম্বরের খারাপ ধারণা সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে; তিনি জানতে পেরেছেন যে তিনি একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, সমস্যা দেখা দেওয়ার আগেই তার ফযসালা করতে উদগ্রীব; যদিও তিনি আধ্যাত্মিক পুরষ নন; মৃত্যুকে ভয় পান। বেশ কয়েকবার তিনি এলিযাহর সিদ্ধান্তে আইনের প্রয়োগের প্রতি সম্মতি দিয়েছেন। অন্যান্য সময়ে তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে ভিন্নমত পোষণ করার পর সময় পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেয়েছেন গভর্নরের সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল।

আকবার আধুনিক ফিনিশিয় শহরের মডেলে পরিণত হতে যাচ্ছে। গভর্নর একটি ন্যায্য কর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, শহরের পথঘাটের উন্নতি করেছেন, মালপত্রের আমদানির উপর ধার্য কর বুদ্ধিমানের মতো পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন করেছেন। একটা সময় এসেছিল যখন এলিযাহ তাঁকে মদ আর বিয়র

BanglaBook.org

নিষিদ্ধ ঘোষণা করাতে বলেছিলেন, কারণ তাঁকে যেসব সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্যে তলব করা হয় তার বেশীর ভাগই মাতাল লোকের আক্রমণের ফলে সৃষ্ট। গভর্নর তাঁকে বলেছেন কেবল এধরনের ঘটনা ঘটলেই কোনও শহরকে মহৎ ভাবা যায়। প্রথা অনুযায়ী দিনের কাজ শেষ করে পুরুষরা যখন আনন্দ-ফুর্তি করে তখন দেবতারা খুশি হন। তাঁরা মাতালদের রক্ষা করেন।

এছাড়া, এই এলাকায় বিশ্বের অন্যমত সেরা মদ উৎপাদিত হয়। অধিবাসীরাই মদ খাওয়া ছেড়ে দিলে বিদেশীরা সন্দিহান হয়ে উঠবে। এলিযাহ গভর্নরের সিদ্ধান্তে সম্মান দেখিয়েছেন। তিনি একমত হয়েছেন যে সুখী লোকেরা বেশী উৎপাদন করে।

"আপনার খুব বেশী কষ্ট করার প্রয়োজন নেই," এলিযাহ দিনের কাজ শুরু করার আগে তাঁকে বলেছেন গভর্নর। "একজন উপদেষ্টা গভর্নরকে কিছু মতামত দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন না।"

"দেশের কথা খুব মনে পড়ে আমার। দেশে ফিরে যেতে চাই আমি। যতক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকি ততক্ষণ মনে হয় একটা কাজে আসছি, আমি বিদেশী সেকথা আর মনে থাকে না," জবাব দিলেন তিনি।

"তার জন্যে ভালোবাসা সামলে রাখলেই ভালো করবে," আপনমনে ভাবলেন তিনি।

*

গণআদালত কী ঘটছে জানতে সদাব্যাস্ত একদল দর্শক জোটাতে সক্ষম হয়েছে। লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে। কেউ কেউ বয়স্ক–ক্ষেতে খামারে কাজ করার আর সাধ্য নেই তাদের। এরা এলিযাহর সিদ্ধান্তে উল্লাসের সাথে ঐকমত ঘোষণা করে কিংবা টিটকারী মারে; অন্যরা আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সারসরি সম্পর্কিত, হয় তারা শিকার বা ফলাফল থেকে ফায়দা লুটতে পারবে বলে মনে করেছে। নারী আর শিশুরাও আছে, কাজ নেই বলে সময় কাটাতে এসেছে এখানে।

সকালের মামলার কাজ শুরু করলেন তিনি: প্রথম মামলাটা এক রাখালকে নিয়ে। সে স্বপ্নে দেখেছে মিশরের পিরামিডের নিচে গুপ্তধন লুকানো আছে, এখন সে সেখানে যেতে চায়; তবে এটাও তার জানা আছে যে জায়গাটা অনেক দূর। প্রয়োজনীয় উপায় বের করা তার পক্ষে বেশ কঠিন হবে, বলল সে। কিন্তু স্বপ্নের দাম মেটাতে রাখালকে যদি তার ভেড়ার পাল বিক্রি করতে হয়, তাহলে নির্ঘাৎ

BanglaBook.org

যা খুঁজছে পেয়ে যাবে সে।

এরপর এল এক মহিলা। তার ইচ্ছে সে ইসরায়েলের জাদুশিল্প শিখবে। এলিযাহ বললেন তিনি শিক্ষক নন, স্রেফ একজন পয়গম্বর।

তিনি যখন এক কৃষক আরেক লোকের স্ত্রীকে অভিশাপ দেওয়ার একটা মামলার সহজ সমাধানের চেষ্টা করছিলেন একজন সৈনিক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে গভর্নরের উদ্দেশে বলল:

"টহলদাররা একজন গুপ্তচরকে আটক করেছে," দর-দর করে ঘামছে নবাগত। "এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে তাকে!"

জনতার ভিড়ে একটা কম্পন সৃষ্টি হল। এবারই প্রথম এমন একটা রায় দেখতে যাচ্ছে তারা।

"মৃত্যু!" চিৎকার করে উঠল কেউ একজন। "শত্রুর মৃত্যু চাই!"

সবাই চেঁচিয়ে সায় দিল। চোখের পলকে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল চত্বর। অন্য মামলাগুলো অনেক কষ্টে ফয়সালা করা হল। প্রতি মুহূর্তে কেউ না কেউ এলিযাহকে বাধা দিয়ে বিদেশীকে আনার জন্যে তাড়া দিচ্ছে।

"আমি এমন মামলার বিচার করতে পারব না," বললেন তিনি। "এটা আকবারের কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার।"

"অসিরিয়রা এখানে কী কারণে এসেছে?" বলল একজন। "ওরা কি জানে না যে আমরা অনেক প্রজন্ম ধরে শান্তিতে আছি?"

"ওরা আমাদের পানি চায় কেন?" চিৎকার করে উঠল আরেকজন। "কেন আমাদের শহরকে ভয় দেখাচ্ছে?"

অনেক মাস ধরে প্রকাশ্যে কেউই শত্রুর উপস্থিতি নিয়ে কথা বলার সাহস করে ওঠেনি। যদিও সবাইই দিগন্তে ক্রমশ বেড়ে ওঠা তাঁবুর সংখ্যা দেখতে পাচ্ছিল, যদিও বণিকেরা অবিলম্বে শান্তি আলোচনা শুরু করার প্রয়োজনের কথা বলছিল, আকবারের লোকজন বিশ্বাস করতে চায়নি যে তারা আগ্রাসনের হুমকির ভেতর বাস করছে। কোনও কোনও তুচ্ছ উপজাতীর দ্রুত দমন করা উৎপাত বাদ দিলে যুদ্ধের অস্তিত্ব রয়েছে কেবল পুরোহিতদের স্মৃতিতে। ঘোড়া আর পশুর মতো দেখতে দেবতাঅলা মিশর নামে এক জাতির কথা বলেন তাঁরা। কিন্তু সেসব অনেক আগের কথা; মিশর এখন আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও দেশ না। আর গাঢ় ত্বক এবং অদ্ভুত ভাষার সেই যোদ্ধারা নিজ দেশে ফিরে গেছে। এখন সিদন আর টায়ারের বাসিন্দারা সাগরে রাজত্ব করছে। সারা

BanglaBook.org

পৃথিবীতে এক নতুন সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটাচ্ছে। ওরা পরীক্ষিত যোদ্ধা হলেও এক নতুন যুদ্ধ কৌশল আবিষ্কার করেছে: বাণিজ্য।

"ওরা এমন অস্থির কেন?" এলিযাহকে জিজ্ঞেস করলেন গভর্নর।

"কারণ ওরা বুঝতে পারছে একটা কিছু বদলে গেছে। আমরা দুজনই জানি যে এই মুহূর্ত থেকে যেকোনও সময় হামলা করতে পারে অসিরিয়রা। আমরা দুজনই জানি যে সেনাধিনায়ক শত্রুর সংখ্যা সম্পর্কে মিথ্যা বলে আসছিলেন।"

"কিন্তু সেটা তার কাউকে বলার কোনও দরকারও ছিল না। কারণ তাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত।"

"বিপদের কথা যেকেউ বুঝতে পারে; তখন সে অদ্ভুত উপায়ে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। নিজেকে সে ভুল বোঝাতে চায়, কারণ সে নিজেকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার অযোগ্য মনে করে। এখন পর্যন্ত নিজেদের চোখ ঠাওড়ানোর চেষ্টা করে এসেছে ওরা। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন সত্যির মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয়।"

প্রধান পুরোহিত হাজির হলেন।

"চলুন প্রাসাদে গিয়ে আকবারের পরিষদের সভা আহ্বান করা যাক। সেনাধিনায়ক আসছেন।"

"ও কাজ করবেন না," নিচু কণ্ঠে গভর্নরকে বললেন এলিযাহ। "আপনার যা ইচ্ছে নেই সেটাই ওরা আপনার উপর চাপিয়ে দেবেন।"

"আমাদের যেতেই হবে," জোর করলেন প্রধান পুরোহিত। "একজন গুপ্তচরকে আটক করা হয়েছে। জরুরি ব্যবস্থা নিতেই হবে।"

"জনগণের সামনে বিচারের ব্যবস্থা করুন," বিড়বিড় করে বললেন এলিযাহ। "ওরা আপনাকে সাহায্য করবে, কারণ ওরা শান্তি চায়, যদিও যুদ্ধের কথা বলছে।"

"লোকটাকে এখানে নিয়ে এস!" নির্দেশ দিলেন গভর্নর। আনন্দে চিৎকার করে উঠল জনতা। প্রথমবারের মতো তারা পরিষদের সভা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে।

"আমরা তা করতে পারি না!" বললেন প্রধান পুরোহিত। "এটা বেশ জটিল একটা ব্যাপার। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে শান্ত পরিবেশ দরকার!"

কয়েকজন টিটকারী দিল; কয়েকজন প্রতিবাদ করল।

"ওকে এখানে নিয়ে এস," আবার বললেন গভর্নর। "এই চত্বরেই জনগণের সামনে তার বিচার হবে। আমরা একসঙ্গে আকবারকে সমৃদ্ধ শহর

BanglaBook.org

হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে কাজ করেছি। আমরা একসঙ্গেই আমাদের উপর যা কিছু হুমকি সৃষ্টি করছে তার বিচার করব।"

হাত তালি দিয়ে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হল। একদল সৈনিক রক্তাক্ত, অর্ধনগ্ন এক লোককে টেনে নিয়ে এল। এখানে আনার আগে নির্ঘাৎ বেধড়ক পেটানো হয়েছে তাকে।

সব আওয়াজ থেমে গেল। জনতার মাঝে প্রবল নীরবতা নেমে এল। চত্বরের আরেক কোণ থেকে শুয়োর আর বাচ্চাদের খেলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এখন।

"বন্দীর এই অবস্থা কেন করেছ?" চিৎকার করে উঠলেন গভর্নর।

"বাধা দিয়েছে," প্রহরীদের একজন জবাব দিল। "বলছে সে গুপ্তচর নয়। নাকি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে।"

গভর্নর তাঁর প্রাসাদ থেকে তিনটা চেয়ার নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। তাঁর ভৃত্য বিচারের জোব্বা নিয়ে এল, আকবারের কাউন্সিল সভা আহবান করা হলে এটা গায়ে চাপান তিনি।

*

গভর্নর আর প্রধান পুরোহিত আসন গ্রহণ করলেন। তৃতীয় চেয়ারটা সেনাধিনায়কের, এখনও এসে পৌঁছাননি তিনি।

"আমি আকবারের কাউন্সিলের সভা আহবান করছি। প্রবীনজনেরা সামনে আসুন।"

একদল বয়স্ক লোক চেয়ারগুলোর চারপাশে একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে এগিয়ে এলেন; এটা প্রবীনদের কাউন্সিল; বিগত দিনে তাঁদের মতামতকে মূল্য দেওয়া হত, সম্মান দেওয়া হত। আজকাল অবশ্য এই দলের ভূমিকা স্রেফ অলঙ্কারিক; শাসক যাই সিদ্ধান্ত দিন না কেন সেটাকে মেনে নেওয়ার জন্যেই উপস্থিত আছেন তারা।

পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা আর প্রাচীন কয়েকজন বীরের বন্দনার মতো কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষে বন্দীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন গভর্নর।

"আপনি কী চান?" জানতে চাইলেন তিনি।

জবাব দিলেন না বন্দী। তাঁর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, যেন তাঁরা সম মর্যাদার।

"আপনি কী চান?" আবার জানতে চাইলেন গভর্নর।

BanglaBook.org

তাঁর বাহু স্পর্শ করলেন প্রধান পুরোহিত।

"দোভাষী লাগবে। আমাদের ভাষা জানেন না তিনি।"

নির্দেশ দেওয়া হল। দোভাষীর কাজ করতে পারবে এমন একজন বণিকের খোঁজে বের হয়ে গেল এক সৈনিক। এলিযাহর আয়োজিত সভায় বণিকরা কখনও আসেনি; তারা বরাবর নিজেদের ব্যবসা দেখাশোনা আর মুনাফার হিসাব নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

ওরা অপেক্ষা করার ফাঁকে প্রধান পুরোহিত ফিসফিস করে বললেন, "ভয় পাওয়ার কারণে বন্দীকে মেরেছে ওরা। আমাকে এই বিচারটা করতে দিন, কোনও কথা বলবেন না: আতঙ্ক সবাইকে আক্রমণাত্মক করে তোলে। এখন আমাদের অবশ্যই কর্তৃত্ব দেখাতে হবে। আমরা যেন এই অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে না ফেলি।"

জবাব দিলেন না গভর্নর। তিনিও ভয় পেয়েছেন। দৃষ্টি দিয়ে এলিযাহকে খুঁজে বের করলেন তিনি। কিন্তু এলিযাহ যেখানে বসেছেন সেখান থেকে তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না।

একজন বণিক এল। জোর করে তাকে নিয়ে এসেছে প্রহরী। আদালত তার সময় নষ্ট করছে বলে অভিযোগ করল সে, তার অনেক কাজ সামাল দেওয়ার বাকি রয়ে গেছে। কিন্তু প্রধান পুরোহিত কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে তাকে চুপ করতে বললেন। বললেন সংলাপ তরজমা করার জন্যে।

"এখানে কী চান আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন গভর্নর।

"আমি গুপ্তচর নই," জবাব দিল লোকটা। "আমি সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল। আমি আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।"

এতক্ষণ পর্যন্ত একেবারেই নীরব ছিল দর্শক, এবার কথাগুলো তরজমা হওয়ামাত্রই চিৎকার জুড়ে দিল। তারা কথাটাকে মিথ্যা দাবী করে অবিলম্বে তার মৃত্যুদণ্ডের দাবী তুলল।

নীরবতার নির্দেশ দিলেন প্রধান পুরোহিত। তারপর বন্দীর দিকে ফিরলেন তিনি।

"কী নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আপনার?"

"বিজ্ঞ লোক বলে গভর্নরের খ্যাতি রয়েছে," বললেন অসিরিয়। "আমাদের এই শহর ধ্বংস করার কোনও ইচ্ছে নেই: আমাদের আগ্রহ সিদন আর টায়ারের প্রতি। কিন্তু আকবার পথে পড়েছে। এই উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা যুদ্ধ করতে গেলে অযথা সময় আর লোকক্ষয় হবে। আমি এসেছি একটা চুক্তির

BanglaBook.org

প্রস্তাব নিয়ে।"

"লোকটা সত্যি কথাই বলছে," ভাবলেন এলিযাহ। তিনি লক্ষ করলেন একদল সৈনিক তাঁকে ঘিরে রেখেছে, গভর্নর যেখানে বসেছেন সেখান থেকে নিজেদের আড়াল করে রেখেছে। "তিনি আমাদের মতোই ভাবেন। প্রভু একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন। শিগগিরই এই বিপজ্জনক অবস্থার অবসান ঘটাবেন।"

উঠে দাঁড়ালেন প্রধান পুরোহিত, লোকজনের উদ্দেশে চিৎকার করে বললেন, "দেখলে? ওরা আমাদের বিনা যুদ্ধে ধংস করতে চায়!"

"বলে যান," বন্দীকে বললেন গভর্নর।

কিন্তু প্রধান পুরোহিত ফের বাদ সাধলেন।

"আমাদের গভর্নর ভালো মানুষ, তিনি রক্তপাত দেখতে চান না। কিন্তু আমরা এক যুদ্ধ–অবস্থায় রয়েছি, আমাদের সামনের এই বন্দী একজন শত্রু!"

"ঠিক বলেছেন!" জনতা থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠল।

নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এলিযাহ। গভর্নর যেখানে সেখ ন্যায়বিচার করার প্রয়াস পাচ্ছেন সেখানে প্রধান পুরোহিত জনগণকে নিয়ে খেলছেন। তিনি আরও কাছে যাবার প্রয়াস পেলেন, কিন্তু তাঁকে ঠেলে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল। সৈনিকদের একজন তাঁর হাত ধরে রাখল।

"এখানেই থাকুন। হাজার হোক, এটা আপনারই বুদ্ধি।"

পেছনে তাঁকালেন তিনি। সেনাধিনায়ক কথা বলেছেন। হাসছেন তিনি।

"কোনও প্রস্তাবে কান দেওয়া চলবে না আমাদের," বলে চললেন প্রধান পুরোহিত, তাঁর কথা আর অঙ্গভঙ্গিতে আবেগ ফুটে উঠেছে। "আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমরা যে ভয় পেয়েছি সেটাই বোঝানো হবে। কিন্তু আকবারের লোকজন সাহসী; যেকোনও আক্রমণ ঠেকানোর উপায় তাদের জানা আছে।"

"বন্দী শান্তি অন্বেষী একজন মানুষ," জনতার উদ্দেশে বললেন গভর্নর।

কেউ একজন বলল, "বণিকরা শান্তি চায়, পুরোহিতরা শান্তি চান, গভর্নর শান্তি স্থাপন করেন; কিন্তু একজন সৈনিক কেবল একটা জিনিসই চায়–যুদ্ধ"

"তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে আমরা বিনা যুদ্ধেই ইসরায়েলের ধর্মীয় হুমকি মোকাবিলা করতে পারব?" গর্জে উঠলেন গভর্নর। "আমরা সেনাবাহিনী বা নৌবাহিনী কোনওটাই না, জেযেবেলকে পাঠিযেছি। এখন ওরা বাআলের পূজা করছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের একটা লোককেও প্রাণ দিতে হয়নি।"

"ওরা সুন্দরী কোনও মেয়েকে পঠায়নি, পাঠিয়েছে যোদ্ধাদের!" আরও

BanglaBook.org

জোরে চিৎকার করলেন প্রধান পুরোহিত।

জনতা অসিরিয়র মৃত্যু দাবী করছে। প্রধান পুরোহিতের হাত চেপে ধরলেন গভর্নর।

"বসুন," বললেন তিনি। "অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন আপনি।"

"প্রকাশ্যে বিচারের ধারণাটা আপনার ছিল। কিংবা ইসরায়েলের বেঈমানের, যিনি আকবারের কাজকর্মের নির্দেশনা দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।"

"পরে তাঁর সঙ্গে ফয়সালা করব আমি। এখন এই অসিরিয় কী চায় সেটা জানতে হবে। বহু প্রজন্ম ধরে শক্তি বলে লোকে তাদের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করেছে। নিজেদের ইচ্ছার কথা বলেছে তারা, কিন্তু লোকের মনের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায়নি। সেইসব সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের জাতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, কারণ তারা শুনতে শিখেছে। এভাবেই আমরা বাণিজ্যকে বাড়িয়ে তুলেছি–অন্য লোক কী চায় শুনেছি, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যতদূর সম্ভব করেছি। তার ফল হয়েছে মুনাফা।"

মাথা দোলালেন প্রধান পুরোহিত।

"আপনার কথা জ্ঞানগর্ভ বলে মনে হচ্ছে। এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। আপনি যদি বিপদের কথা বলে থাকেন, আপনাকে ভুল প্রমাণ করা একেবারেই সহজ হবে। কিন্তু এইমাত্র যা বলেছেন, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ফাঁদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি।"

সামনের দিকে যারা ছিল তারা এই বিতর্ক শুনতে পেল। এই মুহূর্ত পর্যন্ত গভর্নর সব সময়েই কাউন্সিলের পরামর্শ চেয়েছেন। আর আকবারেরও বেশ ভালো সুনাম ছিল। এই শহর কীভাবে পরিচালিত হয় দেখার জন্যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল সিদন আর টায়ার। এমনকি সম্রাটের কানেও এই শহরের নাম পৌঁছে গেছে। ভাগ্য ভালো হলে গভর্নর হয়ত রাজকীয় দরবারের একজন মন্ত্রী হয়ে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে পারবেন।

আজ তাঁর কর্তৃত্বকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। একটা সিদ্ধান্তে না পৌঁছালে জনগণের সম্মান খোয়াবেন তিনি–এরপর আর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্য থাকবেন না। কারণ কেউই তাঁকে আর মানবে না।

"বলে যান," বন্দীকে বললেন তিনি। প্রধান পুরোহিতের অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করলেন তিনি, দোভাষীকে তাঁর প্রশ্ন তরজমা করার আদেশ দিলেন।

"আমি এসেছিলাম একটা চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে," বললেন অসিরিয়। "আমাদের যেতে দিন, আমরা তাহলে সিদন আর টায়ারের উদ্দেশে আগে

BanglaBook.org

বাড়ব। ওই শহরগুলো জয় করার পর–নিশ্চিতভাবেই জিতব আমরা, কারণ ওদের অনেক সৈনিক এখন জাহাজে রয়েছে, ব্যবসার কাজে ব্যস্ত–আমরা আকবারের প্রতি উদারতা দেখাব। আপনাকে গভর্নর পদে রেখে দেব।"

"দেখলেন?" বলে উঠলেন প্রধান পুরোহিত। আবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি। "ওরা ভাবছে আমাদের গভর্নর ক্ষমতার জন্যে আকবার ছেড়ে দেবে!"

রাগে গজরাতে শুরু করল জনতা। এই অর্ধনগ্ন আহত যোদ্ধা শর্ত নির্ধারণ করতে চাইছে! একজন পরাস্ত লোক কিনা শহরের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব রাখছে! কয়েকজন লোক তাকে আক্রমণ করার জন্যে তেড়ে এল। অনেক কষ্টে প্রহরীরা অবস্থা সামাল দিল।

"দাঁড়াও!" বললেন গভর্নর, শোরগোল ছাপিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছেন। "আমাদের সামনে এ একজন অসহায় লোক, আমাদের ভয় দেখানোর মতো কিছুই করা উপায় নেই তার। আমরা জানি আমাদের শত্রুর প্রস্তুতি অনেক ভালো। জানি, আমাদের যোদ্ধারা সাহসী। এটা কারও কাছে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলে যুদ্ধে অবশ্যই জিতব, কিন্তু ক্ষতিটা হবে অপরিমেয়।"

চোখ বন্ধ করলেন এলিয়াহ, মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন গভর্নর যেন জনতাকে বোঝতে সক্ষম হন।

"আমাদের পূর্বসুরিরা মিশরিয় সাম্রাজ্যের গল্প বলেছেন, এখন আর তার অস্তিত্ব নেই," বলে চললেন তিনি। "এখন আবার আমরা স্বর্ণযুগে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের বাবা, তাদের বাবারা শান্তিতে বাস করে গেছেন। আমরা কেন সেই ঐতিহ্য ভঙ্গ করতে যাব? আধুনিক যুদ্ধ চলে ব্যবসা-বাণিজ্য দিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে নয়।"

আস্তে আস্তে জনতা নীরব হয়ে এল। গভর্নর সফল হতে চলেছেন!

গোলমাল পুরোপুরি মিইয়ে যাবার পর অসিরিয়র দিকে ফিরলেন তিনি।

"আপনার প্রস্তাব যথেষ্ট নয়। আমাদের জমিনের উপর দিয়ে যেতে হলে বণিকদের মতোই কর দিতে হবে।"

"বিশ্বাস করুন, গভর্নর: আকবারের সামনে কোনও বিকল্প নেই," জবাব দিলেন বন্দী। "এই দেশকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার আর প্রত্যেকটা লোককে মারার মতো যথেষ্ট লোকবল আছে আমাদের। আপনারা দীর্ঘদিন শান্তি তে বাস করছেন বলে যুদ্ধের কায়দাকানুন ভুলে গেছেন। আর আমরা সারা দুনিয়া জয় করে চলেছি।"

BanglaBook.org

আবার গুনগুন শুরু হল জনতার সাঝে। এলিযাহ ভাবলেন, "এখন তাঁর সিদ্ধান্তহীনতা দেখানো চলবে না।" কিন্তু অসিরিয় বন্দীর সঙ্গে সামাল দেওয়া কঠিন। এমনকি বন্দী হয়েও শর্ত আরোপ করছেন তিনি। প্রতিমুহূর্তে আরও লোক এসে জমায়েত হচ্ছে। এলিযাহ লক্ষ করলেন ঘটনাপ্রবাহে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা দর্শকসারিতে যোগ দিতে গদি ছেড়ে এখানে হাজির হয়েছে। বিচার এক বিপজ্জনক তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। এখন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো থেকে পিছিয়ে যাবার কোনও উপায় নেই: সেটা আলোচনাই হোক বা মৃত্যুদণ্ডই হোক।

*

দর্শকরা পক্ষ বেছে নিতে শুরু করল; কেউ কেউ শান্তির পক্ষে কথা বলছে, অন্যরা চাইছে আকবার রুখে দাঁড়াক। প্রধান পুরোহিতের কানে কানে কথা বললেন গভর্নর। "এই লোকটা প্রকাশ্যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আপনিও তাই।"

তাঁর দিকে তাকালেন প্রধান পুরোহিত। তারপর কেউ যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে বললেন যেন তিনি অসিরিয়কে অবিলম্বে মৃত্যুদণ্ড দেন।

"আমি অনুরোধ করছি না, দাবী জানাচ্ছি। আমিই আপনাকে ক্ষমতায় রেখেছি, আমার ইচ্ছে মতো যেকোনও পরিণতি ডেকে আনতে পারি, বুঝতে পেরেছেন? শাসক পরিবারকে উৎখাত করতে হলে দেবতাদের রোষ দূর করার উৎসর্গ জানা আছে আমার। এটাই প্রথমবার হবে না। এমনকি মিশরেও একটা সাম্রাজ্য হাজার বছর টিকে ছিল, সেখানেও বংশধারাকে প্রতিস্থাপিত করার নজীর আছে। কিন্তু তারপরেও মহাবিশ্ব তার নিয়মেই চলেছে। স্বর্গ মাথার উপর ভেঙে পড়েনি।"

ফ্যাকাশে হয়ে গেল গভর্নরের চেহারা।

"জনতার মাঝে রয়েছেন সেনাধিনায়ক, কয়েকজন সৈনিক রয়েছে তার সঙ্গে। আপনি এই লোকের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে জেদ করলে আমি সবাইকে বলব দেবতারা আপনাকে ত্যাগ করেছেন। তখন আপনাকে গদিচ্যুত করা হবে। এবার বিচারের কাজ চালিয়ে যান। আমি যা বলি ঠিক তাই করতে হবে আপনাকে।"

এলিযাহ চোখের সামনে থাকলে নিস্তারের একটা পথ খুঁজে পেতেন গভর্নর: ইসরায়েলি পয়গম্বরকে পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের দেখার কথা বলতে অনুরোধ করতেন। বিধবার ছেলের পুনরুজ্জীবন লাভের ঘটনা পুনরাবৃত্তি করতে বলতেন। এটা হত এলিযাহর বক্তব্য–যিনি এরই মধ্যে একটা অলৌকিক ঘটনা

BanglaBook.org

ঘটাতে পেরেছেন–এমন এক লোকের কথার বিরুদ্ধে যিনি কখনওই কোনও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা দেখাতে পারেন নি।

কিন্তু এলিযাহ তাঁকে ছেড়ে গেছেন। তার সামনে আর কোনও উপায় নেই। যাই হোক না কেন, এ তো কেবলই এক বন্দী। দুনিয়ার কোনও সেনাবাহিনীই একজন নিখোঁজ সৈনিকের জন্যে যুদ্ধ বাধায় না।

"আপাতত আপনি জিতে গেলেন," প্রধান পুরোহিতকে বললেন তিনি। একদিন এর বিনিময়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন।

মাথা দোলালেন প্রধান পুরোহিত। সঙ্গে সঙ্গে রায় ঘোষিত হল।

"আকবারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না কেউ," বললেন গভর্নর। "শহরবাসীর অনুমতি ছাড়া এখানে ঢোকারও অধিকার নেই কারও। আপনি সেটাই করার চেষ্টা করেছেন, আপনাকে তাই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।"

এলিয়াহ তাঁর অবস্থান থেকে মাথা নিচু করলেন। হাসলেন সেনাধিনায়ক।

BanglaBook.org

****

ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকা একটা মিছিলের সামনে রেখে বন্দীকে দেয়ালের পাশের একটা জায়গায় নিয়ে আসা হল। এখানে তার বাকি কাপড়চোপড়ও ছিঁড়ে ফেলা হল। একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেলেন তিনি। সৈনিকদের একজন তাকে কাছের নির্ধারিত একটা গহবরের দিকে ঠেলে দিল। গর্তটার চারপাশে জড়ো হল লোকজন। ভালো করে দেখার জন্যে পরস্পরকে ধাক্কা মারছে।

"একজন সৈনিক গর্বের সঙ্গে উর্দি পরে, শত্রুর চোখে নিজেকে দৃশ্যমান করে তোলে, কারণ তার সাহস আছে। গুপ্তচর মেয়েদের মতো পোশাক পরে, কারণ সে ভীতু," চিৎকার করে বললেন গভর্নর, যাতে সবাই শুনতে পায়। "আমি তাই আপনাকে সাহসীর মর্যাদা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই জীবন ত্যাগ করার সাজা দিচ্ছি।"

জনতা বন্দীর উদ্দেশে টিটকারি মারল। গভর্নরের তারিফ করল তারা।

কী যেন বললেন বন্দী, কিন্তু এখন আর কাছে পিঠে নেই দোভাষী, কেউ তাঁর কথা বুঝতে পারল না।

এলিযাহ ভীড় ঠেলে গভর্নরের কাছে যেতে পারলেন–কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি যখন তাঁর জোব্বা স্পর্শ করলেন, তাঁকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল।

"দোষটা আপনার। আপনিই প্রকাশ্য বিচারের কথা বলেছিলেন।"

"দোষটা আপনার," জবাব দিলেন এলিযাহ। "এমনকি আকবারের কাউন্সিল গোপনে মিলিত হলেও প্রধান পুরোহিত আর সেনাধিনায়ক তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতেন। গোটা প্রক্রিয়াটা চলার সময় আমাকে সেনাধিনায়কের সৈনিকরা ঘেরাও করে রেখেছিল। সবকিছু পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন তাঁরা।"

রেওয়াজ অনুযায়ী প্রধান পুরোহিতেরই অত্যাচারের সময়কাল নির্ধারণ করার কথা। তিনি হাঁটু গেড়ে বসে একটা পাথর তুলে নিয়ে গভর্নরের হাতে দিলেন। এটা দ্রুত মৃত্যু নিশ্চিত করার মতো বড় আকারের পাথর নয়, আবার

BanglaBook.org

ভোগান্তিকে দীর্ঘায়িত করার মতো ছোটও নয়।

"প্রথমে আপনি।"

"আমাকে একাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে," নিচু গলায় বললেন গভর্নর, যাতে কেবল প্রধান পুরোহিতই শুনতে পান। "কিন্তু আমি জানি এটা ভুল পথ।"

"এত বছর ধরে আপনি আমাকে কঠিন অবস্থান নিতে বাধ্য করেছেন, আর নিজে জনতাকে খুশি করা সেইসব সিদ্ধান্তের ফল ভোগ করেছেন," নিচু গলায় জবাব দিলেন প্রধান পুরোহিত। "আমাকে সন্দেহ আর অপরাধের মোকাবিলা করতে হয়েছে। নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়েছে, সম্ভাব্য ভুলের ভূতের তাড়া খেয়েছি। আমি সাহস হারাইনি বলেই আকবার আজ গোটা বিশ্বে ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছে।"

নির্বাচিত আকারের পাথরের খোঁজ করতে লেগে গেল লোকজন। কিছুক্ষণের জন্যে কেবল নুড়ি পাথরের ঠোকাঠুকির শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। প্রধান পুরোহিত আবার বললেন, "হতে পারে এই লোকটাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে গিয়ে আমি ভুল করেছি। কিন্তু আমাদের দেশের সম্মানের দিক থেকে বলতে পারি আমরা বেঈমান নই।"

*

গভর্নর হাত উঁচু করে প্রথম পাথরটা ছুঁড়ে মারলেন। বন্দী সেটাকে বাউলি কেটে সরে গেলেন। অবশ্য তার পরপরই জনতা দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে শুরু করল।

বন্দি হাত দিয়ে মুখ বাঁচানোর প্রয়াস পেলেন। পাথরগুলো তার বুকে, পিঠে, পেটে আঘাত করতে লাগল। গভর্নর বিদায় নেওয়ার উপক্রম করলেন। আগেও এসব বহুবার দেখেছেন তিনি, জানেন মৃত্যু হবে ধীর এবং বেদনাদায়ক, লোকটার চেহারা, হাড়, মাংস, রক্ত আর চুলের একটা মণ্ডে পরিণত হবে, লোকজন লোকটার দেহ থেকে প্রাণ চলে যাবার পরেও পাথর ছুঁড়ে চলবে।

কয়েক মিনিটের ভেতর বন্দী আত্মরক্ষার প্রয়াসে ক্ষান্ত দেবেন; জীবনে ভালো কাজ করে থাকলে দেবতারা একটা পাথরকে তার খুলির সামনে লাগানোর ব্যবস্থা করবেন, তাতে অচেতন হয়ে পড়বেন তিনি। যদি তা না হয়, যদি জীবনে মারাত্মক পাপ করে থাকেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচেতন থাকবেন তিনি।

BanglaBook.org

জনতা চিৎকার করে উঠল, ক্রমবর্ধমান হিংস্রতার সাথে পাথর ছুঁড়ছে তারা। সাজাপ্রাপ্ত লোকটা নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হঠাৎ হাত নামিয়ে নিয়ে এমন এক ভাষায় কথা বলে উঠলেন তিনি যা সবাই বুঝতে পারল। ভয় পেয়ে জনতা পাথর ছাড়ায় বিরতি দিল।

"অসিরিয়া দীর্ঘজীবী হোক!" চিৎকার করে উঠলেন বন্দি। "এই মুহূর্তে আমি আমার জাতির ভাবমূর্তি দেখতে পাচ্ছি। আর খুশির সাথে মারা যাচ্ছি, কারণ আমি একজন জেনারেল হিসাবে মারা যাচ্ছি যে নিজের যোদ্ধাদের প্রাণ বাঁচানোর প্রয়াস পেয়েছে। আমি দেবতাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি। আমি সন্তুষ্ট যে এই দেশ আমরা জিতে নেব।"

"দেখলেন?' বললেন প্রধান পুরোহিত। "বিচারের সময় বলা প্রত্যেকটা কথাই সে বুঝতে পেরেছিল!"

সায় দিলেন গভর্নর। লোকটা ওদের ভাষায় কথা বলছেন। এবার তিনি আকবারের কাউন্সিলের দ্বিধাবিভক্তির কথা বুঝতে পারলেন।

"আমি নরকে যাচ্ছি না, কারণ আমার দেশের ছবি আমাকে মর্যাদা আর সম্মান দিচ্ছে! দেশের ছবি আনন্দ নিয়ে আসছে! অসিরিয়া দীর্ঘজীবী হোক!" আরও একবার চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

বিস্ময় সামাল দিয়ে আবার পাথর ছুঁড়তে শুরু করল লোকজন। দুপাশে হাত নামিয়ে রাখলেন বন্দী। এখন আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন না। সাহসী যোদ্ধা তিনি। কয়েক সেকেন্ড পরে দেবতাদের করুণা প্রকাশ পেল। কপালে লাগল একটা পাথর, বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

"এবার আমরা যেতে পারি," বললেন প্রধান পুরোহিত। "আকবারের লোকজন বাকি ব্যবস্থা করবে।"

*

বিধবার বাড়িতে ফিরে গেলেন না এলিযাহ। মরুভূমিতে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। ঠিক জানেন না কোথায় যেতে চাইছেন।

"প্রভু কিছুই করেননি," গাছ আর পাথরকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি। "কিন্তু একটা কিছু করতে পারতেন।"

নিজের সিদ্ধান্তের জন্যে দুঃখ বোধ করছেন তিনি। আরও একজন লোকের প্রাণহানির জন্যে দায়ী করলেন নিজেকে। তিনি আকবারের কাউন্সিলের গোপনে মিলিত হওয়ার কথা মেনে নিলে গভর্নর তাকে সঙ্গে নিতে পারতেন। তাহলে প্রধান পুরোহিত আর সেনাধিনায়কের বিরুদ্ধে দুজন হতেন

BanglaBook.org

তাঁরা। কম হলেও প্রকাশ্য বিচারের চেয়ে অনেক বেশী থাকত ওদের জেতার সম্ভাবনা।

সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে তিনি জনতার উদ্দেশে প্রধান পুরোহিতের ভাষণ দেওয়ার কৌশলে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর বক্তব্যের সাথে একমত হতে না পারলেও এটা মানতে বাধ্য হয়েছেন, এই লোকের নেতৃত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি রয়েছে। যা দেখেছেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবেন তিনি। কারণ একদিন ইসরায়েলে তাঁকে রাজা আর সিদনের রাজকুমারীর মোকাবিলা করতে হবে।

পাহাড়সারি, শহর, দূরে অসিরিয় শিবিরের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাতে তাকাতে হাঁটতে লাগলেন তিনি। এই উপত্যকায় একটা বিন্দু মাত্র তিনি। চারপাশে এক বিশাল জগত ছড়িয়ে আছে। এত বিশাল এক জগত যে সারা জীবনও যদি ঘুরে বেড়ান, তাহলেও এর শেষ দেখতে পাবেন না। তাঁর বন্ধু, শত্রু, হয়ত তাদের আবাস এই জগতকে তাঁর চেয়ে অনেক ভালো বুঝতে পারে, হয়ত দূরের দেশে গিয়ে থাকতে পারে, অজানা সাগরে পাল তুলতে পারে, বিনা অপরাধবোধে নারীকে ভালোবাসতে পারে। কিন্তু তাদের কেউই ছেলেবেলার দেবদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়নি, প্রভুর জন্যে সংগ্রামে নিজেদের নিবেদিত করেনি। তারা তাদের জীবন যাপন করে গেছে, এভাবেই তারা খুশি ছিল।

তিনিও আর সবার মতোই একজন মানুষ ছিলেন, এই মুহূর্তে উপত্যকার ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় সবকিছু ছাড়িয়ে মনে মনে ভাবছেন প্রভু বা তাঁর দেবদূতের কণ্ঠস্বর যদি কখনওই না শুনতে হত।

কিন্তু জীবন কারও ইচ্ছায় নির্মিত হয় না বরং তা প্রতিটি মানুষের কাজের ভিত্তিতে স্থির হয়। তাঁর মনে পড়ে গেল অতীতে বেশ কয়েকবার নিজের মিশন ত্যাগ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু এখনও সেখানেই রয়ে গেছেন, সেই উপত্যকার মাঝখানে, কারণ প্রভু এটাই চেয়েছেন।

"আমি স্রেফ একজন কাঠমিস্ত্রিই হতে পারতাম, হে প্রভু, তারপরেও আপনার কাজে লাগতে পারতাম।"

কিন্তু এলিয়াহ দাঁড়িয়ে আছেন এখানে, তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন। নিজের মাঝে আসন্ন যুদ্ধের ভার বহন করছেন তিনি, জেযেবেলের পয়গম্বরদের নাশকারী হত্যাযজ্ঞ, অসিরিয় জেনারেলকে পাথর ছুঁড়ে মারা, আর আকবারে এক নারীকে ভালোবাসার ভয় বয়ে চলছেন তিনি। প্রভু তাঁকে এক উপহার দিয়েছেন, কিন্তু তিনি জানেন না সেটা দিয়ে তিনি কী করবেন।

BanglaBook.org

উপত্যকার মাঝখানে একটা আলো দেখা গেল। গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল নন। এখন যার কথা শুনতে পান, কিন্তু তেমন একটা দেখেন না। ইনি প্রভুর দেবদূত, তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন।

"এখানে আর কিছুই করার নেই আমার," বললেন এলিযাহ। "কখন ইসরায়েলে ফিরে যেতে পারব?"

"যখন আপনি পুনর্নির্মাণ করতে শিখবেন," জবাব দিলেন দেবদূত। "কিন্তু ঈশ্বর মোজেসকে যুদ্ধের আগে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন মনে রাখবেন। প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাজে লাগাবেন যাতে পরে আপনাকে আর অনুশোচনা করতে না হয়, তারুণ্য হারানোর জন্যে বিলাপ করবেন না। প্রত্যেক বয়সের মানুষের জন্যে প্রভু সন্দেহ আরোপ করেন।"

BanglaBook.org

****

মোজেসেরর সঙ্গে কথা বলেছেন প্রভুঃ

"হে ইস্রায়েল, শুন, তোমরা অদ্য তোমাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিকটে যাইতেছ; তোমাদের হৃদয় দুর্বল না হউক; ভয় করিও না, কম্পমান হইও না, বা উহাদের হইতে মহা ভয়ে ভীত হইও না। আর কে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রথম ফল ভোগ করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার প্রথম ফল ভোগ করে, এই জন্য সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। আর বাগদান হইলেও কে বিবাই করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক সেই কন্যাকে গ্রহণ করে, এই জন্য যে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক।"

BanglaBook.org

****

কিছুক্ষণ হাঁটলেন এলিযাহ, কী শুনেছেন বোঝার চেষ্টা করছেন। আকবারে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হওয়ার সময় দেখলেন তাঁর ভালোবাসার নারীটি একটা পাথরের উপর বসে পঞ্চম পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্ব।

"এখানে ও কী করছে? রায়ের খবর, মৃত্যুদণ্ডের কথা কি জানে, আমরা যে ঝুঁকির ভেতর রয়েছি জানে সেকথা?"

এখনই সাবধান করে দিতে হবে। মহিলার দিকে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে হাত নাড়ল মহিলা। এলিযাহ দেবদূতের কথা ভুলে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। কারণ সেই অনিশ্চয়তার বোধ আবার দ্রুত ফিরে আসছে তাঁর মাঝে। তিনি শহরের সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন, এমন একটা ভান করার প্রয়াস পেলেন এলিযাহ, যাতে মহিলা তাঁর হৃদয় আর মনের দ্বিধার কথা বুঝতে না পারে।

"এখানে কী করছ?" কাছাকাছি যাবার পর জানতে চাইলেন তিনি।

"একটু অনুপ্রেরণার খোঁজে এসেছি আমি। আমি যে লেখা শিখছি সেটা আমাকে উপত্যকা, পর্বতমালা আর আকবারে শহরের পরিকল্পনাকারী সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছে। কয়েক জন বণিক আমাকে নানা রঙের অনেক কালি দিয়েছে, ওরা চায় আমি যেন ওদের জন্যে লিখি। আমি ওগুলোকে যে দুনিয়ায় আমি থাকি সেটাকে বর্ণনা করার কাজে লাগানোর কথা ভেবেছি। কিন্তু কাজটা যে কত কঠিন জানা আছে আমার। আমার কাছে রঙ থাকলেও একমাত্র ঈশ্বরই সেগুলোকে এমন চমৎকারভাবে মেশাতে পারেন।"

পঞ্চম পাহাড়ের দিকেই তাকিয়ে রইল সে। কয়েক মাস আগে শহর-তোরণের কাছে লাকড়ি কুড়োতে ব্যস্ত সেই মহিলার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন এক নারীতে পরিণত হয়েছে সে। মরুর বুকে মহিলার নিঃসঙ্গ উপস্থিতি এলিযাহর মনে আস্থা আর সমীহ সৃষ্টি করল।

BanglaBook.org

"পঞ্চম পাহাড় বাদে আর সব পাহাড়েরই নাম আছে, এটা কেন?" জানতে চাইলেন এলিযাহ।

"দেবতাদের মাঝে যাতে বিরোধ দেখা না দেয়," জবাব দিল মহিলা। "ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, লোকে কোনও বিশেষ দেবতার নামে ওই পাহাড়ের নাম দিলে অন্য দেবতারা খেপে উঠে পৃথিবীকে ধংস করে দিতেন। সেজন্যেই এর নাম পঞ্চম পাহাড় রাখা হয়েছে, কারণ দেয়ালের ওপারে ওটাই আমাদের চোখে পড়া পঞ্চম পাহাড়। এতে করে কাউকেই আর আঘাত দেওয়া হচ্ছে না, ফলে জগত অখণ্ড আছে।"

কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না ওরা। নীরবতা ভাঙল মহিলা।

"রঙ নিয়ে ভাবা ছাড়াও আমি বিবলস লেখার বিপদের কথাও ভাবছি। এতে ফিনিশিয়ার দেবতারা আর আমাদের প্রভু ঈশ্বর রুষ্ট হতে পারেন।"

"কেবল প্রভুই অস্তিত্ববান," বাধা দিয়ে বললেন এলিযাহ। "আর প্রত্যেক সভ্যতারই নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে।"

"কিন্তু এটা ভিন্ন। আমি যখন ছোট ছিলাম, চত্বরে গিয়ে বণিকদের কাজ করা লিপিকারের কাজ দেখতাম। মিশরিয় লিপি-নির্ভর ছিল তার কাজ। সেজন্যে নৈপূণ্য আর জ্ঞানের দরকার ছিল। এখন প্রাচীন শক্তিশালী মিশর পতনের দিকে, তাদের হাতে এখন কেনার মতো কোনও টাকাপয়সা নেই। এখন ওদের ভাষা ব্যবহার করে না কেউ। সিদন আর টায়ারের বণিকরা সারা দুনিয়ায় বিবলস হরফ ছড়িয়ে দিচ্ছে। পবিত্র বাণী আর উৎসব এখন মাটির ফলকে লেখা যাবে। একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। দুষ্ট লোকেরা মহাবিশ্ব নিয়ে নাক গলাতে আচার অনুষ্ঠান কাজে লাগাতে শুরু করলে তখন কী হবে?"

মহিলা কিসের কথা বলছে বুঝতে পারলেন এলিযাহ। বিবলস হরফ লেখার কায়দা একেবারেই সহজঃ প্রথমে মিশরিয় ড্রয়িংকে শব্দে রূপান্তরিত করে তারপর প্রত্যেকটা শব্দের জন্যে একটা করে হরফ নির্মাণ করা হয়েছে। এইসব হরফ একটা পর্যায়ক্রমে স্থাপন করার পর সম্ভাব্য সব শব্দসৃষ্টি করা যায় এবং মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই বর্ণনা করা যায়।

এসব শব্দের কিছু কিছু উচ্চারণ করা খুবই কঠিন। গ্রিকরা মিটিয়েছে এই সমস্যা। ওরা বিবলসের গোটাবিশেক হরফের সাথে আরও পাঁচটি হরফ যোগ করেছে, এগুলোকে বলে স্বরবর্ণ। এই আবিষ্কারকে ওরা *অ্যালফাবেট* নামকরণ করেছে। এই নামটাই এখন নতুন কায়দার লেখা বোঝাতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

BanglaBook.org

এতে করে বিভিন্ন জাতির ভেতর বাণিজ্যিক যোগাযোগ অনেক সহজ হয়ে গেছে। মিশরিয় ব্যবস্থায় অনেক জায়গা আর বিভিন্ন ধারণাকে তুলে ধরার জন্যে অনেক বেশী দক্ষতার প্রয়োজন হত। সেগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্যেও প্রয়োজন হত গভীর উপলব্ধির। বিজিত জাতির উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের পতন ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু বিবলসের ব্যবস্থা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। একে বেছে নেওয়ার জন্যে ফিনিশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না।

গ্রিক পরিবর্তনসহ বিবলস লিপি পদ্ধতি বিভিন্ন জাতির বণিকদের খুশি করে তুলেছে। সেই প্রাচীন কাল থেকেই এরাই ঠিক করে আসছে ইতিহাসে কোনটা থাকবে বা কোনও রাজার বা কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পরে কোনটাকে হারিয়ে যেতে দেওয়া হবে। সবকিছু এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে ফিনিশিয় উদ্ভাবন অনিবার্যভাবেই বাণিজ্যের সাধারণ ভাষা হতে যাচ্ছে, এরা নাবিক, রাজা, লাস্যময়ী রাজকন্যা, মদ প্রস্তুতকারী আর দক্ষ কাঁচ নির্মাতাদের উপর নির্ভর করে।

"ঈশ্বর কি শব্দ থেকে হারিয়ে যাবেন?" জানতে চাইল মহিলা।

'তিনি এসবের ভেতরই থাকবেন," জবাব দিলেন এলিযাহ। "কিন্তু প্রত্যেকে আলাদাভাবে তার লেখার জন্যে দায়বদ্ধ থাকবে।"

জামার হাতা থেকে মাটির একটা ফলক বের করল সে। কি যেন লেখা তাতে।

"এর মানে কী?" জিজ্ঞেস করলেন এলিযাহ।

"এটা হচ্ছে ভালোবাসা।"

ফলকটা হাতে নিলেন এলিযাহ, কেন সে ওটা তাঁকে দিচ্ছে জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। ওই মাটির ফলকের উপর কয়েকটা দাগ অল্প কথায় বলে দিচ্ছে কেন তারারা আকাশে ঝুলে থাকে আর কেন মানুষ এই পৃথিবীর বুকে চলে বেড়ায়।

ফলকটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু মহিলা প্রত্যাখ্যান করল।

"এটা আপনার জন্যে লিখেছি। আপনার দায়িত্বে কথা আমি জানি। জানি একদিন আপনি এখান থেকে চলে যাবেন; আমাদের দেশের শত্রুতে পরিণত হবেন। কারণ আপনি জেযেবেলকে তাড়িয়ে দিতে চান। সেদিন এমন হতে পারে যে আমি আপনার পাশে থাকব, আপনার কাজে সাহায্য করব। আবার এমনও হতে পারে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব আমি, কারণ

BanglaBook.org

জেযেবেলের রক্ত তো আমারই দেশের রক্ত। আপনার হাতে ধরে রাখা ওই বাণী রহস্যে ভরা। কেউ জানে না কোনও নারীর মনে কী জাগিয়ে তুলতে পারে তা, এমনকি ঈশ্বরের সাথে কথা বলা পয়গম্বরও না।"

"তোমার লেখা এই শব্দটা আমি জানি," নিজের কেপের ভাঁজে ফলকটা রাখতে রাখতে বললেন এলিয়াহ। "দিনের পর দিন এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আমি। কারণ যদিও ওটা কী জাগিয়ে তোলে জানি না, তবে জানি একজন পুরুষের কী করতে পারে এটা। ইসরায়েলের রাজা, সিদনের রাজকুমারী, আকবারের কাউন্সিলের মোকাবিলা করার সাহস ছিল আমার–কিন্তু একটা শব্দ–*ভালোবাসা*–আমার মাঝে গভীর ভয় জাগিয়ে তুলেছে। তুমি ফলকে লেখার আগেই তোমার চোখজোড়া আমার হৃদয়ে তা লিখিত হতে দেখেছে।"

চুপ হয়ে গেলেন ওরা। অসিরিয়র মৃত্যু সত্ত্বেও শহরের পরিবেশ টানটান, যেকোনও মুহূর্তে আসন্ন প্রভুর আহবান কোনওটাই তার লেখা কথাটার চেয়ে শক্তিশালী নয়।

হাত বাড়িয়ে দিলেন এলিযাহ। মহিলা ধরল সেই হাত। সূর্য পঞ্চম পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এভাবেই রইলেন ওরা।

"ধন্যবাদ," ফিরে আসার সময় বলল মহিলা। "অনেক দিন ধরেই আপনার সাথে সূর্যাস্তের সময়টুকু কাটানোর কথা ভেবেছি আমি।"

বাড়ি ফিরে এলেন যখন, দেখা গেল গভর্নরের একজন দূত এলিয়াহর জন্যে অপেক্ষা করছেন। এলিযাহকে তিনি চট করে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন।

BanglaBook.org

*

"আপনি কাপুরুষতা দিয়ে আমার সমর্থনের প্রতিদান দিয়েছেন," বললেন গভর্নর। "আপনার জীবন নিয়ে আমার কী করা উচিত?"

"প্রভুর ইচ্ছের চেয়ে এক মুহূর্ত বেশী সময় বাঁচব না আমি," জবাব দিলেন এলিযাহ। "আপনি নন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক তিনি।"

এলিযাহর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেন গভর্নর।

"আপনাকে এক নিমেষে অথর্ব করে দিতে পারি আমি; কিংবা শহরের রাস্তা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিতে পারি। বলব আপনি মানুষের উপর অভিশাপ বয়ে এনেছেন," বললেন তিনি। "সেটা একজন মাত্র ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত হবে না।"

"আমার কপালে যা আছে তাই ঘটবে। তবে আপনাকে জানাতে চাই, আমি পালিয়ে যাইনি। সেনাধিনায়কের সৈনিকরা আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যুদ্ধ চান তিনি, সেজন্যে যা যা দরকার সবই তিনি করবেন।"

অর্থহীন আলোচনায় আর সময় নষ্ট না করার সিদ্ধান্ত নিলেন গভর্নর। ইসরায়েলি পয়গম্বরের কাছে নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে তাঁকে।

"সেনাধিনায়ক যুদ্ধ চাইছেন, ঠিক তা নয়। যেকোনও ভালো সৈনিকের মতো তিনি বুঝতে পারছেন তার সৈন্যবাহিনী ছোট আর অনভিজ্ঞ। শত্রুর হাতে বিনাশ হয়ে যাবে ওটা। মর্যাদাবান লোক হিসাবে তিনি বুঝতে পেরেছেন, উত্তরসুরিদের উপর গ্লানি বয়ে আনার ঝুঁকি বইছেন তিনি। কিন্তু অহঙ্কার আর গর্বে তার মনটা পাথর হয়ে গেছে।

"তিনি ভাবছেন শত্রপক্ষ ভয় পেয়েছে। এটা তাঁর জানা নেই যে অসিরিয় বাহিনী সুপ্রশিক্ষিত: ওরা সেনাবাহিনীতে ঢোকার সময় একটা বীজ বোনে। রোজ বীজটা যেখানে রোপন করা হয়েছে সেই জায়গাটার উপর দিয়ে লাফ দেয় ওরা। বীজটা চারায় পরিণত হয়, ওরা সেটার উপর দিয়ে লাফায়। চারাটা পরিণত হয় গাছে, ওরা লাফিয়েই চলে। ওরা বিরক্তও হয় না বা সময় নষ্ট হচ্ছে বলেও ভাবে না। আস্তে আস্তে গাছটা বড় হয়ে ওঠে। যোদ্ধারা আরও উঁচুতে লাফ দেয়। ধৈর্য ধরে নিবেদিত প্রাণ হয়ে বাধা টপকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

"দেখেই চ্যালেঞ্জ বুঝতে পারে ওরা। অনেক মাস ধরে আমাদের উপর লক্ষ রাখছে ওরা।"

গভর্নরকে বাধা দিলেন এলিযাহ।

"তাহলে কার স্বার্থে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে?"

"জানি না। তবে সেনাধিনায়ক আর সাধারণ মানুষকে খুব চাতুরির সঙ্গেই বিশ্বাস করাতে পেরেছে সে। এখন গোটা শহরই তার পক্ষে। এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার একটা উপায়ই দেখতে পাচ্ছি আমি।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর সরাসরি ইসরায়েলির চোখের দিকে তাকালেন। "আপনি।"

নিজের চেম্বারে পায়চারি শুরু করলেন গভর্নর, দ্রুত কথা বলার ফলে নার্ভাসনেস বের হয়ে আসছে।

"বণিকরাও শান্তি চাইছে, কিন্তু তাদের কিছুই করার নেই। যাই হোক না কেন, ওরা ভিন্ন কোনও শহরে নিজেদের থিতু করার মতো যথেষ্ট অর্থশালী। কিংবা বিজয়ীরা তাদের পণ্য কেনা শুরু করা পর্যন্ত অপেক্ষা

BanglaBook.org

করতে পারবে। বাকি লোকজন কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসেছে। প্রবল শক্তিধর শত্রুকে হামলা করতে চাইছে ওরা। একমাত্র কোনও অলৌকিক ঘটনাই ওদের মত বদলাতে পারে।"

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এলিযাহ।

"অলৌকিক ঘটনা?"

"আপনি মৃত্যুর হাত থেকে একটা ছেলেকে ফিরিয়ে এনেছেন। মানুষকে পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন। আপনি বিদেশী হলেও সবাই আপনাকে ভালোবাসে।"

"এই অবস্থা আজ সকাল পর্যন্ত ছিল," বললেন এলিযা "এখন বদলে গেছে। এইমাত্র আপনি যে অবস্থার কথা বললেন, শান্তির পক্ষে যে কথা বলবে তাকেই বিশ্বাসঘাতক বলে ধরে নেওয়া হবে।"

"আমি আপনাকে কোনও কিছুর পক্ষে কথা বলতে বলছি না। বলছি ওই ছেলেটাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার মতো মহান কোনও একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটান। তারপর লোকজনকে বলবেন, শান্তিই একমাত্র সমাধান। তখন ওরা আপনার কথা বিশ্বাস করবে। প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে।"

এক মুহূর্ত নীরবতা বজায় রইল। গভর্নর ফের খেই ধরলেন।

"আমি একটা চুক্তি করতে রাজি আছি: আপনি আমার কথামতো কাজ করলে আকবারে এক ঈশ্বরের ধর্মকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হবে। আপনি আপনার প্রভুকে খুশি করতে পারবেন। আর আমি শান্তির শর্ত নির্ধারণ করতে পারব।"

BanglaBook.org

*

সিঁড়ি বেয়ে বিধবার ঘরের দোতলায় নিজের কামরায় উঠে এলেন এলিযাহ। এই মুহূর্তে তাঁর হাতে এমন এক সুযোগ এসে ধরা দিয়েছে এর আগে কোনও পয়গম্বর কখনও যা পাননি: একটা ফিনিশিয় শহরকে ধর্মান্তর করার সুযোগ। তাঁর দেশের যা অবস্থা করেছেন জেযেবেল, তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া যাবে যে সেটার মূল্য কত বেদনাদায়ক হতে পারে।

গভর্নরের প্রস্তাবে উত্তেজিত বোধ করছেন তিনি। এমনকি নিচে ঘুমিয়ে থাকা মহিলাকে একবার ডেকে তোলার কথাও ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু মত পাল্টেছেন। নিশ্চয়ই ওদের একসঙ্গে কাটানো সেই বিকেলের স্বপ্ন দেখছে সে এখন।

গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলকে ডাকলেন তিনি। আবির্ভূত হলেন তিনি।

"আপনি গভর্নরের প্রস্তাব শুনেছেন," বললেন এলিযাহ। "এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।"

"সুবর্ণ সুযোগ বলে কিছু নেই," জবাব দিলেন গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল। "প্রভু মানুষকে বহু সুযোগ দিয়েছেন। কী বলা হয়েছে ভুলে যাবেন না: আপনি নিজের দেশের মাটিতে ফিরে যাবার আগে আর কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটার অনুমতি দেওয়া হবে না।"

মাথা নিচু করলেন এলিযাহ। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রভুর দূত এসে গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জলকে চুপ করতে বললেন। তারপর তিনি বললেন:

"আপনার পরের অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করুন:

"আপনি পাহাড়ের কাছে লোকজনকে জড়ো করবেন। একপাশে আপনি বাআলের একটা বেদী নির্মাণের নির্দেশ দেবেন। একটা ষাঁড় শোয়াতে বলবেন সেখানে। অন্যপাশে আপনার ঈশ্বর প্রভুর একটা বেদী নির্মাণের নির্দেশ দেবেন। সেটার উপরও একটা ষাঁড় শোয়াতে বলবেন।

"তারপর বাআলের পূজারীদের বলবেন: তোমাদের দেবতাকে আহবান জানাও, আর আমি আমার প্রভুকে আহবান জানাব। ওদের আগে সুযোগ দিন। সকাল থেকে দুপুরের প্রর্থনার সময় পর্যন্ত সময় খরচ করতে দিন। ওরা বাআলকে ডেকে শ্রদ্ধার্ঘ নিয়ে যেতে বলুক।

"জোরে চিৎকার করে ডাকবে ওরা, নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত করবে; ষাঁড়টাকে যেন তাদের দেবতা গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুই ঘটবে না।

"ওরা যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে, আপনি চারটা পিপেতে পানি ভরে নেবেন, ষাঁড়ের উপর ঢেলে দেবেন সেই পানি। আবার একই কাজ করবেন আপনি। তারপর আবার তৃতীয়বার করবেন কাজটা। তারপর আব্রাহাম, ইসাক আর ইসরায়েলের প্রভুকে ডাকবেন, তাঁকে বলবেন সবাইকে তাঁর মহিমা দেখানোর জন্যে।

"সেই মুহূর্তে প্রভু স্বর্গ থেকে আগুন পাঠাবেন এবং আপনার উৎসর্গকে পুড়িয়ে দেবেন।"

এলিযাহ হাঁটু গেড়ে বসে ধন্যবাদ জানালেন।

"তবে," আবার বললেন দেবদূত, "এই অলৌকিক ঘটনা জীবনে একবারই ঘটতে পারে। কোথায় সেটা ঘটাতে চান আপনিই স্থির করুন: এখানে যুদ্ধ এড়ানোর জন্যে, নাকি অপনার নিজ দেশে জনগণকে জেযেবেলের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে।"

BanglaBook.org

প্রভুর দেবদূত বিদায় নিলেন।

*

সকাল সকাল ঘুম থেকে জেগে উঠল মহিলা। দেখতে পেল বাড়ির দরজায় বসে আছেন এলিযাহ। তাঁর চোখজোড়া কোটরের গর্তে বসে গেছে। যেন ঘুমাননি।

আগের রাতে কী ঘটেছে জানার ইচ্ছে হলেও জবাব মিলবে না বলে ভয় হল। হতে পারে গভর্নরের সাথে আলাপ আর যুদ্ধের হুমকিই নিদ্রাহীনতার কারণ। তবে ভিন্ন কারণও থাকতে পারে–তাঁকে যে মাটির ফলকটা দিয়েছিল সে। যদি তাই হয়, সে প্রসঙ্গ ওঠালে হয়ত শুনতে হবে কোনও নারীর ভালোবাসা ঈশ্বরের পরিকল্পনা মাফিক নয়।

সে কেবল বলল, "আসুন একটা কিছু খেয়ে নিন।"

তার ছেলেটাও জেগে উঠেছে। ওরা তিনজন টেবিলে বসে খেলেন।

"গতকাল তোমার সঙ্গে থাকা উচিত ছিল আমার," বললেন এলিযাহ। "কিন্তু গভর্নরের আমাকে প্রয়োজন ছিল।"

"আপনি নিজেকে ওর সঙ্গে জড়াবেন না," বলল মহিলা। শীতল একটা অনুভূতি হৃদয়ে আবার প্রবেশ করতে শুরু করেছে। "প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁর বংশ আকবারকে শাসন করে আসছে। হুমকির মুখে কী করতে হবে ভালোই জানা আছে তাঁর।"

"আমি দেবদূতের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমাকে বেশ কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন তিনি।"

"দেবদূতদের নিয়েও অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই; সম্ভবত এটা বিশ্বাস করে নেওয়াই ভালো যে সময়ের সাথে সাথে দেবতারা বদলে যান। আমার পূর্বপুরুষরা মিশরিয় দেবতাদের পূজা করেছে, ওদের চেহারা ছিল পশুদের মতো। সেইসব দেবতা হারিয়ে গেছে। আপনি আসার আগে পর্যন্ত আমি আশেরাত, বাআল আর পঞ্চম পাহাড়ের সমস্ত অধিবাসীদের নামে বলী দিয়ে আসছিলাম। এখন আমি প্রভুকে জানতে পেরেছি। তিনিও একদিন আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন। পরের দেবতাদের চাহিদা হয়ত অনেক কম হবে।"

পানি চাইল ছেলেটি। পানি নেই।

"আমি পানি এনে দিচ্ছি," বললেন এলিয়াহ।

"আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই," বলল ছেলেটা।

BanglaBook.org

কূয়োর উদ্দেশে এগিয়ে গেলেন ওরা। যাবার পথে সেনাধিনায়ক যেখানে সকাল থেকে সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সেই জায়গাটা পাশ কাটালেন।

"একটু দেখি," আব্দার করল ছেলেটি। "বড় হয়ে সৈনিক হব আমি।" এলিযাহ তাই করলেন।

"আমাদের ভেতর তলোয়ার চালানোয় সেরা কে?" জানতে চাইল একজন যোদ্ধা।

"গতকাল গুপ্তচরকে যেখানে পাথর ছুড়ে মারা হয়েছে সেখানে চলে যাও," বললেন সেনাধিনায়ক। "একটা পাথর তুলে ওটাকে গালাগালি কর।"

"কেন অমন করতে যাব আমি? পাথর আমার কথার জবাব দেবে না।"

"তাহলে ওটাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করো।"

"আমার তলোয়ার ভেঙে যাবে," বলল সৈনিক। "আমি এটা জানতে চাইনি। জানতে চেয়েছি তলোয়ারবাজিতে কে সেরা।"

"পাথরের মতো যে সেই সেরা," জবাব দিলেন সেনাধিনায়ক। "তলোয়ার বের না করেই যে তা প্রমাণ করে তাকে হারানোর মতো কেউ নেই।"

"গভর্নর ঠিকই বলেছেন: সেনাধিনায়ক জ্ঞানী লোক," ভাবলেন এলিযাহ। "কিন্তু জ্ঞান অহঙ্কারের ঝলকে অন্ধ হয়ে গেছে।"

*

নিজেদের পথে চললেন ওরা। ছেলেটা জানতে চাইল, সৈন্যরা এত প্রশিক্ষণ নিচ্ছে কেন।

"কেবল সৈনিকরা নয়, তোমার মা, আমি, আর যারা তাঁদের মনের কথা শোনে তারা সবাইই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। জীবনের প্রতিটি বিষয়ই প্রশিক্ষণ দাবী করে।"

"পয়গম্বর হলেও?"

"দেবদূতদের কথা বোঝার জন্যে। আমরা এত করে ওদের সাথে কথা বলতে চাই, কিন্তু ওরা কী বলছেন, শুনি না। শোনাটা সহজ কাজ নয়: আমরা আমাদের প্রার্থনায় সব সময়ই কোথায় আমাদের ভুল হয়েছে সেটাই বলার চেষ্টা করি, কী হলে আমাদের ভালো হবে সেটা বলি। কিন্তু প্রভু আগেই এসব জানেন। অনেক সময় আমাদের কেবল মাহাবিশ্ব আমাদের কী বলছে সেটা শুনতে বলেন আর ধৈর্য ধরতে বলেন।"

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাল ছেলেটা। সম্ভবত কিছুই বোঝেনি। কিন্তু

BanglaBook.org

তারপরেও কপোকথন চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন এলিযাহ। যখন বড় হয়ে উঠবে তখন হয়ত এইসব কথাবার্তার কোনওটা তাকে কঠিন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে।

"জীবনের সমস্ত সংগ্রাম কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়, এমনকি যেগুলোতে আমরা হেরে যাই সেগুলোও। তুমি যখন বড় হবে, জানতে পারবে মিথ্যার পক্ষে দাঁড়িয়েছ, নিজেকে প্রতারণা করেছ, কিংবা বোকামির মাশুল দিয়েছ। তুমি ভালো যোদ্ধা হলে এর জন্যে নিজেকে দুষবে না, আবার সেই ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তিও ঘটতে দেবে না।"

আর কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। এই বয়সের একটা ছেলে তাঁর কথা বুঝতে পারবে না। ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলেন ওরা। এলিযাহ তাঁকে আশ্রয় দেওয়া শহরের রাস্তার দিকে তাকাতে লাগলেন, যা উধাও হতে চলেছে। সবই নির্ভর করছে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর। সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হবে।

স্বাভাবিকের চেয়ে নীরব হয়ে আছে আকবার। কেন্দ্রিয় চত্বরে নিচু কণ্ঠে কথা বলছে লোকজন, যেন বাতাস ওদের কথা অসিরিয় শিবিরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ওদের ভেতর যারা একটু বয়স্ক তারা শপথ করে বলছে কিছুই ঘটবে না, অন্যদিকে তরুণের দল যুদ্ধের সম্ভাবনায় উত্তেজিত। বণিক আর কারুশিল্পীরা শান্তি না ফেরা পর্যন্ত সিদন বা টায়ারে গিয়ে থাকার কথা ভাবছে।

"চলে যাওয়াটা ওদের পক্ষে সহজ," ভাবলেন তিনি। বণিকরা পৃথিবীর যেকোনও জায়গায় সওদা পাঠাতে পারে। কারুশিল্পীরাও অচেনা ভাষার দেশে কাজ করতে পারে। "কিন্তু আমাকে অবশ্যই প্রভুর অনুমতি পেতে হবে।"

*

কূয়োর কাছে এলেন ওরা। পানিতে ভরে নিলেন পাত্রগুলো। সাধারণভাবে জায়গাটা লোকে লোকারণ্য থাকে; মহিলারা কাপড় ধোয়া, কাপড়ে রঙ করা আর শহরের যাবতীয় ঘটনা নিয়ে আলাপ করার উদ্দ্যেশ্যে এখানে জড়ো হয়। কূয়োর আশপাশে কোনও কিছুই গোপন রাখা সম্ভব নয়; ব্যবসা সংক্রান্ত খবর, পারিবারিক বেঈমানি, পড়শীদের ভেতর ঝামেলা, শাসকগোষ্ঠীর একান্ত জীবন–প্রত্যেকটা ব্যাপার, তা সে সিরিয়াসই হোক বা মামুলি, এখানে তার আলোচনা, সমালোচনা, কিংবা প্রশংসা করা হয়। এমনকি শত্রু বাহিনী যখন ক্রমে বেড়ে উঠছিল সেই মাসগুলোতেও ইসরায়েলের রাজাকে অধিকার

BanglaBook.org

করে নেওয়া রাজকুমারী জেযেবেল ছিলেন প্রিয় প্রসঙ্গ। লোকে তাঁর বেপরোয়া ভাব আর সাহসের তারিফ করেছে, ওরা নিশ্চিত ছিল শহরের যদি কিছু হয়, প্রতিশোধ নিতে নিজের দেশে ফিরে আসবেন তিনি।

ওই দিন সকালে বলতে গেলে কেউই ছিল না ওখানে। অল্প যে কয়জন মহিলা ছিল তারা বলল যত বেশী সম্ভব শস্য ঘরে তোলার জন্যে ক্ষেতে যাওয়াটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অসিরিয়রা অচিরেই শহরের আসা-যাওয়ার পথ আটকে দিতে পারে। ওদের দুজন পঞ্চম পাহাড়ে গিয়ে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করার কথা ভাবছিল। যুদ্ধে ছেলেদের মৃত্যু দেখার কোনও ইচ্ছে নেই তাদের।

"প্রধান পুরোহিত বলেছেন, আমরা অনেক দিন প্রতিরোধ করতে পারব," এক মহিলা এলিযাহর উদ্দেশে মন্তব্য করল। "আমাদের দরকার শুধু আকবারের সম্মান রক্ষার প্রয়েজনীয় সাহস। দেবতারা তখন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।" ছেলেটা ভয় পেয়ে গেল।

"শত্রুরা কি আমাদের আক্রমণ করবে?" জিজ্ঞেস করল সে।

জবাব দিলেন না এলিযাহ। আগের রাতে দেবতদূতের দেওয়া প্রস্তাবের উপর নির্ভর করছে সব কিছু।

"আমার ভয় লাগছে," আবার বলল ছেলেটা।

"এতে বোঝা যাচ্ছে বেঁচে থাকার ভেতর আনন্দ খুঁজে পেয়েছ তুমি। বিশেষ কিছু মুহূর্তে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক।"

*

এলিযাহ আর ছেলেটা সকাল ফুরোবার আগেই ঘরে ফিরে এলেন। মহিলাকে নানা রঙের কালির পাত্রে ঘেরাও হয়ে থাকতে দেখলেন ওরা।

"আমার হাতে অনেক কাজ," অসমাপ্ত হরফ আর বাক্যগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল মহিলা। "খরার কারণে সারা শহর ধূলোয় ভরে আছে। এই ঝোপঝাড়গুলো সবসময়ই নোংরা হয়ে থাকে। ধূলির সাথে মিশে যাচ্ছে কালি, সব কিছু কঠিন হয়ে উঠছে।"

চুপ রইলেন এলিযাহ; এখন আর তিনি নিজের মতামত জানানোর ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নন। নিচ তলার একটা ঘরে বসে নিজের ভাবনায় ডুবে গেলেন তিনি। বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে বাইরে চলে গেল ছেলেটা।

"নীরবতা চইছেন তিনি," আপনমনে ভাবল মহিলা। নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়াস পেল সে।

BanglaBook.org

সকালের বাকি সময়টা কয়েকটা শব্দ লেখার কাজে ব্যয় করল সে, যেগুলো হয়ত এর অর্ধেক সময়েই করা যেত। তার কাছে প্রত্যাশিত কাজটা না করায় নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। শত হোক, জীবনে প্রথমবারের মতো নিজের পরিবারের ভরণপোষণের একটা সুযোগ পেয়েছিল।

নিজের কাজে ফিরে গেল সে। সম্প্রতি এক বণিকের মিশর থেকে আনা প্যাপিরাসের উপর কাজ করছে। তাকে দামাস্কাসে পাঠাতে কয়েকটা ব্যবসায়িক চিঠি লিখে দিতে বলেছে সে। পাতাটা তেমন ভালো মানের নয়। কালিটাও বারবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। "এইসব ঝামেলা সত্ত্বেও মাটির উপর লেখার চেয়ে ঢের ভালো।"

আশপাশের দেশগুলোর মাটির ফলক কিংবা পশুর ছালে লিখে বার্তা পাঠানোর রেওয়াজ রয়েছে। অনেক দূরের দেশ হলেও বাতিল একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে মিশরিয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য আর ইতিহাস তুলে রাখার একটা হালকা আর বাস্তবভিত্তিক কায়দা বের করেছে। ওরা নীলনদের পাড়ে জন্মানো এক ধরনের গাছের বাকল পল্লা পল্লা করে কেটে নিয়ে তারপর বেশ সহজ একটা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ওগুলো পাশাপাশি জুড়ে নেয়, ফলে একটা হলদেটে পাতার সৃষ্টি হয়। আকবারকে প্যাপিরাস আমদানি করতে হয়, কারণ উপত্যকায় এই গাছ জন্মে না। ব্যয়বহুল হলেও বণিকরা এটাই ব্যবহার করতে পছন্দ করে, কারণ লেখা পাতাগুলো পকেটে বয়ে বেড়াতে পারে, মাটির ফলক বা পশুর ছালের বেলায় যেটা ছিল অসম্ভব।

"সবকিছু সহজ হয়ে উঠছে," ভাবল সে। প্যাপিরাসের উপর বিবলস হরফ লেখার জন্যে সরকারী অনুমতি লাগার ব্যাপারটা দুঃখজনক। সেকেলে কিছু আইনের কারণে এখনও লিখিত টেক্সটকে আকবারের পরিষদের কাছে পরীক্ষার জন্যে পেশ করতে হচ্ছে।

কাজ শেষ হওয়ার পরপরই সেটা এলিযাহকে দেখাল সে। এতক্ষণ কাজ দেখলেও কোনও মন্তব্য করেননি এলিযাহ।

"আপনার পছন্দ হচ্ছে?" জানতে চাইল মহিলা।

"হ্যাঁ, বেশ সুন্দর," জবাব দিলেন তিনি। কী বলছেন সেদিকে খেয়াল নেই।

নিশ্চয়ই প্রভুর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। তাঁকে বাধা দিতে চাইল না মহিলা। প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল সে।

সে যখন প্রধান পুরোহিতকে নিয়ে ফিরে এল, তখনও এলিযাহ একই জায়গায় বসে আছেন। অনেকক্ষণ কথা বললেন না কেউ।

BanglaBook.org

প্রধান পুরোহিতই সবার আগে নীরবতা ভাঙলেন।

"আপনি একজন পয়গম্বর, আপনি দেবদূতদের সাথে কথা বলেন। আমি কেবল প্রাচীন বিধিবিধানের ব্যাখ্যা দিই, আচার অনুষ্ঠান পালন করি, জনগণকে তাদের ভুলের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি। সেজন্যে আমি জানি এটা মানুষের ভেতরে কোনও যুদ্ধ নয়, বরং দেবতাদের যুদ্ধ–আমি এ থেকে দূরে সরে থাকতে চাই না।"

'আমি আপনার বিশ্বাসের শ্রদ্ধা করি, যদিও আপনি এমন সব দেবতাদের পূজা করেন যাদের কোনও অস্তিত্ব নেই," জবাব দিলেন এলিযাহ। "আপনার কথামতো বর্তমান অবস্থা মহাজাগতিক লড়াইয়ের উপযুক্ত হয়ে থাকলে প্রভু আমাকে বাআল আর পঞ্চম পাহাড়ে তাঁর সহয়োগীদের পরাস্ত করার কাজে একটা যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবেন। আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়াটাই আপনার পক্ষে অনেক ভালো হবে।"

"সেটা ভেবেছি আমি। কিন্তু, তার কোনও প্রয়োজন নেই। জুৎসই সময়ে দেবতারা আমার পক্ষে কাজ করেছেন।"

জবাব দিলেন না এলিযাহ। ঘুরে দাঁড়ালেন প্রধান পুরোহিত, মহিলার সদ্য লেখা প্যাপিরাসের পাতাটা তুলে নিলেন।

"বেশ ভালো কাজ করেছ," মন্তব্য করলেন তিনি। মনোযোগ দিয়ে সেটা পড়ে হাত থেকে আংটি খুলে কালির একটা ছোট পাত্রে ডোবালেন। বাম কোণে সীল বসিয়ে দিলেন। প্রধান পুরোহিতের সীল ছাড়া কারও হাতে প্যাপিরাস দেখা গেলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে।

"আপনাকে সব সময় একাজ কেন করতে হয়?" জানতে চাইল মহিলা।

"কারণ এই প্যাপিরি আমদানি করা ধারণা," জবাব দিলেন তিনি। "ধারণার ক্ষমতা থাকে।"

"এগুলো তো স্রেফ বাণিজ্যিক লেনদেন।"

"আবার যুদ্ধ পরিকল্পনাও হতে পারে; কিংবা গোপন প্রার্থনা। আজকাল হরফ আর প্যাপিরাসের কারণে কারও অনুপ্রেরণা ছিনতাই করা সহজ হয়ে গেছে। মাটির ফলক বা পশুর ছাল লুকিয়ে রাখা কঠিন, কিন্তু প্যাপিরাস আর বিবলস হরফের মিশেল যে কোনও জাতির সভ্যতার বিনাশ ডেকে আনতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে পৃথিবী।"

এক মহিলাকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল।

"পুরোহিত! পুরোহিত! দেখুন এসে কী হচ্ছে!"

এলিযাহ আর বিধবা তাঁকে অনুসরণ করলেন। চারদিক থেকে লোকজন

BanglaBook.org

ছুটে আসছে, একই দিকে যাচ্ছে তারা। ওদের পায়ের ঘায়ে ওড়া ধূলোর কারণে নিঃশ্বাস নেওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগে আগে ছুটছে, হাসছে, চিৎকার করছে। বড়রা ধীর পায়ে নীরবে এগাচ্ছে।

ওরা শহরের দক্ষিণ-তোরণে পৌঁছার পর দেখা গেল এরই মধ্যে ছোটখাট একটা জটলা বেধে গেছে। জনতার ভীড় ঠেলে পথ করে আগে বাড়লেন প্রধান পুরোহিত। গোলমালে জায়গায় এসে দাঁড়ালেন।

আকবারের এক শান্ত্রী, দুই হাত ছড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, হাতজোড়া একটা বিশাল কাঠের টুকরোর সঙ্গে বাঁধা। লোকটার কাপড়চোপড় ছেঁড়া-ফাটা, একটা ছোট গাছের ডাল দিয়ে তার বাম চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে।

লোকটার বুকে ছুরির আঁচড়ে কিছু অসিরিয় হরফ লেখা। প্রধান পুরোহিত মিশরিয় ভাষা বুঝলেও অসিরিয় ভাষা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বলে শেখা বা মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। অকুস্থলে উপস্থিত এক বণিকের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

"আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করছি," তরজমা করল লোকটা।

একটা কথাও বলল না দর্শকরা। ওদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ করলেন এলিযাহ।

"তোমার তলোয়ারটা দাও," সৈনিকদের একজনকে বললেন প্রধান পুরোহিত।

হুকুম তামিল করল সৈনিকটি। কী ঘটেছে গভর্নর আর সেনাধিনায়ককে জানানোর নির্দেশ দিলেন প্রধান পুরোহিত, তারপর আচমকা আঘাতে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সৈনিকের হৃৎপিণ্ডে বরাবর তলোয়ারের ফলাটা ঢুকিয়ে দিলেন।

গুঙিয়ে উঠে জমিনে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। মারা গেছে সে, বেদনা আর বন্দী হওয়ার গ্লানি থেকে মুক্ত।

"আগামীকাল বলী দেওয়ার জন্যে পঞ্চম পাহাড়ে যাব আমি," শঙ্কিত লোকজনের উদ্দেশে বললেন তিনি। "দেবতারা ফের আমাদের কথা মনে করবেন।"

যাবার আগে এলিযাহর দিকে ফিরলেন তিনি।

"নিজের চোখেই দেখলেন সব। স্বর্গ এখনও সাহায্য করছে।"

"একটা প্রশ্ন, আর কিছু না," বললেন এলিযাহ। "আপনি কেন আপনার জনগণকে বলী হতে দেখতে চান?"

BanglaBook.org

"কারণ একটা ধারণাকে হত্যা করার জন্যে এটা করতেই হবে।"

সেদিন সকালে তাঁকে মহিলার সঙ্গে কথা বলতে দেখার পর এলিয়াহ বুঝতে পেরেছেন ধারণাটা আসলে কী: সেটা হচ্ছে বর্ণমালা।

"অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু অসিরিয়রা সারা পৃথিবী জয় করতে পারবে না।"

"কে বলছে পারবে না? শত হোক পঞ্চম পাহাড়ের দেবতারা তাদের সেনাবাহিনীর পক্ষে রয়েছেন।"

*

ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপত্যকায় ঘুরে বেড়ালেন তিনি, ঠিক আগের দিন বিকেলের মতো। এখন তিনি জানেন আরও অন্ততপক্ষে এক রাত আর এক বিকেল শান্তি বজায় থাকবে: রাতের অন্ধকারে কখনও যুদ্ধ হয় না, কারণ সৈনিকরা শত্রুকে আলাদা করতে পারবে না। সেরাতে, জানেন তিনি, তাঁকে কোলে তুলে নেওয়া শহরের ভাগ্য বদলে দেওয়ার একটা সুযোগ দিয়েছেন প্রভু।

"সলোমান হয়ত বুঝতে পারতেন কী করতে হবে," দেবদূতকে বললেন তিনি। "আর ডেভিড, মোজেস আর ইসাক। ওদের উপর প্রভু বিশ্বাস রেখেছিলেন, কিন্তু আমি কেবলই এক দ্বিধান্বিত ভৃত্য। প্রভু আমাকে এমন একটা সুযোগ দিয়েছেন যেটা তাঁরই হওয়া উচিত ছিল।"

"আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসকে যেন মনে হয় ঠিক জায়গায় ঠিক লোকের সমারোহে ভরপুর," জবাব দিলেন দেবদূত। "এটা বিশ্বাস করবেন না: মানুষের পক্ষে যতটুকু সম্ভব প্রভু ঠিক ততটুকুই দাবী করে থাকেন।"

"তাহলে আমার বেলায় তাঁর ভুল হয়েছে।"

"যেই ক্ষতিই আসুক না কেন শেষ পর্যন্ত তা চলে যায়। এটাই মহাবিশ্বের মহিমা আর দুঃখ।"

"আমার তা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না," বললেন এলিযাহ। "কিন্তু সেসব চলে যাবার সময় ট্র্যাজিডি চিরন্তন চিহ্ন রেখে যায়, কিন্তু মহিমা রেখে যায় কেবল অর্থহীন স্মৃতি।"

দেবদূত কোনও জবাব দিলেন না।

"আমি আকবারে থাকার পুরো সময়টায় কেন শান্তির লক্ষ্যে কাজ করার জন্যে কোনও মিত্র পেলাম না? একজন নিঃসঙ্গ পয়গম্বরের কী গুরুত্ব আছে?"

"আকাশের বুকে নিঃসঙ্গ চলে বেড়ানো সূর্যের কী গুরুত্ব? উপত্যকার

BanglaBook.org

মাঝখানে জেগে ওঠা পাহাড়ের কী গুরুত্ব? একটা বিচ্ছিন্ন কূয়োর কী গুরুত্ব? কিন্তু তারপরেও এগুলোই ক্যারাভানের অনুসরণ করা পথের দিশা দেয়।"

"দুঃখে আমার মন ভেঙে গেছে," বললেন এলিযাহ, হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। "এমনকি হতে পারে এখানেই এখন মারা যাব আমি। তাহলে নিজের জাতি বা কোনও বিদেশী জাতির রক্তে আমাকে আর হাত রাঙাতে হবে না।। পেছনে তাকিয়ে দেখুন। কী দেখতে পাচ্ছেন?"

"আপনি জানেন আমি অন্ধ," বললেন দেবদূত। "কারণ আমার চোখজোড়া এখনও প্রভুর মহিমার ছটা ধারণ করে আছে, আমি আর অন্য কিছুই দেখি না। আমার হৃদয় যা বলে কেবল তাই দেখতে পাই। আমি কেবল আপনাকে হুমকি দিয়ে চলা বিপদের অনুরণন দেখতে পাই। আপনার পেছনে রয়েছে আকবার। বিকেলের রোদ ওটার পাশে পড়ায় দারুণ লাগছে দেখতে। এখানকার রাস্তাঘাট আর দেয়ালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম আমি, এখানকার উদার আর অতিথি পরায়ণ মানুষগুলোর সঙ্গেও। শহরের লোকজন যদিও এখনও ব্যবসা আর কুসংস্কারের জালে বন্দী, কিন্তু তাদের মন পৃথিবীর যেকোনও জাতির মতোই নিষ্পাপ। ওদের কাছে আমি জানতাম না এমন অনেক কিছু শিখেছি; তার বদলে ওদের বিলাপ আর–ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায়–ওদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ মেটাতে পেরেছি। অনেকবার ঝুঁকির মুখে পড়েছি আমি, কেউ না কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। কেন আমাকে এই শহরকে রক্ষা আর নিজের জাতিকে নিস্কৃতি দেওয়ার মধ্যে যেকোনও একটা বেছে নিতে হবে?"

"কারণ মানুষকে বেছে নিতেই হয়," জবাব দিলেন দেবদূত। "এখানেই রয়েছে তার শক্তি: তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।"

"বেছে নেওয়াটা কঠিন; এখানে দাবী করা হচ্ছে আমি যেন যে কোনও একটা জাতির মরণ মেনে নিই।"

"কারও জন্যে পথ স্থির করে দেওয়াটা আরও কঠিন। যেলোক কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না প্রভুর চোখে সে মৃত, যদিও সে রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়।

"তাছাড়াও," বলে চললেন দেবদূত, "কেউ মারা যায় না। অনন্তের বাহু সব আত্মার জন্যেই উন্মুক্ত। প্রত্যেকে তার কাজ করে যাবে। সূর্যের নিচের প্রত্যেকটা জিনিসের পেছনেই কারণ আছে।"

আবার আকাশের দিকে হাত ওঠালেন এলিযাহ।

"এক মহিলার সৌন্দর্যের কারণে আমার জাতির লোকজন প্রভুর পথ

BanglaBook.org

থেকে সরে গেছে। একজন পুরোহিত লেখার কাজ দেবতাদের প্রতি হুমকি ভাবছেন বলে ফিনিশিয়া শেষ হয়ে যেতে পারে। যিনি জগত সৃষ্টি করেছেন কেন তাঁকে নিয়তির কিতাব লেখার জন্যে ট্র্যাজিডি ব্যবহার করতে হয়?"

এলিযাহর আর্তনাদ উপত্যকায় প্রতিধ্বনি তুলে আবার তার কানেই ফিরে এল।

"আপনি জানেন না কীসের কথা বলছেন," জবাব দিলেন দেবদূত। "ট্র্যাজিডি বলে কিছু নেই, আছে কেবল অনিবার্য। সব কিছুর অস্তিত্বের একটা কারণ আছে। কোনটা স্থায়ী আর কোনটা ক্ষণস্থায়ী সেটা আলাদা করার কোনও প্রয়োজন নেই আপনার।"

"ক্ষণস্থায়ী কী?" জানতে চাইলেন এলিযাহ।

"যেটা অনিবার্য।"

"আর স্থায়ী ?"

"অনিবার্যের শিক্ষা।"

একথা বলেই দেবদূত অদৃশ্য হয়ে গলেন।

সেরাতে সন্ধ্যার খাবারের সময় মহিলা আর ছেলেটিকে এলিযাহ বললেন, "তোমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমাদের যেকোনও মুহূর্তে চলে যেতে হতে পারে।"

"আপনি দুদিন ধরে ঘুমান না," বলল মহিলা। "আজ বিকেলে সরকারের একজন দূত এসেছিলেন, আপনাকে প্রাসাদে যেতে বলে গেছেন। আমি বলেছি আপনি উপত্যকায় গেছেন, রাতটা সেখানেই কাটাবেন।"

"ঠিকই করেছ তুমি," জবাব দিলেন এলিযাহ তারপর সোজা নিজের ঘরে এসে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

****

বাদ্যযন্ত্রের শব্দে পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলেন তিনি। কী হচ্ছে দেখতে নিচে এসে দেখলেন ছেলেটা আগেই দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

"দেখ!" বললেন তিনি, তাঁর চোখজোড়া উত্তেজনায় ঝিলিক মারছে। "যুদ্ধ বেধে গেছে!"

যুদ্ধসাজ আর অস্ত্রশস্ত্রে জাঁকাল এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য আকবারের দক্ষিণ-তোরণের দিকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে। একদল বাদ্যযন্ত্রী তাদের অনুসরণ করছে। ব্যাটালিয়নের গতিকে ড্রামের ছন্দে বেঁধেছে।

"গতকাল ভয় পাচ্ছিলে তুমি," ছেলেটাকে বললেন এলিযাহ।

"আমাদের এত সৈন্য থাকার কথা আমার জানা ছিল না। আমাদের যোদ্ধারাই সেরা!"

ছেলেটাকে রাস্তায় রেখে সরে এলেন তিনি। যেকোনও মূল্যে গভর্নরকে খুঁজে বের করতে হবে। রণ-সঙ্গীতের আওয়াজে শহরের বাকি বাসিন্দারা জেগে উঠেছে, মোহমুগ্ধ হয়ে গেছে তারা। জীবনে প্রথমবারের মতো সামরিক পোশাকে সুবিন্যস্ত ব্যাটালিয়নের কুচকাওয়াজ দেখতে পাচ্ছে ওরা। ওদের বর্শা উন্মুক্ত ঢালের গায়ে দিনের প্রথম আলো ঠিকরে যাচ্ছে। ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছেন সেনাধিনায়ক। কাউকে টের পেতে না দিয়ে নিজের বাহিনীকে প্রস্তুত করে তুলেছেন তিনি। এবং এখন–কিংবা এলিযাহর তেমনই ভয় হল–হয়ত সবাইকে অসিরিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় সম্ভব বলে বোঝাতে পারবেন।

সৈনিকদের ভেতর দিয়ে পথ করে কলামের সামনে চলে এলেন তিনি। এখানে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে কুচকাওয়াজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন গভর্নর আর সেনাধিনায়ক।

"আমাদের একটা সমঝোতা হয়েছিল!" গভর্নরের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন এলিযাহ। "আমি অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারি!"

কোনও জবাব দিলেন না গভর্নর। গ্যারিসন শহরের দেয়াল পেরিয়ে উপত্যকায় চলে গেল।

BanglaBook.org

"আপনি জানেন এই সেনাদল একটা কুহক!" জোর করলেন এলিযাহ। "অসিরিয়রা এক-পাঁচ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। ওরা অভিজ্ঞ যোদ্ধা! আকবারকে ধ্বংস হতে দেবেন না!"

"আমার কাছে কী চান আপনি?" জানতে চাইলেন গভর্নর, চলার গতি এতটুকু কমালেন না। "গতকাল রাতে আমি একজন দূত পাঠিয়েছিলাম যাতে আমরা আলাপ করতে পারি। ওরা বলল আপনি নাকি শহরের বাইরে গেছেন। আমার আর কী করার ছিল?"

"খোলা মাঠে অসিরিয়দের মেকাবিলা করা স্রেফ আত্মহত্যা! আপনি সেটা জানেন!"

সেনাধিনায়ক এই কথোপকথন শুনছিলেন। কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।

ঘোড়ার পাশাপাশি দৌড়ে চললেন এলিযাহ। কী করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছেন না। সৈনিকদের কলাম শহর ছেড়ে গেল। উপত্যকার মাঝখানে যাচেছ ওরা।

"আমাকে সাহায্য করুন, প্রভু," ভাবলেন এলিযাহ। "ঠিক জশুয়াকে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে যেভাবে সূর্যকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে সময়কে স্তব্ধ করে দিন, আমাকে গভর্নরের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ দিন।"

তিনি যখন এই কথা ভাবছেন, ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠলেন সেনাধিনায়ক, "থামো!"

"এটা হয়ত একটা লক্ষণ," আপনমনে ভাবলেন এলিযাহ। "আমাকে এই সুযোগটা নিতেই হবে।"

মানব-ঢালের মতো করে দুটো এনগেজমেন্ট লাইন তৈরি করল সৈনিকরা। ওদের ঢাল শক্ত করে জমিনে রাখা, বাইরের দিকে তাক করা ওদের তলোয়ার।

"বিশ্বাস করুন আকবারের যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে আছেন আপনি," এলিযাহকে বললেন গভর্নর।

"আমি মৃত্যুর মুখে অট্টহাসি দেয় এমন সব তরুণের দিকে তাকিয়ে আছি," জবাব এল।

"তাহলে জেনে রাখুন এখানে কেবল একটা ব্যাটালিয়ন রয়েছে আমাদের। আমাদের লোকদের আরও বড় অংশটা রয়েছে শহরে, দেয়ালের উপর। কেউ দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলেই মাথার উপর ঢেলে দেওয়ার জন্যে তিনটা উত্তপ্ত পানি ভর্তি ডেগচি বসিয়ে রেখেছি ওখানে।

"আমরা বেশ কয়েক জায়গায় রসদ রাখার ব্যবস্থা করেছি, যাতে আমাদের খাবারের ভাণ্ডার উড়ন্ত তীরের কারণে নষ্ট হতে না পারে। সেনাধিনায়কের হিসাব

BanglaBook.org

মতে অবরোধের বিরুদ্ধে প্রায় দুই মাস টিকে থাকতে পারব আমরা। অসিরিয়রা প্রস্তুত হওয়ার সময় আমরাও বসে ছিলাম না।"

"একথা আমাকে কখনও বলা হয়নি," বললেন এলিযাহ।

"একথা মনে রাখবেন: আপনি আকবারের লোকদের সাহায্য করলেও বিদেশীই, সামরিক বাহিনীর কেউ আপনাকে গুপ্তচর বলে ভুল করতে পারে।"

"কিন্তু আপনি শান্তি চেয়েছিলেন!"

"শান্তি এখনও সম্বব, এমনকি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও। তবে এখন আমরা সমান সমান শর্তে আলোচনা করব।"

গভর্নর জানালেন, সিদন আর টায়ারে তাদের নাজুক অবস্থার কথা জানিয়ে বার্তাবাহক পাঠানো হয়েছে। সাহায্য চাওয়াটা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল, কারণ তাতে অন্যরা ভাবতে পারে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা নেই তাঁর। তবে তিনি হিসাব করে দেখেছেন এটাই একমাত্র সামাধান।

সেনাধিনায়ক এক চতুর পরিকল্পনা খাড়া করেছেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্র সাহায্য সংগঠিত করতে শহরে ফিরে যাবেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রের যোদ্ধারা যত বেশী সম্ভব শত্রু সৈন্যকে হত্যা করবে। তারপর পাহাড়ে পিছিয়ে যাবে। যেকারও চেয়ে ভালো করে উপত্যকা চেনা আছে ওদের। অসিরিয়দের উপর ছোট ছোট হামলা করতে পারবে ওখান থেকে, এতে অবরোধের চাপ কমে যাবে।

অচিরেই সাহায্য পৌঁছে যাবে। অসিরিয় সেনাবাহিনীকে শেষ করে দেওয়া হবে। "ষাট দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারব আমরা, কিন্তু তার দরকার হবে না," এলিযাহকে বললেন গভর্নর।

"কিন্তু অনেক লোক মারা পড়বে," বললেন এলিযাহ।

"আমরা সবাই মৃত্যুর মুখেই আছে। কেউ ওতে ভয় পাচেছ না, আমিও না।"

নিজের সাহস দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন গভর্নর। এর আগে কখনওই যুদ্ধে যোগ দেননি তিনি। যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। সেদিন সকালে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে পালানোর সেরা উপায় নিয়ে আলাপ করেছেন। সিদন বা টায়ারে যেতে পারবেন না তিনি, ওসব জায়গায় তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে ধরা হবে, কিন্তু জেযেবেল তাঁকে গ্রহণ করবেন, কারণ ভরসা করার মতো লোক দরকার তাঁর।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পা রাখার পর সৈনিকদের চোখে তিনি বিপুল আনন্দ

BanglaBook.org

দেখতে পেয়েছেন, যেন সারা জীবন ধরে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ওরা। এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে।

"অনিবার্য না ঘটা পর্যন্তই ভয়ের অস্তিত্ব থাকে," এলিযাহকে বললেন তিনি। "এর পরে ও নিয়ে আর আমাদের শক্তি ক্ষয়ের কোনও প্রয়োজন নেই।"

এলিযাহ বিভ্রান্ত। তাঁরও একই রকম মনে হচ্ছে, যদিও সেটা স্বীকার করতে লজ্জা লাগছে। সৈনিকরা কুচকাওয়াজ করে যাবার সময় ছেলেটার উত্তেজনার কথা ভাবলেন তিনি।

"আপনার সঙ্গে আলাপ শেষ," বললেন গভর্নর, "আপনি একজন নিরস্ত্র বিদেশী। বিশ্বাস করেন না এমন কিছুর জন্যে লড়াই করার কোনওই প্রয়োজন নেই।"

নড়লেন না এলিযাহ।

"ওরা আসবে," বললেন সেনাধিনায়ক। "আপনি অবাক হয়েছেন, কিন্তু আমরা প্রস্তুত আছি।"

তারপরেও যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন এলিযাহ।

দিগন্তরেখা জরিপ করলেন ওরা। অসিরিয় সেনাবাহিনী নড়েনি।

সামনের কাতারের সৈন্যরা দৃঢ়ভাবে বর্শা ধরে রেখেছে, সামনের দিকে মুখ করা ওগুলো। তীরন্দাজদের তীর প্রস্তুত, সেনাধিনায়কের নির্দেশমাত্র ছুঁড়ে দেবে। কয়েকজন পেশী উষ্ণ রাখতে হাওয়ায় তলোয়ার হাঁকাচ্ছে।

"সবকিছু প্রস্তুত," আবার বললেন সেনাধিনায়ক। "ওরা আক্রমণ হানতে যাচ্ছে।"

নিজের কণ্ঠের খুশি ধরতে পারলেন এলিয়াহ। নিশ্চয়ই যুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে অপক্ষো করছেন তিনি। নিজের সাহসিকতা দেখাতে চাইছেন। নিঃসন্দেহভাবে অসিরিয় সৈনিকদের কল্পনা করছেন তিনি: ওদের তলোয়ারের ফলা, চেঁচামেচি আর বিভ্রান্তি, দক্ষতা আর সাহসের এক প্রতিমূর্তি হিসাবে ফিনিশিয় পুরোহিত তাঁর কথা মনে রেখেছেন সেই ছবি মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

তাঁর ভাবনায় বাদ সাধলেন গভর্নর।

"ওরা নড়ছে না।"

এলিযাহর মনে পড়ে গেল, তিনি প্রভুকে বলেছিলেন সূর্যকে স্তব্ধ করে দিতে, যেভাবে জশুয়ার বেলায় করেছিলেন তিনি। দেবদূতের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন না।

আস্তে আস্তে বর্শাধারীরা বর্শা নামিয়ে নিল, তীরন্দাজরা তীরের উপর থেকে

BanglaBook.org

চাপ কামাল, তলোয়ারধারীরা খাপে অস্ত্র ভরে রাখল। দুপুরের জ্বলন্ত সূর্য হাজির হল। গরমে অজ্ঞান হয়ে গেল কয়েকজন সৈন্য। তারপরেও দিনের বাকি অংশ ডিটাচমেন্ট প্রস্তুত রইল।

সূর্য অস্ত যাবার পর যোদ্ধারা আকবারে ফিরে এল। আরও একদিন বেঁচে থাকায় হতাশ।

একাই উপত্যকায় রয়ে গেলেন এলিযাহ। কিছুক্ষণ ধরেই ঘুরঘুর করছিলেন তিনি। এমন সময় আলোর আবির্ভাব ঘটল। প্রভুর দেবদূত এলেন তাঁর সামনে।

"ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনেছেন," বললেন দেবদূত। "আপনার হৃদয়ের যন্ত্রণা লক্ষ করেছেন।"

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর করুণার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন এলিযাহ।

"প্রভুই সকল মহিমা আর ক্ষমতার উৎস। তিনি অসিরিয় বাহিনীকে থামিয়ে দিয়েছেন।"

"না," বললেন দেবদূত। "আপনি বলেছিলেন যে পছন্দ তাঁরই হওয়া উচিত। এবং তিনি আপনার পক্ষ বেছে নিয়েছেন।"

BanglaBook.org

****

"চলো যাই," ছেলেকে বলল মহিলা।

"আমি যেতে চাই না," জবাব দিল ছেলেটি। "আকবারের সৈন্যদের নিয়ে আমি গর্বিত।"

মা ওকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলল। "শুধু যেগুলো বইতে পারবে সেগুলোই নেবে," বলল সে।

"আমরা যে গরীব সেটা ভুলে গেছ। আমার তেমন কিছু নেই।"

নিজের ঘরে চলে এলেন এলিযাহ। চারপাশে তাকালেন তিনি, যেন প্রথম ও শেষবারের মতো দেখছেন। দ্রুত আবার নিচে এসে মহিলার রঙের স্টোরের জানালায় দাঁড়িয়ে নজর রাখতে লাগলেন।

"আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন বলে ধন্যবাদ," বলল মহিলা। "বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল মাত্র পনের বছর। জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না আমার। আমাদের পরিবারই সবকিছু ঠিক করেছিল। ছোটবেলা থেকেই আমাকে ওই মুহূর্তের জন্যে বড় করে তোলা হয়েছিল। সব অবস্থায় স্বামীকে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল।"

"তুমি তাকে ভালোবাসতে?"

"মনকে সেটাই বুঝিয়েছিলাম বটে, কারণ আর কোনও উপায় ছিল না। নিজেকে বুঝিয়েছি, এটাই সবচেয়ে সেরা উপায়। স্বামীকে হারানোর পর দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। তখন পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছি–সেই সময়ে তখনও ওদের উপর আমার বিশ্বাস ছিল–আমার ছেলেটি নিজের মতো করে বাঁচতে শেখা মাত্র আমাকে যেন তুলে নেন ওরা।

"ঠিক সেই সময়ে আপনি এসে হাজির হলেন। একথা আগেও আপনাকে বলেছি, আবারও বলতে চাই: সেদিন থেকে আমি উপত্যকার সৌন্দর্য বুঝতে শুরু করেছি, আকাশের পটভূমিতে পাহাড়সারির গাঢ় আউটলাইন, গম যাতে ফলতে পারে সে জন্যে চাঁদের ক্রম পবির্তনশীল আকার। অনেক রাতে আপনি

BanglaBook.org

ঘুমিয়ে থাকার সময় আমি আকবারের আশপাশে ঘুরে বেড়িয়েছি, সদ্যজাত বাচ্চাদের কান্না শুনেছি, কাজ শেষে মদপান করতে থাক লোকাদের গান শুনেছি, শহরের দেয়ালে প্রহরীদের দৃঢ় পায়ে হাঁটার আওয়াজ পেয়েছি। আশপাশের ল্যান্ডস্কেপ যে কত সুন্দর সেটা যতবার দেখেছি ততবারই খেয়াল না করে পারিনি। ওর আগে কতবার যে আকাশের দিকে তাকিয়েছি, কিন্তু তার গভীরতা লক্ষ করিনি। কতবার যে আমার চারপাশের আকবারের নানা শব্দ শুনেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি এসব আমারই অংশ।

"একবার চলে যাবার তীব্র ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। আপনি আমাকে বিবলসের লেখা শিখতে বলেছিলেন, আমি তা শিখেছি। কেবল আপনাকে খুশি করার কথা ভেবেছি আমি। কিন্তু নিজের কাজের দিকে দারুণভাবে যত্নশীল হয়ে উঠেছি। একটা কিছু আবিষ্কার করেছি: আমার জীবনের অর্থ, আমি যাই হতে চাই না কেন।"

মহিলার চুলে হাত বোলালেন এলিযাহ। এবারই প্রথম কাজটা করলেন তিনি।

"কেন সব সময় এমন ছিলেন না আপনি?" জানতে চাইল সে।

"কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে গিয়ে তোমার কথা ভেবেছি আমি। অনিবার্য যেখানে শুরু হয় সেখানেই কেবল ভয় যেতে পারে; এরপর সেটা অর্থ হারিয়ে ফেলে। এখন আমাদের একটাই আশা আছে যে আমরা ঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।"

"আমি তৈরি," বলল মহিলা।

"আমরা ইসরায়েলে ফিরে যাব। প্রভু আমাকে বলে দিয়েছেন কী করতে হবে। আমি তাই করব। জেযেবেলকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।"

কিছু বলল না মহিলা। আর সব ফিনিশিয় নারীর মতোই রাজকন্যাকে নিয়ে সে গর্বিত। ওখানে পৌঁছানোর পর সঙ্গের এই লোকটার মত পাল্টানোর চেষ্টা করবে।

"অনেক লম্বা যাত্রা হবে এটা। তাঁর নির্দেশ তামিল করার আগে কোনও ফুরসত মিলবে না।" বললেন এলিযাহ, যেন মহিলার মনে কী ভাবনা চলছে টের পেয়ে গেছেন। "তারপরেও তোমার ভালোবাসা হবে আমার আসল সহায়। আমি যখন তাঁর নামে যুদ্ধ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ব, তোমার বাহুডোরে বিশ্রামের খোঁজ পাব।"

কাঁধে একটা ছোট ব্যাগ ঝুলিয়ে হাজির হল ছেলেটা। এলিযাহ ব্যাগটা নিয়ে মহিলাকে বললেন, "সময় হয়েছে। আকবারের পথ দিয়ে যাবার সময়

BanglaBook.org

প্রত্যেকটা ঘর, প্রত্যেকটা শব্দ ভালো করে মনে গেঁথে নাও, কারণ আর কখনও এসব দেখতে পাবে না।"

"আমার জন্ম হয়েছে আকবারে," বলল মহিলা। "এ শহর সারা জীবন আমার অন্তরে রয়ে যাবে।"

একথা শুনে ছেলেটা শপথ নিল মায়ের কথা জীবনেও ভুলবে না সে। যদি কখনও ফিরে আসতে পারে, এমনভাবে শহরের দিকে তাকাবে যেন মায়ের মুখ দেখছে।

*

প্রধান পুরোহিত যখন পঞ্চম পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলেন তখন আঁধার ঘনিয়েছে। ডান হাতে একটা ছড়ি রয়েছে তাঁর, বাম হাতে বিরাট একটা থলে বইছেন।

ব্যাগ থেকে পবিত্র তেল বের করে কপাল আর হাতের কব্জি পবিত্র করে নিলেন তিনি। তারপর ছড়ির সাহায্যে বালির উপর ঝড়ের দেবতা আর মহাদেবীর প্রতীক ষাঁড় আর প্যান্থার আঁকলেন। আচরিক প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করলেন তিনি। সবশেষে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ গ্রহণ করার জন্যে আকাশের দিকে হাত মেলে দিলেন।

এখন আর দেবতারা কথা বলেন না। তাঁদের যা বলার ছিল সবই বলে দিয়েছেন তাঁরা, এখন কেবল আনুষ্ঠানিকতা পালনের দাবী করেন। ইসরায়েল বাদে দুনিয়ার সব জায়গা থেকেই পয়গম্বররা অদৃশ্য হয়েছেন। ওটা একটা পশ্চাদপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশ, এখনও বিশ্বাস করে মানুষের পক্ষে মহাবিশ্বের স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব।

তাঁর মনে পড়ল অনেক প্রজন্ম আগে সিদন আর টায়ার জেরুজালেমের সলোমন নামে এক রাজার সাথে বাণিজ্য করত। এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করছিলেন তিনি। সারা বিশ্বের সেরা সব জিনিসে সেটাকে সাজানোর ইচ্ছে ছিল তাঁর। ফিনিশিয়া–তারা বলত লেবানন–থেকে সিডার আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। টায়ারের রাজা প্রয়োজনীয় রসদ পাঠিয়েছিলেন, বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন গালিলির বিশটা শহর, কিন্তু তাতে তিনি খুশি হননি। সলোমান তারপর তাঁকে প্রথমবারের মতো জাহাজ নির্মাণে সাহায্য করেছেন। এখন ফিনিশিয়ার রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাণিজ্য নৌবহর।

ইসরায়েল তখনও মহান জাতি ছিল, যদিও তারা একজনমাত্র দেবতার উপাসনা করত, যাঁকে সাধারণভাবে "প্রভু" বলে ডাকা হত। সিদনের একজন

BanglaBook.org

রাজকুমারি সলোমনকে আসল ধর্ম বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। তিনি তখন পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের উদ্দেশে একটা বেদী নির্মাণ করেছিলেন। ইসরায়েলিরা জোর দিয়ে বলে যে "প্রভু" সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রাজাকে শাস্তি দিয়েছেন, তাঁর রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

তবে তাঁর ছেলে বাবার শুরু করা উপাসনা অব্যহত রাখেন। দুটি সোনালি বাছুর বানানোর নির্দেশ দেন তিনি। ইসরায়েলের লোক সেগুলোর পূজা করেছে। এরপর পরই পয়গম্বররা আবির্ভূত হয়ে শাসকদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন।

জেযেবেল ঠিকই করেছেন: সত্য ধর্মকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় পয়গম্বরদের শেষ করে দেওয়া। যদিও খুবই ভদ্র মহিলা তিনি, সহিষ্ণু পরিবেশে যুদ্ধের কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে বেড়ে উঠেছেন, তবে এটা ভালো করেই জানেন যে অনেক সময় সহিংসতাই একমাত্র জবাব। এখন তাঁর হাতকে রঞ্জিত করে তোলা রক্ত একদিন তাঁর পূজিত দেবতাদের ক্ষমা পাবে।

"অচিরেই আমার হাতজোড়াও রক্তে রঞ্জিত হবে," সামনে দাঁড়ানো নীরব পাহাড়কে বললেন পুরোহিত। "পয়গম্বররা যেমন ইসরায়েলের জন্যে অভিশাপ, লেখাও তেমনি ফিনিশিয়ার জন্যে অভিশাপ। দুটোই প্রতিকারের অতীত অশুভকে ডেকে এনেছে। সম্ভব থাকা অবস্থাতেই অবশ্য ঠেকাতে হবে। আবহাওয়ার দেবতাকে এখন ছেড়ে যেতে দেওয়া চলবে না।"

সেদিন সকালের ঘটনা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনী আক্রমণ করেনি। অতীতে বাসিন্দাদের উপর বিরক্ত হয়ে ফিনিশিয়াকে পরিত্যাগ করে গেছেন আবহাওয়ার দেবতা। পরিণামে লণ্ঠনের শিখা হয়ে গেছে স্থির, ভেড়া আর গরু তাদের শাবকদের ছেড়ে গেছে, গম আর বার্লি আর পাকেনি। সূর্য দেবতা নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁর খোঁজে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাঠাতে হবে–ঈগল আর ঝড়ের দেবতা–কিন্তু কেউ তাঁকে খুঁজে পায়নি। শেষে মহাদেবী একটা মৌমাছি পাঠালেন, সেটা তাঁকে এক বনে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে জেগে উঠে আশপাশের সব কিছু ধংস করে দিতে শুরু করেন। তাঁকে বেঁধে তাঁর আত্মা থেকে ক্রোধ বিলোপ করার দরকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই সময় থেকে সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

তিনি আবার যাবার সিদ্ধান্ত নিলে যুদ্ধ হবে না। অসিরিয়রা চিরস্থায়ীভাবে উপত্যকার প্রবেশ পথে রয়ে যাবে। আকবারের অস্তিত্বও থেকে যাবে।

"সাহস হচ্ছে প্রার্থনাকারী ভয়," বললেন তিনি। "সেজন্যেই এখানে এসেছি আমি, কারণ যুদ্ধের সময় আমি দ্বিধায় ভুগতে পারব না। আকবারের

BanglaBook.org

যোদ্ধাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে শহর রক্ষার পেছনে একটা কারণ আছে। এটা কোনও কূয়ো বা বাজার নয়, গভর্নরের প্রাসাদও নয়। আমাদেরকে নজীর স্থাপন করতে হবে বলেই অসিরিয়দের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।"

অসিরিয়দের বিজয় চিরজীবনের জন্যে বর্ণমালার হুমকি দূর করবে। বিজয়ীরা তাদের ভাষা আর সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবে, কিন্তু পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের পূজা চালিয়ে যাবে। এটাই আসল কথা।

"আগামীতে আমাদের নাবিকেরা যোদ্ধাদের ভয় অন্য দেশে বয়ে নিয়ে যাবে। পুরোহিতরা আকবার যেদিন অসিরিয়দের প্রতিহত করার প্রয়াস পেয়েছিল সেদিনের কথা স্মরণ করবেন। চিত্রশিল্পীরা প্যাপিরাসের উপর হরফ লিখবে, বিবলসের স্ক্রাইবরা মারা যাবে। কেবল যাদের জন্যে জন্ম হয়েছে তারাই পবিত্র টেক্সট পড়বে। পরের প্রজন্মগুলো আমরা যা করেছি তাই অনুকরণের প্রয়াস পাবে। এক উন্নত বিশ্ব গড়ে তুলব আমরা।

"কিন্তু এখন," বলে চললেন তিনি, "আমাদের অবশ্যই যুদ্ধে পরাস্ত হতে হবে। সাহসের সাথে যুদ্ধ করব আমরা, কিন্তু আমাদের অবস্থা খারাপ। গরিমার সঙ্গে মারা যাব আমরা।"

ঠিক সেই সময়ে রাতের শব্দ কান পেতে শুনলেন প্রধান পুরোহিত, দেখলেন ঠিকই ভেবেছেন তিনি। নীরবতা গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধের প্রত্যাশা করছে, কিন্তু আকবারের বাসিন্দারা তাকে ভূল ব্যাখ্যা করছে; ওরা হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে আমোদে মেতে উঠেছে, অথচ এখনই তাদের অনেক বেশী সতর্ক থাকার প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতির নজীরের দিকে কোনও নজর দিচ্ছে না তারা: বিপদের মুখে পশুপাখি নীরব হয়ে যায়।

"দেবতাদের ইচ্ছারই বাস্তবায়ন হোক। আকাশ যেন দুনিয়ার উপর ধসে না পড়ে, কারণ আমরা ঠিক কাজ করেছি; আমরা আমাদের রেওয়াজ মেনে চলেছি," শেষ করলেন তিনি।

BanglaBook.org

****

এলিযাহ, মহিলা আর ছেলেটি ইসরায়েলের পথে পশ্চিমে এগোচ্ছেন। অসিরিয় শিবিরের পাশ দিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়নি তাঁদের, কারণ সেটা রয়েছে দক্ষিণে। পূর্ণিমার চাঁদ চলাচল অনেক সহজ করে তুললেও পাথর আর উপত্যকার পাথরের উপর বিচিত্র সব ছায়া আর ভীতিকর অবয়বের সৃষ্টি করছে।

অন্ধকারের ভেতর প্রভুর দেবদূত আবির্ভূত হলেন। তার ডান হাতে একটা আগুনের তলোয়ার রয়েছে।

"কোথায় যাচ্ছেন আপনি?" জানতে চাইলেন তিনি।

"ইসরায়েলে," জবাব দিলেন এলিযাহ।

"প্রভু কি আপনাকে সেখানে যেতে বলেছেন?"

"ঈশ্বরের যে অলৌকিক ঘটনা আমকে দেখাতে হবে সেটা আমার জানা। কোথায় সেটা দেখাতে হবে তাও জানি।"

"প্রভু কি আপনাকে সেখানে তলব করেছেন?" আবার বললেন দেবদূত।

নীরব রইলেন এলিযাহ।

"প্রভু কি আপনাকে সেখানে তলব করেছেন?" তৃতীয়বারের মতো জানতে চাইলেন দেবদূত।

"না।"

"তাহলে সেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যান, কারণ আপনি এখনও আপনার নিয়তি পূরণ করেননি। এখনও প্রভু আপনাকে ডেকে পাঠাননি।"

"আর কিছু না হোক, ওদের যেতে দিন, ওদের এখানে থাকার কোনও কারণ নেই," মিনতি করলেন এলিযাহ।

কিন্তু দেবদূত ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে রাস্তার উপর বসে পড়লেন এলিযাহ, তারপর তিক্ত সুরে কাঁদতে শুরু করলেন।

"কী হয়েছে?" মহিলা আর ছেলেটি জানতে চাইল, ওরা কিছুই দেখেনি।

"আমরা ফিরে যাচ্ছি," বললেন তিনি। "এটাই প্রভুর ইচ্ছে।"

BanglaBook.org

*

ভালো করে ঘুমাতে পারলেন না তিনি। রাতের বেলায় জেগে উঠে চারপাশে টেনশন টেরে পেলেন। রাস্তা দিয়ে অশুভ হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, রোপন করে যাচ্ছে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস।

"একজন নারীর প্রেমে আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা আবিষ্কার করেছি," নীরবে প্রার্থনা করলেন তিনি। "ওকে আমার প্রয়োজন। জানি, আমি যে প্রভুর একটা যন্ত্র–সম্ভবত সবচেয়ে দুর্বল–সেটা তিনি ভুলে যাবেন না। তিনি আমাকে বেছে নিয়েছেন। হে প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন, কারণ আমাকে যুদ্ধের মাঝে অবশ্যই শান্তভাবে বিশ্রাম নিতে হবে।"

*

আতঙ্কের অর্থহীনতা সম্পর্কে গভর্নরের মন্তব্য মনে পড়ল তাঁর। তাসত্ত্বেও ঘুম ত্যাগ করেছে তাঁকে। "আমার শক্তি আর স্থৈর্য্য প্রয়োজন; সম্ভব থাকতেই আমাকে বিশ্রাম নিতে দিন।"

দেবদূতকে ডেকে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার কথা ভাবলেন তিনি, জানেন, শুনতে চান না এমন কিছু কথা হয়ত বলবেন তিনি। তাই মত পাল্টালেন। সহজ হতে নিচে নেমে এলেন। যাত্রার জন্যে মহিলার গোছানো ব্যাগ এখনও সেভাবেই আছে।

নিজের ঘরে ফিরে যাবার কথা ভাবলেন একবার। প্রভু মোজেসকে কী বলেছেন মনে পড়ে গেল: *"আর বাগদান হইলেও কে বিবাহ করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক সেই কন্যাকে গ্রহণ করে, এই জন্য সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক।"*

এখনও পরস্পরকে চেনেন না ওরা। কিন্তু রাতটা ক্লান্তিকর। তেমন কিছু করার উপযুক্ত সময় এটা নয়।

ব্যাগ খুলে সবকিছু আবার আগের জায়গায় তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। দেখলেন অল্প কিছু জামাকাপড়ের পাশাপাশি বিবলস হরফ লেখার সরঞ্জামও নিয়ে যাচ্ছিল মহিলা।

একটা স্টাইলাস নিয়ে একটা শুকনো মাটির ফলক ভেজালেন তিনি। তারপর কয়েকটা হরফ লিখতে শুরু করলেন: মহিলা কাজ করার সময় তাকে লক্ষ করেই শিখে গেছেন তিনি।

"কত সহজ আর বুদ্ধিদীপ্ত একটা ব্যাপার," মনকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়াসে

BanglaBook.org

ভাবলেন তিনি। প্রায়শই জলের জন্যে কূয়োয় যাবার পথে মহিলাদের মন্তব্য শুনেছেন তিনি। "গ্রিকরা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার চুরি করেছে," কিন্তু এলিযাহ জানেন ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। স্বরবর্ণ যোগ করে বর্ণমালার যে অভিযোজন ওরা করেছে তাতে বর্ণমালা এমন কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে যা এখন সব জাতির মানুষ ব্যবহার করতে পারবে। তার উপর, আবিষ্কারের শহরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ওরা ওদের পার্চমেন্টের সংগ্রহকে *বিবলা* বলে।

গ্রিক *বিবলা* লেখা হত পশুর ছালে। এলিয়াহর মনে হয়েছে এটা লেখা সংরক্ষণের খুবই নাজুক একটা কায়দা; মাটির ফলকের চেয়ে পশুর চামড়া অনেক কম প্রতিরোধক, চুরিও হয়ে যেতে পারে। কয়েকবার হাত বদল হলেই খসে যায় প্যাপিরাস। পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। "*বিবলা* আর প্যাপিরাস টিকবে না; কেবল মাটির ফলকই চিরকালের জন্যে টিকে থাকার ভাগ্য নিয়ে এসেছে," ভাবলেন তিনি।

আকবার দীর্ঘকাল টিকে থাকলে এটা স্মরণ করা হবে যে গভর্নর তার দেশের পুরো ইতিহাস মাটির ফলকের উপর লিখে একটা বিশেষ কামরায় সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে অনাগত প্রজন্ম তা পড়তে পারে। এভাবে ফিনিশিয়ার যেসব পুরোহিত তাদের জাতির কাছে ইতিহাসের স্মৃতি তুলে ধরেন তারা কোনওদিন হারিয়ে গেলে যোদ্ধা আর কবিদের ভয়ের কথা ভুলে যাওয়া হবে না।

কিছুক্ষণ বারবার একই হরফ বিভিন্নভাবে লিখে একটু মজা করলেন তিনি, কয়েকটা শব্দ গঠন করলেন। ফলাফল দেখে আমোদ বোধ করলেন। কাজটা করার ফলে একটু স্বস্তি পেলেন। নিজের বিছানায় ফিরে গেলেন তারপর।

*

কিছুক্ষণ পরেই আবার জেগে উঠলেন তিনি। তাঁর ঘরের দরজা প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

"এটা স্বপ্ন নয়। প্রভুর সৈনিকরাও যুদ্ধ করছে না।"

চারপাশ থেকে ছায়ারা এগিয়ে আসছে, অজানা ভাষায় আর্তনাদ করছে।

"অসিরিয়রা!"

অন্য দরজাগুলোও খসে পড়ল, শক্তিশালী হাতুড়ির আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল দেয়ালগুলো। চত্বরে হানাদারদের হুঙ্কারের সঙ্গে সাহায্যের আবেদন মিশে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেলেন তিনি, কিন্তু একটা ছায়া ধাক্কা মেরে মেঝেয় ফেলে দিল তাঁকে। একটা চাপা শব্দ নিচের তলার মেঝে কাঁপিয়ে দিল।

BanglaBook.org

"আগুন," ভাবলেন এলিযাহ। "ওরা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।"

"তুমি," একজনকে ফিনিশিয় ভাষায বলতে শুনলেন তিনি। "তুমিই সর্দার। মহিলার ঘরে কাপুরুষের মতো গা ঢাকা দিয়েছ।"

এইমাত্র কথা বলা লোকটার মুখের দিকে তাকালেন এলিযাহ। ঘরের ভেতর আগুনের শিখা, দীর্ঘ দাড়িঅলা লোকটাকে দেখতে পেলেন, সামরিক উর্দি তার পরনে। হ্যাঁ, অসিরিয়রা এসে গেছে।

"তোমরা রাতের বেলায় হানা দিয়েছ?" বেদিশা হয়ে প্রশ্ন করলেন এলিযাহ।

লোকটা জবাব দিল না। ওদের খাপমুক্ত তলোয়ারের ফলায় অলোর ঝলক দেখতে পেলেন এলিযাহ। সৈনিকদের একজন তাঁর ডান হাতে ঘাই বসিয়ে দিল।

চোখ বন্ধ করলেন এলিযাহ। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের ভেতরেই সারাজীবনের সমস্ত দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে। জন্ম-শহরের পথে পথে খেলছেন তিনি, প্রথমবারের মতো জেরুজালেমে বেড়াতে গিয়েছেন, কাঠমিস্ত্রির দোকানে কাটা গাছের গন্ধ নিচ্ছেন, সাগরের বিশালত্ব নিয়ে ভাবছেন, উপকূলের মহান শহরগুলোর লোকদের পোশাকের কথা ভাবছেন। নিজেকে প্রতিশ্রুত ভূমির উপত্যকায় আর পাহাড়ে হাঁটতে দেখলেন, জেযেবেলকে প্রথমবার দেখার কথা মনে পড়ল–যাকে একেবারে অল্প বয়সী মেয়ে বলে মনে হয়েছে–যারা কাছে আসছে তাদের সবাইকে মুগ্ধ করে দিচ্ছেন। পয়গম্বরদের হত্যাযজ্ঞ দ্বিতীয়বারের মতো দেখলেন তিনি। মরুভূমিতে যাবার জন্যে প্রভুর নির্দেশ শুনতে পেলেন। আবার তিনি যেরাপাথের তোরণে–অধিবাসীরা যাকে আকবার বলে ডাকে–তাঁর অপেক্ষায় থাকা মহিলার চোখজোড়া দেখতে পেলেন। বুঝতে পারলেন প্রথম মুহূর্ত থেকেই তাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। আরও একবার পঞ্চম পাহাড়ে উঠে গেলেন, একটা ছেলেকে বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর জনগণের কাছে সাধু আর বিচারক হিসাবে সমাদর পেলেন। আকাশের দিকে তাকালেন তিনি, নক্ষত্রমণ্ডলী দ্রুত অবস্থান বদলাচ্ছে সেখানে, এক লহমায় চারটি পর্ব প্রদর্শন করা চাঁদের ঝলকে ঝলসে যাচ্ছে। ভয় পেলেন তিনি। শীত করে উঠল, বসন্ত আর শরতের ছোঁয়া পেলেন। বৃষ্টি আর বজ্রের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। লক্ষ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন আকারে ধেয়ে গেল বৃষ্টি; নদীর পানি আবার বয়ে গেল শরীরের উপর দিয়ে। অসিরিয়দের তাঁবু প্রথমবারে মতো খাড়া হওয়ার সেই দিন দেখতে পেলেন তিনি। তারপর দ্বিতীয়টা, তারপর আরও অনেক, দেবদূতদের যাওয়া-আসা, ইসরায়েলে যাবার পথে হিংস্র তলোয়ার, ঘুমহীন রাত, মাটির ফলকের উপর

BanglaBook.org

লেখা আর–

আবার বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। নিচের তলায় কী ঘটছে ভাবলেন। যে কোনও মূল্যে বিধবা আর তার ছেলেকে বাঁচাতে হবে।

"আগুন!" প্রতিপেক্ষের সৈন্যদের বললেন তিনি। "ঘরে আগুন লেগেছে।"

ভয় পাননি তিনি; বিধবা আর তার ছেলেটির জন্যেই যত চিন্তা। কেউ একজন মাটির উপর তাঁর মাথা চেপে ধরল। মুখে মাটির স্বাদ পেলেন তিনি। মাটিতে চুমু খেয়ে নিজেকে বললেন এই মাটিকে কতই না ভালোবাসেন তিনি। ব্যাখ্যা করলেন এখন যা ঘটছে তা এড়ানোর জন্যে সম্ভাব্য সবই করেছেন তিনি। আটককারীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কে যেন বুকের উপর পা দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে।

"নিশ্চয়ই মারা গেছে সে," ভাবলেন তিনি। "ওরা নিরীহ একজন মহিলাকে আঘাত করবে না।"

গভীর একটা প্রশান্তিতে তাঁর মন ভরে উঠল। হয়ত প্রভু বুঝতে পেরেছেন যে তিনি আসল লোক নন। ইসরায়েলকে পাপের কবল থেকে উদ্ধার করতে অন্য কাউকে পেয়েছেন তিনি। অবশেষে মৃত্যু এসেছে। যেভাবে আশা করেছিলেন তিনি, শহীদি পথে। নিয়তি মেনে নিলেন তিনি। চরম আঘাতের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেকেন্ডের পর সেকেন্ড পার হয়ে গেল। এখনও চিৎকার করছে কণ্ঠস্বরগুলো। এখনও ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু চূড়ান্ত আঘাতটা এল না।

"ওদের বলো, এখুনি মেরে ফেলতে বল!" চিৎকার করে বললেন তিনি। জানেন ওদের অন্তত একজন তাঁর ভাষায় কথা বলতে পারে।

কেউ তাঁর কথায় কান দিল না। উত্তপ্ত কণ্ঠে তর্ক করছে ওরা। যেন কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। সৈন্যদের কয়েকজন তাঁকে লাথি মারতে শুরু করল। প্রথমবারের মতো এলিয়াহ লক্ষ করলেন বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। এতে তার মাঝে আতঙ্কের একটা বোধ জেগে উঠল।

"আমি আর বাঁচার আশা করতে পারি না," গভীরভাবে ভাবলেন তিনি। "কারণ এঘর থেকে জীবীত বের হব না আমি।"

কিন্তু কিছুই ঘটল না। গোটা দুনিয়া যেন শোরগোল, আওয়াজ আর ধূলির বিভ্রান্তির ভেতর অন্তহীনভাবে ঝুলে রয়েছে। হয়ত প্রভু জশুয়ার বেলায় যেমন করেছিলেন সেটাই করেছেন। যুদ্ধের মাঝেই সময় থমকে গেছে।

BanglaBook.org

এই সময় নিচে মহিলার আর্তনাদ শুনতে পেলেন তিনি। মানবীয় শক্তিকে অতিক্রম করে এক প্রয়াসের ভেতর দিয়ে দুই জন সৈন্যকে ঠেলে সরিয়ে অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু নিমেষে আবার তাঁকে ঠেসে ধরা হল। তাঁর মাথায় লাথি হাঁকাল এক সৈনিক। চেতনা হারালেন তিনি।

*

কয়েক মিনিট পরে জ্ঞান ফিরে পেলেন তিনি। অসিরিয়রা টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নিয়ে এল তাঁকে।

ঝিমঝিম করছে মাথা, তারপরেও মাথা ওঠালেন। মহল্লার প্রত্যেকটা বাড়িতে দাউদাউ আগুন জ্বলছে।

"নিরীহ, অসহায় এক মহিলা ওখানে আটকা পড়েছে! ওকে বাঁচাও!"

কান্না, দিগ্বিদিক ছুটে যাওয়া লোকজনের দৌড়ানোর আওয়াজ; বিভ্রান্তি সর্বত্র। ওঠার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ফের শুইয়ে দেওয়া হল তাঁকে।

"প্রভু, আমার সঙ্গে আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন না। আমি আমার জীবন, আমার মরণ আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি," প্রর্থনা করলেন এলিযাহ। "ওই মহিলাকে বাঁচিয়ে তার বদলে আমাকে তুলে নিন!"

কেউ একজন হাত ধরে দাঁড় করাল তাঁকে।

"এসে দেখে যাও," বলল অসিরিয় কর্তকর্তা। এ লোক তাঁর ভাষা জানে। "এটা দেখা তোমার উচিত।"

দুজন সৈনিক তাঁকে ধরে ঠেলে দরজার কাছে নিয়ে গেল। ঘরটাকে দ্রুত আগুনে গ্রাস করে নিচ্ছে, অগ্নিশিখা সমস্ত কিছুকে আলোকিত করে তুলেছে। চারপাশ থেকে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ কানে এল। বয়স্করা ক্ষমা চাইছে, মহিলারা বাচ্চাদের খোঁজ করছে। কিন্তু তিনি কেবল যে মহিলা তাঁকে ঠাঁই দিয়েছিল তারই সাহায্যের আবেদন শুনতে চাইছেন।

"কী ঘটছে? এক মহিলা আর একটা বাচ্চা রয়েছে ওখানে! ওদের এমন কেন করলে তোমর?"

"কারণ সে আকবারের গভর্নরকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।"

"আমি গভর্নর নই! বিরাট ভুল করছ তোমরা!"

অসিরিয় কর্মকর্তা দরজার দিকে ঠেলে দিল তাঁকে। ছাদটা আগুনে ধসে পড়েছে, আবর্জনার নিচে আধা চাপা পড়ে গেছে মহিলা। এলিযাহ কেবল তার বাহু দেখতে পাচ্ছেন, মরিয়াভাবে এপাশ ওপাশ নড়ছে। সাহায্য চাইছে সে, এভাবে মাটি চাপা পড়তে না দেওয়ার জন্যে মিনতি করছে।

BanglaBook.org

"আমাকে বাঁচিয়ে রাখছ কেন," জানতে চাইলেন তিনি। "আর ওকে কেন এমন করলে?"

"তোমাকে ছাড়ছি না আমরা, তবে তেমাকে যতদূর সম্ভব কষ্ট দিতে চাই। আমাদের জেনারেল বিনা সম্মানে মারা গেছেন, নগর প্রাচীরের কাছে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে তাঁকে। এবার তোমারও একই দশা হবে।"

নিজেকে মুক্ত করতে মরিয়াভাবে যুঝলেন এলিযাহ, কিন্তু প্রহরীরা তাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। নারকীয় গরমের ভেতর আকবারের রাস্তা দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলল ওরা, দরদর করে ঘামছে সৈনকিরা। ওদের কেউ কেউ এইমাত্র চেখে পড়া দৃশ্য দেখে রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছে। স্বর্গের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে লড়াই করে চলেছেন এলিয়াহ, কিন্তু অসিরিয় সৈন্যরা খোদ প্রভুর মতোই নীরব।

চত্বরে পৌঁছলেন তারা। শহরের বেশীরভাগ বাড়িতেই আগুন জ্বলছে। আগুনের লেলিহান শিখার আওয়াজ আকবারের অধিবাসীদের আর্তনাদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

"মৃত্যু বহাল তবিয়তেই আছে।"

আস্তাবলের সেই দিন থেকে একথা ভেবে আসছেন এলিযাহ!

আকবারে যোদ্ধাদের লাশ জমিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, বেশীরভাগের পরনেই উর্দি নেই। চারদিকে লোকজনের ছোটাছুটি দেখতে পাচ্ছেন। কীসের খোঁজ করছে জানে না। স্রেফ একটা কিছু করার ভান করা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য কাজ করছে না ওদের ভেতর। মৃত্যু আর ধংসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

"কেন এমন করছে ওরা?" ভাবলেন তিনি। "ওরা কি দেখছে না যে শহরটা শত্রুদের হাতে চলে গেছে? ওদের যাবার কোনও জায়গা নেই?" বেশ দ্রুত ঘটে গেছে সবকিছু। অসিরিয়রা তাদের সংখ্যাধিক্যের সুবিধা নিয়েছে, যোদ্ধাদের সরাসরি যুদ্ধে নামার হাত থেকে রেহাই দিতে পেরেছে। বিনা লড়াইতেই খতম করা গেছে আকবারের সৈনিকদের।

চত্বরে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন ওরা। এলিয়াহকে জোর করে জমিনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হল। তাঁর হাতজোড়া বেঁধে ফেলা হল। এখন আর মহিলার আর্তনাদ কানে আসছে না। হয়ত ঝটপট মরে গেছে সে। জীবীত পুড়ে মারার কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। প্রভু তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। ছেলেটাকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে সে।

অসিরিয়দের আরেকটা দল অন্য এক বন্দীকে নিয়ে এল। অগুনতি

BanglaBook.org

আঘাতের ফলে তার চেহারা এখন আর চেনার উপায় নেই। তারপরেও সেনাধিনায়ককে চিনতে পারলেন এলিযাহ।

"আকবার দীর্ঘজীবী হোক!" চিৎকার করে উঠলেন তিনি। "ফিনিশিয়া আর এর যোদ্ধারা দীর্ঘজীবী হোক, যারা দিনের আলোয় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে! অন্ধকারে যারা হানা দেয় সেইসব কাপুরুষদের নাশ হোক!"

কথাটা শেষ করার ফুরসত পেলেন না তিনি। একজন অসিরিয় জেনারেলের তলোয়ার নেমে এল, সেনাধিনায়কের মাথা গড়াগড়ি খেতে লাগল জমিনে।

"এবার আমার পালা," আপনমনে বললেন এলিযাহ। "স্বর্গে আবার তার দেখা পাব আমি, ওখানে হাতে হাত ধরে হাঁটব আমরা।"

ঠিক এই সময় একটা লোক এগিয়ে এল, অফিসারদের সাথে তর্ক জুড়ে দিল সে। আকবারেই এক বাসিন্দা সে। চত্বরের মিটিংয়ে হাজির থাকত। এলিযাহর মনে পড়ল এই লোককে পড়শীর সাথে এক বিবাদ মেটাতে সাহায্য করেছিলেন।

অসিরিয়রা নিজেদের ভেতর তর্ক করছে। ক্রমে জোরাল হয়ে উঠছে তাদের কণ্ঠস্বর। তাঁকে ইঙ্গিত করছে তারা। লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পায়ে চুমু খেল, পঞ্চম পাহাড়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করল। হানাদারদের রোষ যেন খানিকটা প্রশমিত হল তাতে।

আলোচনা যেন অন্তহীনভাবে চলতে লাগল। সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদে আবেদন জানাতে লাগল লোকটা। এলিযাহ তার গভর্নর যেখানে থাকতেন সেই বাড়িটা দেখছে। এই আলাপে সৈনিকরা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে বলে মনে হল।

সব শেষে তাঁর ভাষা জানা সেই সৈনিক এগিয়ে এল।

"আমাদের গুপ্তচর," লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে, "বলছে আমাদের ভুল হয়েছে। এই লোকই আমাদের শহরের নকশা যোগান দিয়েছিল। তার কথায় আমাদের আস্থা আছে। আমরা একে হত্যা করার জন্যে খুঁজছি না।"

পা দিয়ে তাঁকে ধাক্কা দিল সে। জমিনে লুটিয়ে পড়লেন এলিযাহ।

"ও বলছে তুমি ইসরায়েলে ফিরে গিয়ে ক্ষমতা দখলকারী রাজকন্যাকে উৎখাত করবে, কথাটা কি সত্যি?"

জবাব দিলেন না এলিযাহ।

"কথাটা সত্যি কিনা বল," আবার বলল অফিসার। "তাহলে এখান থেকে ফিরে গিয়ে মহিলা আর তার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে।"

"হ্যা, সত্যি," বললেন তিনি। হয়ত প্রভু তাঁর কথা শুনতে পেয়েছেন।

BanglaBook.org

ওদের বাঁচাতে সাহায্য করবেন।

"আমরা তোমাকে বন্দী করে সিদন আর টায়ারে নিয়ে যেতে পারি," বলে চলল অফিসার। "কিন্তু আমাদের সামনে অনেক লড়াই পড়ে আছে। আমাদের পিঠের উপর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে তুমি। তোমার জন্যে মুক্তিপণ দাবী করতে পারি আমরা। কিন্তু কার কাছে করব? এমনকি নিজের দেশেই তো তুমি ভিনদেশী।"

এলিয়াহর মুখের উপর একটা পা তুলে দিল অফিসার।

"তুমি অর্থহীন। শত্রু কি বন্ধু কারও কাছেই তোমার দাম নেই। ঠিক তোমার শহরের মতো। এখানে আমাদের সেনাবাহিনীর একটা অংশ রেখে যাবার মতো কোনও কিছু নেই। আমাদের শাসনের অধীনে রাখারও কিছু নেই। আমরা উপকূলীয় শহরগুলো দখল করার পর এমনিতেও আকবার আমাদের হয়ে যাবে।"

"একটা প্রশ্ন আছে আমার," বললেন এলিযাহ। "মাত্র একটা প্রশ্ন।"

সতর্ক চোখে তাঁর দিকে তাকাল অফিসার।

"রাতের বেলায় কেন আক্রমণ করলে তোমরা? তোমরা কি জানো না যে যুদ্ধ দিনের কাজ?"

"আমরা কোনও আইন ভাঙিনি; একে নিষিদ্ধ করার মতো কোনও রেওয়াজ নেই," জবাব দিল অফিসার। "আশপাশের এলাকার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার জন্যে অনেক লম্বা সময় পেয়েছি আমরা। তোমরা সবাই রীতি নিয়ে এমনই মশগুল ছিলে যে সময় যে বদলে যায় সেকথা বেমালুম ভুলে গেছ।"

আর কোনও কথা না বলে দলটা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

গুপ্তচর এগিয়ে এসে তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দিল।

"আমি শপথ করেছিলাম একদিন তোমার উদারতার প্রতিদান দেব। আমি আমার কথা রেখেছি। অসিরিয়রা প্রাসাদে ঢোকার পর ভৃত্যদের একজন তাদের বলে যে ওরা যার খোঁজ করছে সে বিধবা মহিলার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ওরা ওখানে যাওয়ার ফলে আসল গভর্নর পালিয়ে যেতে পেরেছেন।"

শুনছিলেন এলিযাহ। চারপাশে করকর শব্দে আগুন জ্বলছে। আর্তনাদ অব্যহত রয়েছে।

এমনি হট্টগোলের ভেতরেও এটা পরিষ্কার যে একটা দল শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে। এক অদৃশ্য নির্দেশ পালন করে চলেছে। অসিরিয়রা নীরবে সরে যাচ্ছে।

আকবারের যুদ্ধের অবসান ঘটেছে।

BanglaBook.org

*

"সে আর বেঁচে নেই," আপনমনে বললেন তিনি। "ওখানে যেতে চাই না, কারণ সে মরে গছে। কিংবা অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে, আমার খোঁজে আসবে।"

তারপরেও মনের নির্দেশে উঠে পড়লেন তিনি। তিনি যেখানে থাকতেন সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। নিজের সাথে যুঝছেন এলিযাহ। ওই মুহূর্তে একজন নারীর ভালোবাসার চেয়ে বেশী কিছু হুমকির মুখে পড়েছে–তাঁর পুরো জীবন, প্রভুর পরিকল্পনায় তাঁর বিশ্বাস, জন্ম শহর থেকে বিদায়, শেষ করার সামর্থ আছে এমন একটা মিশন থাকার ধারণা।

চারপাশে নজর বোলালেন তিনি। একটা তলোয়ারের খোঁজ করছেন, নিজের জান কতল করবেন। কিন্তু অসিরিয়দের সাথে আকবারের সব অস্ত্রও বিদায় নিয়েছে।

জ্বলন্ত ঘরবাড়ির আগুনে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করার কথা ভাবলেন তিনি। কিন্তু কষ্টের কথা ভেবে ভয় পেলেন।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আস্তে আস্তে নিজেকে যে পরিস্তিতিতে আবিষ্কার করেছেন সেটা সম্পর্কে সচেতনতা ফিরে পেতে লাগলেন। মহিলা আর তার ছেলে এরই মধ্যে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু রীতি অনুযায়ী তাদের কবর দিতে হবে তাঁকে। এই মুহূর্তে প্রভুর কাজই–তিনি থাকুন বা না থাকুন–তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। ধর্মীয় দায়িত্ব শেষ করার পর তিনি ব্যথা আর সন্দেহের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।

তাছাড়া, ওদের বেঁচে থাকার এখনও একটা সম্ভাবনা আছে। তিনি এখানে হাত-পা ছেড়ে পড়ে থাকতে পারেন না।

"আমি ওদের পোড়া চেহারা দেখতে চাই না, মাংস থেকে চামড়া ঝরে ঝরে পড়ছে। ওদের আত্মা এখন মুক্ত হয়ে স্বর্গের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছে।"

তারপরেও বাড়িটার দিকে এগোতে শুরু করলেন তিনি। ধোঁয়ায় অন্ধ আর দম বন্ধ হওয়ার যোগাড়। পথ খুঁজে পাওয়াই দায়। শহরের অবস্থা উপলব্ধি করতে শুরু করলেন তিনি। শত্রপক্ষ চলে গেলেও বিপজ্জনক মাত্রায় বেড়ে উঠছে আতঙ্ক। লোকজন এখনও লক্ষ্যহীনভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে; কাঁদছে, মৃতদের তরফ থেকে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করছে।

BanglaBook.org

সাহায্য চাইবার জন্যে কাউকে খুঁজলেন তিনি। এক নিঃসঙ্গ লোককে দেখা যাচ্ছে, একেবারেই হতচকিত অবস্থা তার, যেন অন্য কোথাও রয়েছে তার মন।

"কোনও সাহায্য না চেয়ে সোজা যাওয়াটাই ভালো," তিনি আকবারকে এমনভাবে চেনেন যেন এটা তাঁর নিজের শহর। নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন, চলাচলে অভ্যস্ত অনেক জায়গা ঠিকমতো না চিনেও। এখন শহরে কানে আসা চিৎকার চেঁচামেচি অনেক বেশী গোছানো। লোকজন বুঝতে শুরু করেছে যে একটা ট্র্যাজিডি ঘটে গেছে। এখন প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময়।

"এখানে আহত লোক রয়েছে!" বলল একজন।

"আমাদের আরও পানি লাগবে! আগুন সামাল দিতে পারব না!" বলল আরেক জন।

সেই জায়গাটায় এলেন তিনি যেখানে অনেক মাস আগে তাঁকে বন্ধুর মতো আশ্রয় আর খাবার দেওয়া হয়েছিল। রাস্তার মাঝখানে বলতে গেলে বাড়ির সামনেই বসে ছিল পুরোপুরি নগ্ন এক বয়স্কা মহিলা। এলিযাহ তাকে সাহায্য করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল।

"ও মরতে চলেছে!" চিৎকার করে উঠল বৃদ্ধা। "একটা কিছু কর! দেয়ালটা ওর উপর থেকে সরাও!"

তারপর হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো কাঁদতে শুরু করল সে। এলিযাহ মহিলার হাত ধরে তাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, কারণ তার চিৎকারের কারণে বিধবার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না। চারপাশের সমস্ত কিছু সম্পূর্ণ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। ছাদ আর দেয়ালগুলো ধসে পড়েছে; কোথায় তাকে দেখেছিলেন এখন তা মনে করাই কঠিন। অগ্নিশিখা মরে এসেছে, কিন্তু তাপ এখনও অসহনীয়। মেঝে ঢেকে রাখা আবর্জনার উপর দিয়ে মহিলার শোবার ঘরটা যেখানে ছিল সেদিকে এগোলেন তিনি।

বাইরের শোরগোল সত্ত্বেও একটা গোঙানি কানে এল। সেই মহিলার কণ্ঠস্বর।

সহজাত প্রবৃত্তির বশেই জামাকাপড় থেকে ছাই ঝাড়লেন তিনি। যেন নিজের চেহারাটাকে আরেকটু ভালো করে তোলার চেষ্টা। আগুনের করকর শব্দ কানে আসছে। আশপাশের ঘরবাড়িতে ছাইয়ের নিচে চাপা পড়া লোকজানের আহাজারি শোনা যায়। ওদের চুপ করে থাকতে বলার একটা তাগিদ বোধ করলেন তিনি, মহিলা আর তার ছেলেটি কোথায় আছে জানতেই হবে। অনেকক্ষণ পরে আবার শব্দটা শুনতে পেলেন তিনি। তাঁর পায়ের নিচের কাঠে আঁচড় কাটছে কেউ।

BanglaBook.org

হাঁটু গেড়ে বসে খুঁড়তে লেগে গেলেন তিনি। যেন ঘোরের ভেতর রয়েছেন। মাটি, পাথর আর কাঠ সরানোর পর অবশেষে উষ্ণ একটা কিছুর ছোঁয়া পেল তাঁর হাত। রক্ত।

"দয়া করে মরে যেয়ো না," বললেন তিনি।

"আমার মুখের ওপর আবর্জনা থাকুক," একটা কণ্ঠস্বর শুনলেন তিনি। "আমি আর এ চেহারা দেখাতে চাই না। আমার ছেলেকে বাঁচান।"

খুঁড়ে চললেন এলিযাহ। মহিলা আবার কথা বলল, "আমার ছেলের লাশটা খুঁজে বের করুন। দয়া করে যা বলছি তাই করুন।"

বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল এলযাহর মাথা। মৃদু কণ্ঠে কাঁদতে শুরু করলেন তিনি।

বললেন, "সে কোথায় চাপা পড়েছে জানি না আমি। দয়া করে চলে যেয়ো না। তোমাকে আমার কাছে চাই। কীভাবে ভালোবাসতে হয় শেখানোর জন্যে তোমাকে আমার প্রয়োজন। এখন আমার হৃদয় তৈরি।"

"আপনি আসার আগে অনেক বছর ধরে মৃত্যুকে কামনা করেছি আমি। নিশ্চয়ই শুনতে পেয়ে আমার খোঁজে এসেছে এখন।"

গুঙিয়ে উঠল সে। ঠোঁট কামড়ালেন এলিযাহ, বললেন না কিছু। কেউ একজন তাঁর কাঁধে হাত রাখল।

চমকে পেছনে তাকিয়ে ছেলেটাকে দেখতে পেলেন। ধূলিতে ভরে আছে তার পুরো শরীর, তবে তাকে অক্ষত বলে মনে হল।

"আমার মা কোথায়?" জানতে চাইল সে।

"আমি এখানে, বাছা," ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে জবাব দিল কণ্ঠস্বর। "তুমি ব্যথা পাওনি তো?"

ছেলেটা কাঁদতে শুরু করল। এলিযাহ জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

"বাছা আমার, তুমি কাঁদছ," বলল কণ্ঠস্বরটা, এখন আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। "কেঁদ না। জীবনের যে অর্থ আছে সেটা বুঝতে অনেকদিন সময় লেগেছে তোমার মায়েরঃ তোমাকে সেটা শেখাতে পারব বলে আশা করেছিলাম। তোমার জন্মস্থান এই শহরের এখন কী অবস্থা?"

এলিযাহ আর ছেলেটা চুপ করে রইলেন। পরস্পরকে আঁকড়ে রেখেছেন।

"চমৎকার," মিথ্যা বললেন এলিযাহ। "কয়েকজন যোদ্ধা মারা গেছে, তবে অসিরিয়রা চলে গেছে। গভর্নরের খোঁজ করছে ওরা। ওদের জেনারেলের মৃত্যুর বদলা নিতে চায়।"

আবার নীরবতা। তারপর আবার মহিলার কণ্ঠস্বর। এখন আগের চেয়ে

BanglaBook.org

আরও দুর্বল।

"আমার শহর নিরাপদ কিনা বলুন।"

এলিযাহর জানা আছে এখন থেকে যেকোনও মুহূর্তে মহিলা চলে যাবে।

"শহর অক্ষতই আছে। তোমার ছেলেও ভালো আছে।"

"আর আপনি?"

"আমি বেঁচে আছি।"

এলিযাহ জানেন এই কথা বলে তিনি মহিলার আত্মাকে মুক্তি দিচ্ছেন, শান্তিতে মরতে দিচ্ছেন তাকে।

"আমার ছেলেকে হাঁটু গেড়ে বসতে বলুন," খানিক পরে বলল মহিলা। "আমি চাই আপনি আপনার প্রভু ঈশ্বরের নামে শপথ করবেন।"

"তুমি যা চাও। তুমি যা চাইবে তাই বলব।"

"আপনি একবার বলেছিলেন প্রভু সব জায়গায় আছেন। বলেছিলেন আত্মা পঞ্চম পাহাড়ের চূড়ায় যায় না। আপনি যা বলেছিলেন তার সবই আমি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আত্মা কোথায় যায় সেটা স্পষ্ট করে বলেননি আপনি।

"এটা আপনার জন্যে একটা শপথ: আমার জন্যে আপনারা দুজন কাঁদবেন না। প্রভু আপনাদের প্রত্যেককে যার যার পথ খুঁজে পেতে না দেওয়া পর্যন্ত একে অন্যকে দেখাবেন। এখন থেকে আমার আত্মা এই পৃথিবীতে আমি যাদের চিনতাম তাদের একটিতে পরিণত হবে। আমিই উপত্যকা, একে ঘিরে থাকা পাহাড়সারি, শহর, এর রাস্তাঘাটে হেঁটে বেড়ানো মানুষ। আমি এর খোঁড়া আর ভিখেরির দল, সৈনিক, পুরোহিত, বণিক, অভিজাতজন। আমি ওদের পায়ের নিচের জমিন। আর সেই কূয়ো যা ওদের তৃষ্ণা দূর করে।

"আমার জন্যে কাঁদবেন না, কারণ দুঃখ পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এখন থেকে আমিই আকবার। আর এই শহর খুবই সুন্দর।"

মৃত্যুর নীরবতা নেমে এল। বাতাস থেমে গেল। এখন আর বাইরে আর্তনাদ বা পড়শীদের ঘরবাড়ির করকর শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না এলিযাহ। কেবল নীরবতা কানে লাগছে; যেন এর প্রাবল্য স্পর্শ করতে পারবেন তিনি।

তারপর ছেলেটাকে নিয়ে সরে এলেন এলিযাহ। নিজের কাপড় ছিঁড়ে আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর ফুসফুসের সমস্ত শক্তি এক করে চিৎকার করে উঠলেন, "হে প্রভু, ঈশ্বর আমার! আপনার কারণে আমি ইসরায়েল ছেড়েছি, কিন্তু, ওখানে রয়ে যাওয়া পয়গম্বরদের মতো আপনাকে নিজের রক্ত উৎসর্গ করতে পারিনি। আমার বন্ধুরা আমাকে কাপুরুষ বলেছে, শত্রুরা বলেছে বিশ্বাসঘাতক।

BanglaBook.org

"আপনারই কারণে আমি কেবল কাকের এনে দেওয়া খাবার খেয়েছি, মরুভূমি পার হয়ে যারাপাথে এসেছি, এর বাসিন্দারা যাকে আকবার বলে ডাকে। আপনারই ইশারায় এক মহিলার দেখা পেয়েছি; আপনার ইশারায় আমার হৃদয় তাকে ভালোবাসতে শিখেছে। এইসব দিনে আমি আমার আসল মিশনের কথা ভুলে যাইনি। এখানে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত আমি বিদায় নেওয়ার জন্যে তৈরি ছিলাম।

"সুন্দর আকবার এখন ধংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আমাকে বিশ্বাস করেছিল যে মহিলা এখন সেই ধংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। কোথায় পাপ করেছি আমি, হে প্রভু আমার? কোন মুহূর্তে আমি আপনার ইচ্ছার পথ থেকে সরে গিয়েছিলাম? আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থকলে কেন তবে আমাকে এই পৃথিবী থেকে তুলে নিলেন না? তার বদলে আপনি তাদেরই দুঃখ দিয়েছেন যারা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, ভালোবেসেছে।

"আমি আপনার পরিকল্পনার কিছুই বুঝি না। আপনার কাজকর্মে আমি কোনও বিচার-আচারের চিহ্ন দেখি না। আপনার চাপিয়ে দেওয়া কষ্ট ভোগ করতে গিয়ে আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি। আমার জীবন থেকে আপনি নিজেকে সরিয়ে নিন, কারণ আমি নিজেও ধংসস্তূপে পরিণত হয়েছি, হয়ে গেছি আগুন আর ধূলি।"

আগুন আর নৈঃসঙ্গের ভেতর দেখা দিল একটা আলো। প্রভুর দেবদূত এলিয়াহর সামনে হাজির হলেন।

"আপনি এখানে কেন?" জানতে চাইলেন এলিযাহ। "বুঝতে পারছেন না যে অনেক দেরি হয়ে গেছে?"

"আমি জানাতে এসেছি যে আরও একবার প্রভু আপনার কথা শুনেছেন। আপনার আবেদন গ্রহণ করা হবে। আপনি আর কখনও কোনও দেবদূতের কথা নতে পাবেন না, আপনার কষ্টের দিনগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকেও আর দেখবেন না আপনি।"

ছেলেটার হাত ধরলেন এলিযাহ, তারপর দুজন একসঙ্গে লক্ষহীনভাবে হাঁটতে শুরু করলেন। এতক্ষণ হাওয়ার কারণে পাতলা হয়ে ছিল ধোঁয়া, এখন আবার পথের উপর জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। শ্বাস ফেলা কঠিন হয়ে উঠছে। "হয়ত এটা একটা স্বপ্ন," ভাবলেন তিনি। "হয়ত একটা দুঃস্বপ্ন।"

"আপনি আমার মাকে মিথ্যা বলেছেন," ছেলেটা বলল। "শহর ধংস হয়ে গেছে।"

"তাতে কী এসে যায়? চারপাশে কী ঘটছে তা সে দেখতে না পেলে তাকে

BanglaBook.org

শান্তিতে মরতে দিতে অসুবিধা কোথায়?"

"আপনাকে মা বিশ্বাস করেছিল, বলেছিল ও নিজেই আকবার।"

জমিনে ছড়ানো কাঁচের টুকরো আর মাটির পাত্রের ভাঙা অংশে লেগে পা কেটে ফেললেন এলিযাহ। ব্যথায় প্রমাণ হয়ে গেল যে তিনি তার পাশের সবকিছু স্বপ্ন দেখছেন না; সবই নিরেট বাস্তব। চত্বরে পৌঁছলেন ওরা, এখানে–কতদিন আগে? লোকজনের সঙ্গে মিশেছেন তিনি, তাদের বিবাদ মেটাতে সাহায্য করেছেন; আগুনের ধোঁয়ার কারণে আকাশটা ঢাকা পড়ে গেছে।

"আমি যা দেখছি আমার মা তেমন কিছু হোক চাই না আমি," আবার বলল ছেলেটা, "আপনি ওকে মিথ্যা বলেছেন।"

ছেলেটা শপথ রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ওর চোখে এতটুকু জল দেখেননি এলিযাহ। "আমি কী করতে পারি?" ভাবলেন তিনি। পা থেকে রক্ত ঝরছে তাঁর। হতাশা দূর করার জন্যে যন্ত্রণার দিকে মনযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। অসিরিয় সৈনিকের তলোয়ারের ঘায়ে সৃষ্ট কাটাদাগের দিকে তাকালেন। যতটা ভেবেছিলেন ততটা গভীর নয়। শত্রুরা যেখানে তাঁকে বেঁধে রেখেছিল আর একজন বিশ্বাসঘাতক তাঁকে বাঁচিয়েছিল ঠিক সেই জায়গাটায় বসে পড়লেন তিনি। এবার লক্ষ করলেন লোকেরা এখন আর ছুটোছুটি করছে না। ধোঁয়াটে, নোংরা ধ্বংসতূপের মাঝে ধীর পায়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে, যেন তারা সবাই মৃত। দেখে মনে হচ্ছে স্বর্গ পরিত্যক্ত আত্মা যেন, চিরজীবন পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাদের। কোনও কিছুরই কোনও মানে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

কিছু কিছু লোক প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, এখনও তারা মহিলাদের কণ্ঠস্বর আর হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া সৈনিকদের বিভ্রান্তিকর নির্দেশ শুনতে পাচ্ছে। তবে তাদের সংখ্যা কম। কোনও ফল অর্জন করতে পারছে না তারা।

প্রধান পুরোহিত একবার বলেছিলেন যে জগত হচ্ছে দেবতাদের সম্মিলিত স্বপ্ন। যদি আদতে তাঁর কথা সত্যি হয়ে থাকে? তিনি কি দেবতাদের এই দুঃস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুলতে পারবেন? তারপর আবার তাঁদের এক সুখস্বপ্ন দিয়ে ঘুম পাড়াতে পারবেন? এলিযাহর আগে যখন নিশি-দর্শন ঘটত, তিনি সব সময়ই জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। বিশ্বজগতের স্রষ্টাদের বেলায়ও কেন একই ব্যাপার ঘটবে না?

একটা লাশের উপর হোঁচট খেলেন তিনি। ওদের কেউই এখন আর কর আদায়, উপত্যকায় অসিরিয়দের শিবির, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কিংবা ভবঘুরে পয়গম্বরদের অস্তিত্বের ব্যাপারে ভাবিত নয়। হয়ত কোনও একদিন এই

BanglaBook.org

পয়গম্বররা তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

"এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারব না আমি। এই ছেলেটাই আমার জন্যে রেখে যাওয়া তার উত্তরাধিকার। আমাকে এর যোগ্য হতে হবে, দুনিয়ার বুকে এটাই আমার শেষ কাজ হলেও।"

অনেক চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ছেলেটার হাত ধরলেন। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন। কিছু লোক ধসে পড়া দোকান আর তাঁবু গোটাচ্ছে, ব্যাগে ভরে নিচ্ছে। প্রথমবারের মতো ঘটনার প্রতি সাড়া দেওয়ার প্রয়াস পেলেন তিনি। ওদের এমন করতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু লোকজন তাঁকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, "গভর্নর নিজে যা গ্রাস করেছেন আমরা তার অবশিষ্ট অংশ খাচ্ছি। আমাদের পথ থেকে সরো।"

তর্ক করার মতো শক্তি ছিল না এলিযাহর। ছেলেটাকে নিয়ে শহরের বাইরে চলে এলেন তিনি। উপত্যকা বরাবর হাঁটতে শুরু করলেন। আগুনের তলোয়ার হাতে দেবদূতেরা আর দেখা দেবেন না।

"পূর্ণিমার চাঁদ।"

ধূলি আর ধোঁয়া থেকে দূরে এসে এখন চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল রাত দেখতে পাচ্ছেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে, তিনি যখন জেরুজালেমের উদ্দেশে শহর ছাড়ার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, বিনা কষ্টে পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন; অসিরিয়দেরও একই সুবিধা ছিল।

একটা দেহের সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল ছেলেটা। প্রধান পুরোহিতের দেহ এটা। তাঁর হাত আর পাজোড়া কেটে ফেলা হয়েছে। তবে এখনও বেঁচে আছেন তিনি। পঞ্চম পাহাড়ের চূড়ার দিকে স্থির হয়ে আছে তাঁর দুই চোখ।

"দেখতেই পাচ্ছেন," চেষ্টাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি, "ফিনিশিয় দেবতারা মহাজাগতিক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন।" মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে আসছে তাঁর।

"দিন আপনার ভোগান্তি দূর করে দিই," জবাব দিলেন এলিয়াহ।

"নিজের কর্তব্য শেষ করতে পেরেছি, সেই তুলনায় যন্ত্রণা কিছুই না।"

"ধার্মিক লোকদের একটা শহরকে ধ্বংস করাই আপনার দায়িত্ব ছিল?"

"শহর মরে না, কেবল এর অধিবাসী আর তাদের মনে ধারণ করা চিন্তা ভাবনার মৃত্যু ঘটে। একদিন অন্যরা আসবে আকবারে, এখানকার জল পান করবে। এর পত্তনকারীর রেখে যাওয়া পাথর নতুন পুরোহিতরা পলিশ আর যত্ন করবে। এবার আমাকে রেখে যান; অচিরেই কেটে যাবে আমার যন্ত্রণা। আর

BanglaBook.org

আপনারা বাকি জীবন হতাশায় ভুগবেন।"

বিকৃত দেহটা ভয়ানক কষ্টে শ্বাস ফেলছে। তাঁকে পেছনে ফেলে এলেন ওরা। ঠিক এই সময় একদল মানুষ–নারী, পুরুষ, শিশু–দৌড়ে এসে তাঁকে ঘিরে ধরল।

"আপনি?" চিৎকার করে বলল তারা। "আপনি নিজের দেশকে অসম্মান করে আমাদের দেশের উপর অভিশাপ বয়ে এনেছেন!"

"দেবতারা যেন এটা দেখেন! তাঁরা যেন জানেন আসলে কে দায়ী!"

লোকেরা তাঁকে ঠেলে কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগল। ছেলেটা তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্যরা তাঁর মুখে, বুকে, পিঠে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু তিনি কেবল ছেলেটার কথাই ভাবছেন। ওকে কাছে রাখতে পারেননি তিনি।

মারপিট বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। হয়ত আক্রমণকারীরাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বেশী ক্ষেপে উঠতে পারছে না। জমিনে পড়ে গেলেন এলিযাহ।

"এখান থেকে চলে যান!" বলল কেউ একজন। "আপনি ঘৃণা দিয়ে আমাদের ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছেন!"

দলটা চলে গেল। উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই এলিযাহর দেহে। গ্লানি থেকে যখন মুক্ত হলেন, সেই আগের মানুষটি আর রইলেন না তিনি। মরে যাবার বা বেঁচে থাকার ইচ্ছাই আর থাকল না তাঁর। কিছুই চাইলেন না তিনি: তাঁর মাঝে কোনও ভালোবাসা, ঘৃণা বা বিশ্বাসের অস্তিত্ব রইল না।

*

মুখের উপর কারও হাতের স্পর্শে জেগে উঠলেন তিনি। এখনও রাত। তবে এখন আকাশে চাঁদ নেই।

"মাকে কথা দিয়েছি আমি আপনার যত্ন নেব," বলল ছেলেটা। "কিন্তু কী করতে হবে জানা নেই আমার।"

"শহরে ফিরে যাও। লোকজন ভালো। ওদের কেউ একজন তোমাকে আশ্রয় দেবে।"

"আপনি ব্যথা পেয়েছেন। আপনার হাতের যত্ন নিতে হবে। হয়ত কোনও দেবদূত এসে কী করতে হবে বাতলে দেবেন আমাকে।"

"তুমি মূর্খ, কী ঘটছে তার কোনও ধারণাই নেই তোমার!" চিৎকার করে উঠলেন এলিযাহ। "দেবদূতেরা আর আসবেন না, কারণ আমরা সাধারণ মানুষ। ভোগান্তির মুখে পড়ে সবাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। যখন ট্র্যাজিডি ঘটে, লোকজনকে

BanglaBook.org

নিজেদেরই খুঁজে নিতে দাও!"

লম্বা করে শ্বাস নিলেন তিনি। নিজেকে শান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। আর তর্ক করার কোনও যুক্তি নেই।

"এখানে কী করে এলে?"

"আমি তো চলে যাইনি।"

"তাহলে আমার গ্লানি দেখেছ তুমি। দেখেছ যে আকবারে আমার জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

"আপনি আমাকে বলেছেন যে জীবন-যুদ্ধ আমাদের একটা কিছু শিক্ষা দেয়, এমনকি যেগুলোতে আমরা হেরে যাই, সেগুলোও।"

আগের দিন সকালে কূয়োর কাছে হেঁটে যাবার কথা মনে আছে তাঁর। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। নিজেকে একথা বলার তাগিদ অনুভব করলেন যে কেউ যখন কষ্টের শিকার হয় তখন এইসব সুন্দর সুন্দর কথার কোনও মানে থাকে না। কিন্তু ছেলেটাকে বিপর্যস্ত না করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

"আগুন থেকে বাঁচলে কীভাবে?"

মাথা নিচু করল ছেলেটা। "আমি ঘুমাইনি। রাতটা জেগে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম মা আর আপনি ওর ঘরে মিলিত হন কিনা। আমি প্রথম সৈনিককে ঘরে ঢুকতে দেখেছি।"

উঠে পায়চারি শুরু করলেন এলিযাহ। পঞ্চম পাহাড়ের সামনের সেই পাথরটার খোঁজ করতে লাগলেন। একদিন সন্ধ্যায় ওটার উপর বসে মহিলার সঙ্গে সূর্যাস্ত দেখেছিলেন তিনি।

"আমার যাওয়া চলবে না," ভাবলেন তিনি। "আমি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠব।"

কিন্তু কোনও এক শক্তি তাঁকে সেই দিকে টেনে নিয়ে চলল। সেখানে পৌঁছানোর পর তিক্ত কণ্ঠে কাঁদতে শুরু করলেন তিনি। আকবারের মতোই জায়গাটা একটা পাথর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু গোটা উপত্যকার একমাত্র তিনিই এর তাৎপর্য বুঝতে পারছেন। নতুন বাসিন্দারা এর গুন গাইবে না, ভালোবাসার মানে জানতে পারা কোনও দম্পতিও আর পলিশ করবে না।

ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। আরও একবার ঘুমালেন।

BanglaBook.org

****

ছেলেটা ঘুম থেকে জেগেই বলে উঠল, "আমার ক্ষুধা পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে।"

"আশপাশে যেসব রাখালেরা থাকে তাদের কারও বাড়িতে যাওয়া যায়। ওদের হয়ত কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ ওরা আকবারে থাকে না।"

"আমাদের আবার শহরটা ঠিক করতে হবে। মা বলেছিল ও-ই আকবার।"

কীসের শহর? ওখনে এখন আর কোনও প্রাসাদ, বাজার কিংবা কোনও দেয়াল নেই। শহরের লোকজন ডাকাত হয়ে গেছে। তরুণ সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে। দেবদূতেরাও আর ফিরে আসবে না, যদিও এটা এখন তাঁর কাছে তেমন জরুরি কিছু না।

"গতরাতের ধংসলীলা, কষ্ট আর মৃত্যুর কোনও মানে আছে মনে করো? কাউকে কিছু শেখানোর জন্যে হাজার হাজার জীবন ধংস করে দেওয়াটা জরুরি বলে মনে হয় তোমার?"

সচকিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাল ছেলেটা।

"এইমাত্র বলা কথাটা মনে রেখ," বললেন এলিযাহ। "আমরা রাখালের খোঁজে যাচ্ছি।"

কিন্তু শহরটাও আবার ঠিক করব আমরা," আবার বলল ছেলেটা।

জবাব দিলেন না এলিযাহ। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যারা তাদের উপর দুর্ভাগ্য ডেকে আনার জন্যে তাঁকে দায়ী করেছে তাদের উপর আর কোনও কর্তৃত্ব খাটাতে পারবেন না। গভর্নর পালিয়ে গেছেন। সেনাধিনায়ক মারা গেছেন। অচিরেই সিদন আর টায়ার বিদেশী শক্তির পদানত হবে। মহিলা হয়ত ঠিকই বলেছিল: দেবতারা সব সময়ই বদলে যাচ্ছেন। এবার প্রভুর পালা, যিনি দূরে কোথাও চলে গেছেন।

"আমরা আবার কবে ওখানে ফিরে যাব?" ছেলেটা আবার জিজ্ঞেস করল।

এলিযাহ তার কাঁধ ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকাতে দিতে শুরু করলেন।

"পেছনে দেখ! তুমি কোনও অন্ধ দেবদূত নও, স্রেফ একটা বাচ্চা ছেলে

BanglaBook.org

যে মায়ের কাজকর্মের উপর গোয়েন্দাগিরি করতে চেয়েছিল। কী দেখতে পাচ্ছ? ধোঁয়ার কুণ্ডলী চোখে পড়ছে? এর মানে কী জান?"

"আপনি আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন! আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই, আমি দূরে চলে যাব!"

থামলেন এলিযাহ, নিজের উপরই বিরক্ত। আগে কখনও এমন আচরণ করেননি তিনি। ছেলেটা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শহরে দিকে ছুটতে শুরু করল। এলিযাহ তাকে পেরিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন তার সামনে।

"আমাকে ক্ষমা করো। কী করছি নিজেই জানি না আমি।"

ফুপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা, কিন্তু এক ফোঁটা জলও নেমে আসছে না তার গাল বেয়ে। ওর পাশে বসলেন এলিযাহ, আবার স্থৈর্য্য ফিরে পাবার চেষ্টা করছেন।

"চলে যেয়ো না," বললেন তিনি। "তোমার মা চলে যাবার সময় ওকে কথা দিয়েছি যতক্ষণ না তুমি নিজের পথ বেছে নিতে পারছ ততক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকব আমি।"

"আপনি শহর অক্ষত থাকার কথাও বলেছিলেন–"

"সেটা আবার বলার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি বিভ্রান্ত, নিজের অপরাধবোধে দিশাহারা। নিজেকে গোছানোর সময় দাও আমাকে। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি।"

ছেলেটা তাঁকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ওর চোখ বেয়ে কোনও অশ্রু গড়িয়ে পড়ল না।

*

উপত্যকার মাঝখানে একটা বাড়ির কাছে এলেন ওরা। এক মহিলা ছিল দরজায়, সামনে খেলছে দুটি বাচ্চা। ভেড়ার পাল সামনেই রয়েছে, যার মানে রাখাল সকালের মতো পাহাড়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েনি।

চমকে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসা লোক আর ছেলেটার দিকে তাকাল মহিলা। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই তার মনে হল এদের এখুনি বিদায় করে দেওয়া উচিত, কিন্তু রেওয়াজ–আর দেবতা–আতিথেয়তার বিধানকে মেনে চলাই তার দায়িত্ব। এখন এদের স্বাগত না জানালে ভবিষ্যতে তার বাচ্চারাই হয়ত একই দুর্ভাগ্যের শিকার হবে।

"আমার কাছে কোনও টাকাপয়সা নেই," বলল সে। "তবে তোমাদের সামান্য জল আর খাবার দিতে পারব।"

BanglaBook.org

খড়ের ছাদঅলা ছোট একটা বারান্দায় বসলেন ওরা। শুকনো ফল আর পানির একটা জার নিয়ে এল মহিলা। নীরবে খেলেন ওরা; গতরাতের ঘটনার পর এই প্রথম আর পাঁচটা দিনের মতো স্বাভাবিক রুটিনের স্বাদ পেলেন। আগন্তুকদের আসতে দেখে ভয় পেয়ে বাচ্চারা ঘরের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছে।

খাবার শেষ করার পর রাখালের কথা জানতে চাইলেন এলিযাহ।

"শিগশিরই এসে যাবে," বলল মহিলা। "অনেক শোরগোল কানে এসেছে আমাদের। আজ সকালে কে একজন এসে বলল আকবার নাকি ধংস হয়ে গেছে। কী ঘটেছে দেখতে গেছে ও।"

বাচ্চারা ডাকতেই ভেতরে চলে গেল সে।

"ছেলেটাকে মানানোর চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না," ভাবলেন এলিযাহ। "তার কথা না শোনা পর্যন্ত শান্তি দেবে না। কাজটা যে অসম্ভব বোঝাতেই হবে ওকে। কেবল তাহলেই তাকে রাজি করানো যাবে।"

খাবার আর পানি একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়েছে: নিজেকে আবার জগতের একটা অংশ বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটল তাঁর ভাবনা, জবাবের বদলে বরং সমাধানের খোঁজ করছে।

*

কিছু সময় পরে বয়স্ক রাখাল এল। ভয়ে ভয়ে পুরুষ আর ছেলেটার দিকে তাকাল সে। পরিবারে নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কিত। তবে কী ঘটছে চট করে বুঝে ফেলল।

"নিশ্চয়ই আকবার থেকে আসা রিফিউজি আপনি," বলল সে। "এইমাত্র ওখান থেকে এসেছি আমি।"

"কী ঘটছে ওখানে?" জানতে চাইল ছেলেটা।

"শহরটা ধংস হয়ে গেছে। গভর্নর পালিয়েছেন। দেবতারা পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন।"

"আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে," বললেন এলিযাহ। "আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাইছি।"

"মনে হয় আমার স্ত্রী এরই মধ্যে আপনাদের স্বাগত জানিয়েছে, খাইয়েছে। এখন আপনাদের অবশ্যই চলে যেতে হবে, অনিবার্যের মুখোমুখি হতে হবে।"

"ছেলেটাকে নিয়ে কী করব জানি না, আমার সাহায্য প্রয়োজন।"

"নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার। ছেলেটা অল্প বয়সী, বুদ্ধিমান বলে মনে

BanglaBook.org

হচ্ছে। শক্তিও আছে। আর আপনি জীবনে বহু জয় আর পরাজয়ের অভিজ্ঞতা আছে এমন একজন মানুষ। মিশেলটা নিখুঁত, কারণ এতে করে আপনার পক্ষে প্রজ্ঞার সন্ধান পাওয়া সহজ হবে।"

এলিযাহর বাহুর ক্ষতের দিকে তাকাল লোকটা। তেমন মারাত্মক কিছু নয়, বলল সে। ঘরে গিয়ে কিছু গুল্ম আর এক টুকরো কাপড় নিয়ে এল। ছেলেটা তাকে একটা পুলটিশ লাগাতে সাহায্য করল। রাখাল যখন বলল একাই কাজটা সে করতে পারবে, ছেলেটা বলল মাকে কথা দিয়েছে এই লোকের যত্ন নেবে সে।

হেসে উঠল রাখাল।

"আপনার ছেলে তো দেখা যাচ্ছে এক কথার মানুষ।"

"আমি ওর ছেলে নই। তিনিও এক কথার মানুষ। আমার মাকে ফিরিয়ে আনতে আকবার আবার গড়ে তুলবেন তিনি। আমার বেলায় যেমনটা করেছিলেন।"

হঠাৎ করে ছেলেটার উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারলেন এলিয়াহ। কিন্তু তিনি কিছু করার আগেই রাখাল স্ত্রীর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল, ঠিক ওই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসছিল সে। "এখুনি আবার জীবন শুরু করা ভালো," বলল সে। "আবার আগের মতো হয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে সব কিছুর।"

"আর কখওনই তা ফিরে আসবে না।"

"আপনাকে বিজ্ঞ তরুণ বলে মনে হয়, আমি বুঝি না এমন অনেক কিছু আপনি বুঝতে পারেন। তবে প্রকৃতি আমাকে এমন কিছু শিখিয়েছে যা কোনও দিন ভুলব না: যে মানুষটি আবহাওয়া আর মৌসুমের উপর নির্ভর করে, ঠিক যেমন কোনও রাখালের মতো, সে অনিবার্যকে কাটিয়ে উঠতে পারে। ভেড়ার পালের যত্ন নেয় সে, পশুপালের সঙ্গে এমন আচরণ করে যেন এটা ছাড়া তার আর কোনও পশু নেই, বাচ্চাকাচ্চা সামলানোর বেলায় মাকে সাহায্য করে, পশুর দল পানি খেতে পারবে এমন জায়গা ছেড়ে কখনওই দূরে কোথাও যায় না। তারপরেও এত যত্ন করা ভেড়াগুলোর একটা না একটা দুর্ঘটনায় মারা যায়। সাপ হতে পারে, কোনও বুনো জানোয়ার হতে পারে, কিংবা কোনও ক্লিফের উপর থেকে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু যা অনিবার্য সেটা ঘটবেই।"

আকবারের দিকে তাকালেনে এলিযাহ, দেবদূতের সঙ্গে সেই কথোপকথনের কথা ভাবলেন। অনিবার্য সব সময় ঘটেই।

"সামলে ওঠার জন্যে দরকার শৃঙ্খলা আর ধৈর্য," বলল রাখাল।

"আর আশা। যখন আশার অস্তিত্ব থাকে না, তখন আর কেউ অসম্ভবের

BanglaBook.org

বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।"

"এটা আশা আর ভবিষ্যতের কোনও ব্যাপার না। এটা নিজের অতীতকে আবার গড়ে তোলার একটা ব্যাপার।"

রাখালের ভেতর এখন আর কোনও তাড়াহুড়ো নেই; সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শরণার্থীদের জন্যে করুণায় ভরে উঠেছে তার মন। সে আর তার পরিবার দুর্ঘটনার হাত থেকে যেহেতু রক্ষা পেয়েছে, সুতরাং এদের সাহায্য করলে কোনও ক্ষতি হবে না। এতে বরং দেবতাদের কৃতজ্ঞতাই জানানো হবে। তাছাড়া, সে স্বর্গের আগুনে না মরে পঞ্চম পাহাড়ে উঠে যাওয়া ইসরায়েলি পয়ম্বরের কথা শুনেছে; সবকিছু থেকে মনে হচ্ছে সামনে দাঁড়ানো এই ভদ্রলোকই হবেন।

"চাইলে আরও একদিন থাকতে পারেন আপনি।"

"নিজের অতীত আবার গড়ে তোলা সম্পর্কে তোমার আগের কথাগুলো বুঝতে পারিনি আমি," বললেন এলিযাহ।

"অনেকবারই এদিকে সিদন আর টায়ারগামী লোকদের দেখেছি। ওদের কেউ কেউ অভিযোগ করেছে যে তারা আকবারে কোনও কিছু অর্জন করেনি। নতুন গন্তব্যের খোঁজে যাচ্ছে তাই।

"একদিন ওরা ফিরে আসবে। ওরা যা খুঁজছিল সেটা না পাওয়ার কারণ মালপত্রের সঙ্গে ওরা ওদের আগের ব্যর্থতাও বয়ে বেড়াচ্ছিল। কয়েকজন সরকারে ভালো পদ নিয়ে বা ছেলেমেয়েদের ভালো জীবনের ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছে, কিন্তু এর বেশী কিছু না। আকবারে ওদের অতীত ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ঝুঁকি নেওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে তারা।

"অন্যদিকে আমার দরজা পাশ দিয়ে উৎসাহে ভরপুর লোকজনও গেছে। আকবারের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে মুনাফা করেছে তারা। বিপুল প্রয়াসের ভেতর দিয়ে যাত্রার টাকা যোগাড় করেছে। এইসব লোকের কাছে জীবন একটা অবিরাম বিজয়। এটা চলতেই থাকবে।

"এই লোকগুলোও ফিরে এসেছে, তবে বিচিত্র সব গল্প নিয়ে। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সবই পেয়েছে কারণ তারা অতীতের হতাশায় সীমাবদ্ধ ছিল না।"

*

রাখালের কথাগুলো এলিযাহর মন ছুঁয়ে গেল।

"জীবন আবার গড়ে তোলা কঠিন নয়, তেমনি ধ্বংসস্তূপ থেকে আকবারকে আবার গড়ে তোলাও কঠিন নয়।" বলে চলল রাখাল। "এইটুকু জানলেই হবে

BanglaBook.org

যে আমরা আগের মতোই একই শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলি। আমাদের কাজে লাগাই সেটা।"

এলিযাহর চোখের দিকে তাকাল লোকটা।

"আপনার অপছন্দ কোনও অতীত থাকলে সেটা এবার ভুলে যান," বলে চলল সে। "আপনার জীবনের নতুন একটা কাহিনী ভেবে নিন। তাতে বিশ্বাস করুন। কেবল সেই কাজগুলোর দিকেই মনযোগ দিন যেগুলোয় আপনার কাঙ্ক্ষিত জিনিস পেয়েছেন। এই শক্তি আপনি যা চান তা পেতে সাহায্য করবে।"

"এমন সময় ছিল যখন আমি কাঠমিস্ত্রি হতে চেয়েছি, তারপর আবার ইসরায়েলকে বাঁচানোর জন্যে পয়গম্বর হতে চেয়েছি," ভাবলেন এলিযাহ। "স্বর্গ থেকে দেবদূতেরা নেমে এসেছেন, প্রভু আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বিবেচক নন আর তাঁর উদ্দেশ্যে সব সময়ই বোধের অতীত, সেটা না বোঝা পর্যন্ত।"

স্ত্রীকে ডাকল রাখাল, তাকে বলল এখন আর বেরুচ্ছে না সে। ইতিমধ্যে পায়ে হেঁটে আকবারে গিয়েছে। এখন আর হাঁটার মতো শক্তি নেই।

"আমাদের গ্রহণ করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ," বললেন এলিযাহ।

"একরাতের জন্যে আশ্রয় দেওয়াটা এমন কিছু কষ্টের নয়।"

কথায় বাধা দিল ছেলেটা। "আমরা আকবারে ফিরে যেতে চাই।"

"সকাল অবধি অপেক্ষা করো। শহরের বাসিন্দারাই লুটপাট করছে। ওখানে ঘুমোনার মতো কোনও জায়গা নেই।"

জমিনের দিকে তাকাল ছেলেটা। কিন্তু ওর ঠোঁটজোড়া আরও একবার অশ্রু চেপে রাখল। ওদের ঘরে নিয়ে এল রাখাল। স্ত্রী আর বাচ্চাদের শান্ত করল। ওদের মনযোগ ভিন্ন খাতে পাঠাতে সারাদিন একসঙ্গে থেকে আবহাওয়া নিয়ে কথা বলল।

BanglaBook.org

****

পরদিন বেশ সকাল সকাল জেগে উঠলেন তাঁরা। রাখালের স্ত্রীর বানানো নাশতা খেলেন। তারপর বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"তোমার জীবন দীর্ঘায়ু পাক, তোমার ভেড়ার পালও যেন বহুগুণে বেড়ে ওঠে," বললেন এলিযাহ। "আমার শরীরে যা প্রয়োজন ছিল খেয়েছি। আমার আত্মা যা সে জানত না তা জানতে পেরেছে। তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ ঈশ্বর যেন কখনও তা ভুলে না যান। তোমার ছেলেরা যেন অজানা দেশে আগন্তুকে পরিণত না হয়।"

"জানি না আপনি কোন ঈশ্বরের কথা বুঝিয়েছেন, পঞ্চম পাহাড়ে অনেকেনই বাস করেন," চটপটে কণ্ঠে বলল রাখাল। তারপর চট করে সুর পাল্টাল। "আপনার ভালো কাজগুলোর কথা মনে করবেন। আপনাকে তা সাহস দেবে।"

"তেমন ভালো কাজ খুবই কম করেছি আমি। তবে তার কোনওটাই আমার সামর্থের কারণে নয়।"

"তাহলে আরও বেশী করে ভালো কাজের সময় এটা।"

"আমি হয়ত আগ্রাসন ঠেকাতে পারতাম।"

রাখাল হেসে উঠল।

"এমনকি আপনি আকবারের গভর্নর হলেও অনিবার্যকে ঠেকাতে পারতেন না।"

"হয়ত আকবারের গভর্নরেরই উচিত ছিল অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে অসিরিয়রা উপত্যকায় আসার পরপরই ওরা হামলা করার আগে ওদের আক্রমণ কিংবা শান্তি অলোচনা করা।"

"যা কিছু হতে পারত কিন্তু হয়নি তা এখন হাওয়ায় ওড়া পাতার মতো উড়ে গেছে, কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি," বলল রাখাল। "জীবন হচ্ছে আমাদেরই ঝোঁকের যোগফল। কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলোর মুখোমুখি হতে দেবতারা আমাদের বাধ্য করেন। এর পেছনে কী কাজ করছে কিছু আসে যায় না।

BanglaBook.org

সেগুলো এড়ানোরও উপায় নেই আমদের।"

"কেন?"

"আকবারের এক ইসরায়েলি পয়গম্বরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি সবকিছুই জানেন বলে মনে হয়।"

সীমানার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। "আমাকে ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে যেতে হবে," বলল সে। "গতকাল বাইরে যায়নি ওরা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে।"

হাত নেড়ে বিদায় নিল সে। ভেড়া নিয়ে বের হয়ে গেল।

BanglaBook.org

****

ছেলেটাকে নিয়ে উপত্যকার ভেতর দিয়ে আগে বাড়লেন এলিযাহ।

"আপনি আস্তে হাঁটছেন," বলল ছেলেটি। "আপনার কী হবে ভেবে ভয় পাচ্ছেন।"

"কেবল নিজেকে ভয় পাচ্ছি আমি," জবাব দিলেন এলিযাহ। "ওরা কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ আমার মন মরে গেছে।"

"আমাকে যিনি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন সেই ঈশ্বর বেঁচে আছেন। আমার মাকেও তিনি ফিরিয়ে আনতে পারেন, শহরের বেলায়ও যদি একই কাজ করে আপনি।"

"সেই ঈশ্বরের কথা ভুলে যাও। অনেক দূরে সরে গেছেন তিনি, এখন আর তাঁর কাছে আমরা যে অলৌকিক কাণ্ড আশা করি সেগুলো দেখান না।"

বুড়ো রাখাল ঠিকই বলেছে। এখন থেকে তাঁর নিজের অতীত ফের গড়ে তোলা জরুরি, এ কথা ভুলে যেতে হবে যে একদিন নিজেকে এমন এক পয়গম্বর বলে ভেবেছিলেন যিনি ইসরায়েলেকে উদ্ধার করবেন। নিজের শহরকেই বাঁচাতে পারেননি তিনি।

ভাবনাটা তাঁকে এক জোরাল আনন্দের অনুভূতি যোগাল।

জীবনে প্রথমবারের মতো মুক্ত বোধ করলেন তিনি। মন এখন যা ইচ্ছে করতে তৈরি। এটা ঠিক যে তিনি আর দেবদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন না। কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিনি ইসরায়েলে ফিরে যাবার জন্যে মুক্ত, আবার কাঠমিস্ত্রির কাজ করতে পারবেন, গ্রিসে গিয়ে জ্ঞানী লোকদের ধ্যানধারণার কথা জানতে পারবেন; কিংবা ফিনিশিয় নাবিকদের সাথে সাগরে ওপারের নানা দেশে যেতে পারবেন।

কিন্তু তার আগে অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে হবে। জীবনের সেরা অংশটুকু এমন এক ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত করেছেন যিনি কিছুই শুনতে পান না, যিনি কেবল নির্দেশ দিয়ে যান আর নিজের খেয়াল খুশি মতো কাজ করেন। এলিযাহ তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে শিখেছিলেন, তাঁর পরিকল্পনাকে সম্মান করেছেন।

BanglaBook.org

কিন্তু তাঁর আনুগত্যের প্রতিদান দেওয়া হয়েছে পরিত্যাগের ভেতর দিয়ে, তাঁর নিবেদনকে উপেক্ষা করা হয়েছে; পরম সত্তার ইচ্ছা পালনের প্রয়াসকে একমাত্র যে নারীটিকে তিনি ভালোবেসেছিলেন তার মৃত্যুর দিকে চালিত করা হয়েছে।

"জগত আর তারামণ্ডলীর ক্ষমতা আপনার হাতে," নিজের ভাষায় বললেন এলিয়াহ যাতে পাশের ছেলেটা বুঝতে না পারে। "আপনি একটা শহর, দেশ পোকামাকড়ের মতো করে ধংস করে দিতে পারেন। তাহলে স্বর্গ থেকে আপনার আগুন পাঠান, আমার জীবন শেষ করে দিন। কারণ তা না করলে আমি আপনার সৃষ্টির বিরুদ্ধে নামব।"

দূরে আকবার চোখে পড়ছে। ছেলেটার হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন তিনি।

"এখন থেকে শহর তোরণ দিয়ে না ঢোকা পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে হাঁটব আমি। তুমি আমাকে পথ দেখাবে," ছেলেটাকে বললেন। "যাবার পথে আমি মারা গেলে, তুমি আমাকে যে কাজ করতে বলছ সেটাই করো তুমি: আকবারকে আবার গড়ে তোল, এমনকি সেটা করার জন্যেও আগে তোমাকে পুরুষ হয়ে উঠতে হবে, কাঠ কাটা বা অন্য কোনও কাজ শিখতে হবে।"

ছেলেটা জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করলেন এলিয়াহ, পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে দিলেন নিজেকে। বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তিনি, বালির উপর নিজের পায়ের আওয়াজও শুনতে পাচ্ছেন।

মোজেসের কথা মনে পড়ল তাঁর, মনোনীত জাতিকে উদ্ধার করার পর অসংখ্য বাধা পেরিয়ে তাদের মরুভূমিতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার সময় কানানে প্রবেশ করার অধিকার থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিলেন। সেই সময় মোজেস বলেছিলেন:

"বিনয় করি, আমাকে ওপারে গিয়া যর্দ্দার পারস্থ সেই উত্তম দেশ, সেই রমনীয় গিরি প্রদেশ ও লিবানোন দেখিতে দেও ।"

তবে প্রভু তাঁর আনন্দে কুপিত হয়েছিলেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, *"তোমার পক্ষে এই যথেষ্ট, এ বিষয়ের কথা আমাকে আর বলিও না। পিসগার শৃঙ্গে উঠ এবং পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে দৃষ্টিপাত কর, আপন চক্ষে নিরীক্ষণ কর, কেননা তুমি এই যর্দ্দান পার হইতে পাইবে না।"*

এভাবে প্রভু মোজেসের কঠিন দীর্ঘ শ্রমের মূল্য দিয়েছিলেন: তিনি তাঁকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে পা রাখতে দেননি। তিনি অমান্য করলে কী ঘটতে পারত?

আবার স্বর্গের কথা ভাবলেন এলিয়াহ।

BanglaBook.org

"হে প্রভু, এই লড়াই ফিনিশিয় আর অসিরিয়দের মধ্যে নয়, বরং আপনার আর আমার মধ্যে। আপনি আমাদের এই একক যুদ্ধের কথা আমাকে জানাননি। বরাবরের মতোই আপনি বিজয়ী হয়েছেন, আপনারই ইচ্ছেই যন টেকে সেটা নিশ্চিত করেছেন। আমি যে নারীকে ভালোবেসেছিলাম তাকে আপনি নাশ করেছেন। আমি যখন নিজের দেশ থেকে অনেক অনেক দূরে তখন যে শহর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল সেটাকেও ধংস করেছেন।"

কানে জোরে বাড়ি খাচ্ছে হাওয়ার শব্দ। ভয় পাচ্ছেন এলিযাহ, তবে এগিয়ে চললেন।

"মহিলাকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারব না, তবে ধংসলীলার পরিণতি বদলাতে পারব। মোজেস আপনার ইচ্ছে মেনে নিয়েছিলেন, নদী পার হননি। কিন্তু আমি আগে বাড়ব: এখনই আমাকে হত্যা করুন, নইলে শহর-তোরণে যাবার অনুমতি দিন। আপনি যাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন আমি তা আবার গড়ে তুলব। আমি আপনার বিচারের বিরুদ্ধে যাব।"

নীরব হয়ে গেলেন তিনি। মনটাকে একেবারে শূন্য করে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন। দীর্ঘ সময়ের জন্যে বালির উপর নিজের পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও কিছু শুনতে পেলেন না। দেবদূতদের কণ্ঠস্বর বা স্বর্গের হুমকি শুনতে চান না তিনি। তাঁর হৃদয় এখন মুক্ত, কী হতে পারে তা নিয়ে মোটেই শঙ্কিত নন। কিন্তু তারপরেও মনের গভীরে তাঁর আত্মা অস্থির হয়ে উঠতে লাগল, যেন গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ভুলে গেছেন।

অনেকটা সময় পার হয়ে যাবার পর ছেলেটা থামল। এলিযাহর হাত ধরে টানল সে।

"আমরা এসে গেছি," বলল সে।

চোখ খুললেন এলিযাহ। স্বর্গ থেকে আগুন নেমে আসেনি। তাঁর সামনে আকবারের বিধ্বস্ত দেয়াল দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

****

এলিযাহ তাঁর হাত শক্ত করে ধরে রাখা ছেলেটার দিকে তাকালেন, যেন তাঁর পালিয়ে যাবার ভয় করছে সে। ছেলেটা কি ওকে ভালোবেসেছে? কোনও ধারণা নেই তাঁর। তবে এইসব ভাবনা পরে কোনও এক সময়ের জন্যে তুলে রাখা যেতে পারে; কারণ এখন একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে তাঁর–অনেক বছরের মধ্যে এটাই ঈশ্বরের চাপিয়ে দেওয়া নয়।

তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে পোড়া গন্ধ পাচ্ছেন। মরাখেকো পাখির দল মাথার উপর চক্কর মারেছে, রোদে পচতে থাকা সৈনিকদের লাশগুলো খাওয়ার মোক্ষম সময়ের অপেক্ষা করছে। একজন পতিত সৈনিকের দিকে এগিয়ে গেলেন এলিযাহ, তার বেল্ট থেকে তলোয়ারটা বের করে নিলেন। গত রাতের শোরগোলের সময় অসিরিয়রা শহর প্রাচীরের বাইরের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করার কথা ভুলে গেছে।

"ওটার কী দরকার আপনার?" জানতে চাইল ছেলেটা।

"আত্মরক্ষা করতে।"

"এখন তো অসিরিয়রা নেই।"

"তবু এটা কাছে থাকলে ভালো হবে। তৈরি থাকা দরকার আমাদের।"

গলা কেঁপে গেল তাঁর। প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেয়ালটা পার হওয়ার পর কখন কী ঘটবে বলা মুশকিল, কিন্তু কেউ তাঁকে অসম্মান করার চেষ্টা করলেই তাকে হত্যা করতে তৈরি তিনি।

"এই শহরের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে গেছি," ছেলেটাকে বললেন তিনি। "কিন্তু আবার এই শহরের মতোই আমি এখনও আমার মিশন শেষ করিনি।"

ছেলেটা হাসল।

"আপনি আপনার মতো করেই কথা বলছেন," বলল সে।

"কথায় ভুলো না। আগে আমার উদ্দেশ্য ছিল জেযেবেলকে সিংহাসন থেকে উৎখাত করে ইসরায়েলকে আবার প্রভুর পথে ফিরিয়ে আনা; এখন তিনি যখন আমাদের কথা ভুলে গেছেন, আমাদেরও তাঁর কথা ভুলে যেতে হবে। তুমি

BanglaBook.org

যে কাজটা করতে বলেছ আমার মিশন হবে সেটাই।"

সতর্ক চোখে তাঁর দিকে তাকাল ছেলেটি।

"ঈশ্বর ছাড়া মা কখনওই মৃত্যুর রাজ্য থেকে ফিরে আসবে না।"

ছেলেটার মাথায় হাত বোলালেন এলিযাহ।

"কেবল তোমার মায়ের দেহটাই চলে গেছে, এখনও আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। ও-ই আকবার। আমাদেরকে অবশ্যই তার সৌন্দর্য ফেরানোয় সাহায্য করতে হবে।"

*

শহর প্রায় বিরান। পথে ঘাটে বয়স্ক পুরুষ, নারী আর শিশুরা লক্ষ্যহীন হেঁটে বেড়াচ্ছে। আগ্রাসনের রাতে দেখা দৃশ্যটারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। যেন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই ওদের।

যখনই কেউ এলিয়াহর সামনে আসছে, ছেলেটা লক্ষ করছে তাঁর হাত তলোয়ারের বাঁটের উপর শক্ত হয়ে চেপে বসছে। কিন্তু লোকজনের মাঝে নিরাসক্ত ভাব; বেশিরভাগই ইসরায়েলি পয়গম্বরকে চিনতে পারছে, কেউ কেউ তাঁর উদ্দেশে মাথা দোলাচ্ছে, কিন্তু কথা বলছে না কেউই, এমনকি ঘৃণার কোনও শব্দও নয়।

"ওরা এমনকি ক্রোধের অনুভূতিও ভুলে গেছে," পঞ্চম পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন তিনি। পাহাড়ের ওই চূড়া বরাবরের মতোই চিরন্তন বরফে ঢাকা পড়ে আছে। তারপর প্রভুর কথা গুলো মনে পড়ল তাঁর:

"তোমাদের পুত্তলিকাদের শবের উপরে তোমাদের শব ফেলিয়া দিব; এবং আমার প্রাণ তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে। আর তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন করিব, তোমাদের ধর্ম্মধাম সকল ধংস করিব।

আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, আমি শত্রু দেশে তাইদের হৃদয়ে বিষণ্নতা প্রেরণ করিব এবং চালিত পত্রের শব্দ তাহাদিগকে তাছাইয়া লইয়া যাইবে, লোকে যেমন খড়গের মুখ হইতে পালায়। কেউ না তাড়াইলেও এক জন অন্যের উপরে পতিত হইবে।"

BanglaBook.org

****

"হে প্রভু, দেখুন, আপনি কী করেছেন: আপনি নিজের প্রতিশ্রুতি রেখেছেন, আর জীবন্মৃতরা এখনও জমিনের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। আকবারই তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যে নির্বাচিত শহর।"

চত্বরের উদ্দেশে এগিয়ে যেতে লাগলেন এলিযাহ আর ছেলেটি। এখানে একটা আবর্জনার স্তূপের উপর বসে আশপাশে নজর বোলাতে লাগলেন ওরা। যতটা ভেবেছিলেন ধ্বংসলীলা তারচেয়েও ভয়াবহ আর ব্যাপক বলে মনে হল; বেশীরভাগ বাড়িরই ছাদ ধসে পড়েছে; ময়লা আর আবর্জনা সবকিছু দখল করে নিয়েছে।

"লাশগুলোকে সরাতেই হবে," বললেন তিনি। "নইলে সদর দরজা দিয়েই শহরে ঢুকে পড়বে প্লেগ।"

জমিনের দকে তাকিয়ে রইল ছেলেটা

"মাথা ওঠাও," বললেন এলিযাহ। "অনেক কাজ করতে হবে আমাদের, যাতে তোমার মা সন্তুষ্ট হয়।"

কিন্তু ছেলেটা শুনল না; এখন বুঝতে শুরু করেছে সে: এই ধ্বংসস্তূপের ভেতর কোথাও একটা লাশ রয়েছে যেটা তাকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে; সেই দেহটা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা আর সব লাশেরই মতো একই অবস্থায় রয়েছে।

জোর করলেন না এলিযাহ। উঠে কাঁধে একটা লাশ তুলে নিয়ে চত্বরের মাঝখানে নিয়ে গেলেন ওটা। লাশ কবর দেওয়ার ব্যাপারে প্রভুর নির্দেশের কথা মনে করতে পারলেন না, প্লেগের সংক্রমণ ঠেকাতে যে কোনও মূল্যে কাজটা তাকে করতেই হবে। পুড়িয়ে ফেলাই একমাত্র সমাধান।

সারা সকাল কাজ করলেন তিনি। নিজের জায়গা থেকে নড়েনি ছেলেটা, এক লহমার জন্যেও চোখ তুলে তাকায়নি, তবে মাকে দেওয়া কথা রেখেছে সে: আকবারের আত্মায় কোনও অশ্রু গড়িয়ে ঝরে পড়েনি।

এক মহিলা থেমে খানিকক্ষণ এলিযাহর কাজ দেখল।

BanglaBook.org

"যে মানুষটি জীবীতদের সমস্যার সমাধান করতেন এখন তিনি লাশ গোছাচ্ছেন," মন্তব্য করল সে।

"আকবারের পুরুষরা কোথায়?" এলিয়াহ জানতে চাইলেন।

"চলে গেছে, অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, নিয়ে গেছে ওরা। এখানে থাকার মতো আর কিছুই নেই। যারা শহর ছেড়ে যায়নি তারা যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না: বুড়া, বিধবা আর এতীমরা।"

"কিন্তু এখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ছিল ওরা। এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে পারে না।"

"সর্বহারা কাউকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করে দেখুন।"

"আমাকে সাহায্য করো," বললেন এলিযাহ, আরেকটা লাশ কাঁধে তুলে নিয়ে স্তূপের ওপর ফেললেন। "এগুলো পুড়িয়ে দিতে যাচ্ছি আমরা, যাতে প্লেগের দেবতা আমাদের এখানে আসতে না পারেন। পোড়া মাংসের গন্ধ ভয় পান তিনি।"

"প্লেগের দেবতাকে আসতে দিন," বলল মহিলা। "যেন যত তাড়াতাড়ি পারেন নিয়ে যান আমাদের।"

নিজের কাজ চালিয়ে গেলেন এলিযাহ। ছেলেটার পাশে বসে তাঁর কাজ দেখতে লাগল মহিলা। খানিক বাদে আবার তাঁর কাছে এগিয়ে এল সে।

" এই দুর্ভাগা শহরকে কেন সেবা দিতে চাচ্ছেন আপনি?"

"আমি এনিয়ে ভাবনা বাদ দিলে নিজেকে যা করতে চাই তার অনুপযুক্ত বলে মনে হবে," জবাব দিলেন তিনি।

বুড়ো রাখাল ঠিকই বলেছিল: একমাত্র সমাধান হচ্ছে অনিশ্চয়তার অতীত ভুলে গিয়ে নিজের জন্যে একটা নতুন ইতিহাস গড়ে তোলা। আগের সেই পয়গম্বর মহিলার বাড়ির আগুনে তার সাথেই পুড়ে মরেছেন। এখন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, সন্দেহে তাড়িত একজন মানুষ। কিন্তু এখনও বেঁচে আছেন তিনি, এমনকি স্বর্গীয় শাস্তিকে চ্যালেঞ্জ করার পরেও। এপথে চলতে হলে তাঁকে অবশ্যই তিনি যা প্রস্তাব করেছেন সেটা শেষ করতে হবে।

অপেক্ষাকৃত হালকা একটা লাশ বেছে নিল মহিলা, তারপর ওটার পা ধরে টানতে টানতে এলিযাহর শুরু করা স্তূপের কাছে নিয়ে এল।

"প্লেগের দেবতার ভয়ে না," বলল সে, "কিংবা আকবারের জন্যেও না, যেহেতু অসিরিয়রা আবার অচিরেই ফিরে আসবে। ওখানে মাথা নিচু করে বসে থাকা ছেলেটার জন্যে; ওকে শিখতে হবে যে এখনও ওর সমনে একটা জীবন পড়ে আছে।"

BanglaBook.org

"ধন্যবাদ," বললেন এলিয়াহ।

"আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ধংসস্তূপের ভেতর কোথাও আমার ছেলের লাশের দেখা পাব আমরা। এই ছেলেটারই বয়সী সে।"

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। আলতো করে তার হাত ধরলেন এলিযাহ।

"আমি আর আপনি যে বেদনা বোধ করছি সেটা কোনওদিনই যাবে না, কিন্তু কাজ সেটা আমাদের সহ্য করতে সাহায্য করবে। ক্লান্ত দেহকে আঘাত করার কোনও শক্তি দুঃখের নেই।"

সারাটা দিন লাশ সংগ্রহ করে স্তূপ করার ভয়ঙ্কর কাজটা চালিয়ে গেলেন ওরা। বেশীরভাগই তরুণের লাশ, অসিরিয়া এদের আকবারের সেনাবাহিনীর অংশ হিসাবে শনাক্ত করেছিল। বেশ কয়েকবার বন্ধুদের শনাক্ত করতে পারলেন তিনি, কাঁদলেন–কিন্তু কাজে বিরতি দিলেন না।

*

বিকেলের শেষ দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ওঁরা, যদিও কাজের অগ্রগতি মোটেও যথেষ্ট নয়। আকবারে অন্য কোনও বাসিন্দা সাহায্য করতে আসেনি।

ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলেন ওঁরা। প্রথমবারের মতো চোখ তুলে তাকাল সে।

"আমার খিদে লেগেছে," বলল।

"একটা কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখি," জবাব দিল মহিলা। "আকবারের নানা বাড়িতে অনেক খাবার লুকিয়ে রাখা আছে। লোকজন দীর্ঘমেয়াদী অবরোধের জন্যে তৈরি হচ্ছিল।"

"আমার আর তোমার জন্যেও খাবার নিয়ে এস, কারণ আমরা আমাদের চোখের ভুরুর ঘাম দিয়ে শহরের সেবা করছি," বললেন এলিযাহ। "তবে ছেলেটা খেতে চাইলে নিজেরটা নিজেকেই দেখতে হবে ওকে।"

মহিলা বুঝতে পারল; নিজের ছেলের বেলায়ও একই কাজ করেছে সে। নিজের ঘরটা যেখানে ছিল সেখানে চলে গেল সে। দামী জিনিসের খোঁজ করতে গিয়ে লুটেরারা প্রায় সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে। আকবারের সেরা কাঁচের মিস্ত্রীর বানানো সাধের ফুলদানি চুরমার হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে। তবে জমিয়ে রাখা শুকনো ফল আর শস্য পেল সে।

চত্বরে ফিরে এলিযাহর সাথে খাবার ভাগ করে নিল। কিছুই বলল না ছেলেটা।

BanglaBook.org

এক বয়স্ক লোক এগিয়ে এল ওদের দিকে।

"সারাদিন আপনারা লাশ জড়ো করে কাটিয়েছেন দেখলাম," বলল সে। "সময় নষ্ট করছেন আপনারা। জানেন না সিদন আর টায়ার দখল করে অসিরিয়রা আবার ফিরে আসবে। প্লেগের দেবতা এসে তাদের ধ্বংস করতে দিন।"

"ওদের কারণে, কিংবা নিজেদের জন্যেও কাজটা করছি না," জবাব দিলেন এলিয়াহ। "ওই মেয়েটা কাজ করছে একটা ছেলেকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যে এখনও ভবিষ্যত আছে। আর আমি ওকে দেখাতে চাইছি যে অতীত বলে এখন আর কিছু নেই।"

"তাহলে পয়গম্বর এখন আর সিদনের মহান রাজকুমারীর জন্যে কোনও হুমকি নয়, কী অবাক কাণ্ড! একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত জেজেবেল ইসরায়েল শাসন করবেন। অসিরিয়রা বিজিতদের প্রতি সদয় না হলে আমরা তখন একটা আশ্রয় পাব।"

জবাব দিলেন না এলিযাহ। এক সময় যে নামটা তাঁর ভেতর প্রবল ঘৃণা জাগিয়ে তুলত এখন সেটা যেন অনেক দূরবর্তী বলে মনে হল।

"যেভাবেই হোক আকবারকে আবার গড়ে তোলা হবে," জোর দিয়ে বলল বুড়ো। "শহর পত্তনের জায়গা দেবতরা পছন্দ করেন। তারা একে ছেড়ে যাবেন না। তবে সেই পরিশ্রমের ভার আমরা পরের প্রজন্মের হাতে ছেড়ে দিতে পারি।"

"পারি, কিন্তু ছাড়ব না।"

বুড়োর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন এলিয়াহ। কথাবার্তায় সমাপ্তি টানলেন।

খোলা জায়গায় ঘুমালেন ওরা তিনজন। ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে রাখল মহিলা। খিদেয় ছেলেটার পেটে গুরুগুরু শব্দ হচ্ছে লক্ষ করল সে। ওকে খাবার দেওযার কথা ভাবল, কিন্তু চট করে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। অবসাদ সত্যিই বেদনা দূর করে। ছেলেটা অনেক কষ্ট পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, একটা কিছু নিয়ে তার ব্যস্ত হয়ে ওঠা প্রয়োজন। হয়ত ক্ষুধা ওকে কাজে উৎসাহ যোগাবে।

BanglaBook.org

****

পরদিন আবার কাজ শুরু করলেন এলিযাহ আর সেই মহিলা। গত রাতের সেই বুড়ো আবার হাজির হল।

"আমার হাতে কোনও কাজ নেই। আপনাদের সাহায্য করতে পারি," বলল সে। "তবে লাশ বইবার শক্তি নেই আমার।"

"তাহলে ইট আর কাঠের টুকরোটাকরা যোগাড় করো। ছাই ঝাড়ু দাও।"

কথামতো কাজ শুরু করল বুড়ো।

*

সূর্য সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছানোর পর ক্লান্ত হয়ে জমিনের উপর বসে পড়লেন এলিযাহ। লক্ষ করলেন পাশে দেবদূত বসে আছেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনতে পেলেন না। "কী দরকার? আমার প্রয়োজনের সময় আমাকে সাহায্য করতে পারেননি তিনি। এখন আর তাঁর পরামর্শের দরকার নেই আমার। আমার এখন একটাই ইচ্ছে, এই শহরটাকে আবার গুছিয়ে দেওয়া। ঈশ্বরকে দেখিয়ে দিতে চাই যে আমি তাঁর মোকাবিলা করতে পারি। তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যাব।"

জেরুজালেম খুব বেশী দূরে নয়, পায়ে হেঁটে মাত্র সাত দিনের পথ, পথে পার হবার মতো তেমন বন্ধুর জায়গা নেই; কিন্তু সেখানে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে খোঁজা হচ্ছে তাঁকে। তারচেয়ে বরং দামাস্কাসে যাওয়াটাই বোধ হয় ভালো হবে তার জন্যে, কিংবা কোনও গ্রিক শহরে স্ক্রাইবের কাজ খুঁজে নেওয়া।

একটা কিছুর স্পর্শ টের পেলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন ছেলেটা একটা ছোট পাত্র ধরে রেখেছে।

"একটা বাড়িতে এটা পেয়েছি," বলল সে। "আপনি কাজ করছিলেন, পুরস্কার পাওয়ার অধিকার রাখেন আপনি।"

আগ্রাসনের রাতের পর এই প্রথমবারের মতো ছেলেটার ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। মহিলা যেখানে ফল আর শস্য ফেলে রেখেছে দৌড়ে

BanglaBook.org

সেদিকে চলে গেল সে।

নিজের কাজে মন দিলেন এলিয়াহ। বিধ্বস্ত ঘরে ঢুকছেন, আবর্জনা সরিয়ে লাশ তুলে নিচ্ছেন, তারপর সেগুলোকে চত্বরের মাঝখানের সেই স্তূপে এনে ফেলছেন। রাখালের বেঁধে দেওয়া হাতের ব্যান্ডেজ খসে পড়েছে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। নিজের কাছে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে আত্মমর্যাদা উদ্ধার করার মতো যথেষ্ট শাক্তি তিনি রাখেন।

বুড়ো লোকটা এখন গোটা চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বর্জ্য জড়ো করছে, ঠিকই বলেছিল সে, অচিরেই শত্রুপক্ষের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, তারা বপন করেনি এমন শস্য ঘরে তোলার জন্যে। আক্রমণকারী–জীবনে একমাত্র যে নারীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন তার ঘাতকদলের–স্বার্থে খেটে মরছেন এলিযাহ। অসিরিয়রা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এমনিতেও আকবার আবার গড়ে তুলবে ওরা। তাদের প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতারা উপত্যকা, নদী, সাগরের সাথে খাপ খাইয়ে সংগঠিত কায়দায় বিভিন্ন শহরের অবস্থান স্থির করেছেন। এইসব শহরের প্রত্যেকটায় তারা একটা করে পবিত্র জায়গা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যাতে পৃথিবীর উপরে দীর্ঘযাত্রায় যাবার সময় তারা বিশ্রাম নিতে পারেন। যখন কোনও শহর ধ্বংস হয়, আকাশ ভেঙে পড়ার একটা ঝুঁকি সব সময়ই রয়ে যায়।

কিংবদন্তী আছে যে শত শত বছর আগে আকবারের পত্তনকারী উত্তর দিক থেকে এই দিক দিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক এখানেই ঘুমনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি, নিজের জিনিস কোথায় রেখে গেছেন তার চিহ্ন রাখতে জমিনের উপর একটা খাড়া কাঠের দণ্ড বসান তিনি। পরদিন যখন দেখলেন বিদায় নিতে পারছেন না, চট করে বিশ্বজগতের অভিপ্রায় বুঝে গেলেন; অলৌকিক ঘটনা যেখানে ঘটেছে সেখানে একটা চিহ্ন রাখার জন্যে একটা পাথর বসালেন। বুঝতে পারলেন বসন্ত কাল এসে গেছে প্রায়। আস্তে আস্তে গোত্রগুলো পাথর ঘিরে থিতু হতে শুরু করল। তারপর আকবারের কূয়োর জন্ম হল।

গভর্নর একবার এলিযাহকে খুলে বলেছিলেন যে ফিনিশিয় রীতি অনুসরণ করে প্রত্যেকটা শহর হচ্ছে *তৃতীয় বিন্দু*, স্বর্গের ইচ্ছার সঙ্গে মর্ত্যের ইচ্ছের সেতুবন্ধনের উপাদান। মহাবিশ্ব নিজেই বীজকে গাছে পরিণত করে, মাটি তাকে বেড়ে উঠতে দেয়, মানুষ তা ঘরে তুলে শহরে নিয়ে যায়, সেখানে দেবতাদের জন্যে নির্ধারিত প্রাসাদ পবিত্র পাহাড়ের নিচে এনে রাখার আগে পবিত্র করা হয়। খুব বেশী ভ্রমণ না করলেও এলিযাহ জানেন পৃথিবীর অনেক জাতিই এই একই

BanglaBook.org

ধরনের বিশ্বাস লালন করে।

অসিরিয়রা পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের খাবার বিহীন ফেলে রাখার ভয় করছে; মহাবিশ্বের ভারসাম্য নষ্ট করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না তাদের।

"এটা প্রভু–যিনি আমাকে বিরাট ঝামেলার মাঝে ফেলে দিয়েছেন—আর আমার ইচ্ছের একটা লড়াই হয়ে থাকলে, এমন কেন ভাবছি আমি?"

আগের দিন ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করার সময় অনুভব করা সেই শিহরণ আবার ফিরে এল। একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুলে যাচ্ছেন তিনি। অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না।

BanglaBook.org

****

আরও একটা দিন পার হয়ে গেল। বেশীর ভাগ লাশই জড়ো করা হয়ে গেছে, এমনি সময়ে আরেকজন মহিলা এল।

"আমার কাছে খাবার মতো কিছু নেই," বলল সে।

"আমাদের কাছেও নেই," জবাব দিলেন এলিযাহ। "গতকাল আর আজ একজনের খাবার তিনজনে মিলে ভাগ করে খেয়েছি আমরা। দেখ, কোথাও খাবারের খোঁজ পাও কিনা, তারপর আমাকে জানাও।"

"সেটা কেমন করে জানতে পারব?"

"বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করো। ওরা সবই জানে।"

এলিযাহকে পানি সাধার পর থেকে ছেলেটা যেন জীবনের খানিকটা স্বাদ ফিরে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এলিযাহ তাকে বুড়োকে আবর্জনা আর ময়লা জড়ো করার কাজে সাহায্য করতে বলেছিলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে সেকাজে ব্যস্ত রাখতে পারেননি। চত্বরের কোণে অন্য বাচ্চাদের সাথে এখন খেলছে সে।

"এটাই ভালো। বড় হয়ে ওঠার পর মাথা ঘামানোর সময় পাবে সে।" কিন্তু কাজ করতে হবে এই অজুহাতে ছেলেটাকে গোটা একটা রাত অনাহারে রেখেছেন বলে এতটুকু দুঃখ বোধ করলেন না এলিযাহ; তিনি ওর সঙ্গে অশুভ খুনে যোদ্ধাদের শিকার গরীব কোনও এতীমের মতো আচরণ করলে শহরে ঢোকার সময় ছেলেটা যে বিষণ্নতার ভেতর ডুবে গিয়েছিল সেটা থেকে আর কখনওই বেরিয়ে আসতে পারত না। এবার এলিযাহ ঠিক করলেন তাকে কয়েকদিনের জন্যে একা রেখে যাবেন যাতে সে কী ঘটেছে নিজেই তার একটা জবাব খুঁজে বের করতে পারে।

"বাচ্চারা কীভাবে সবকিছু জানবে?" খাবার চেয়েছিল যে মহিলা জানতে চাইল সে।

"নিজেই জিজ্ঞেস করে দেখ।"

এলিযাহকে সাহায্যকারী মহিলা আর বুড়ো লোকটা দেখল মহিলা রাস্তায় খেলায় ব্যস্ত বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছে। একটা কিছু বলল ওরা। হাসি মুখে

BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়াল মহিলা। তারপর চত্বরের একটা কোণ ঘুরে উধাও হয়ে গেল।

"বাচ্চারা জানে এটা আপনি জানলেন কী করে?" জানতে চাইল বুড়ো লোকটা।

"কারণ একসময় আমি ছোট ছেলে ছিলাম। আমি জানি বাচ্চাদরে কোনও অতীত নেই," বললেন তিনি। আবার রাখালের সাথে কথোপকথনের কথা ভাবলেন। "আগ্রাসনের রাতে ভয় পেয়েছিল ওরা, কিন্তু এখন আর শহরের ব্যাপারে চিন্তিত নয়। শহরটা এক বিরাট পার্কে পরিণত হয়েছে, এখানে ওরা কেনাওরকম ঝামেলা ছাড়াই আসা যাওয়া করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই ওরা আকবারের অবরোধের জন্যে প্রস্তুতির অংশ হিসাবে তুলে রাখা খাবারের দেখা পেয়েছে।

"একটা বাচ্চা সব সময় বড়দের তিনটে জিনিস শেখাতে পারে: কোনও কারণ ছাড়াই সুখি হওয়া, একটা কিছু নিয়ে সব সময়ই ব্যস্ত থাকা আর যেটা চায় সেটা সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে দাবী করা। সেই বাচ্চাটার কারণেই আকবারে ফিরে এসেছি আমি।"

*

সেদিন বিকেলে আরও বয়স্ক নর-নারী লাশ সংগ্রহের কাজে সাহায্য করতে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। বাচ্চারা মরাখেকো পাখির দলকে তাড়িয়ে দিয়ে কাঠের টুকরো আর কাপড় নিয়ে এল। রাত নেমে আসার পর লাশের বিশাল স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিলেন এলিযাহ। আকবারের জীবিত বাসিন্দারা আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে নীরবে ভাবতে লাগল।

কাজটা শেষ হওয়ার পরপরই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেন এলিযাহ। কিন্তু ঘুমানোর আগে সকালের সেই অনুভূতিটা আবার ফিরে এল: একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তাঁর মনে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। আকবারে শেখা কোনও ব্যাপার নয় এটা, বরং প্রাচীন একটা কাহিনী, যে গল্প সব কিছুকেই অর্থবহ করে তোলে বলে মনে হয়।

*

আর যাকোব তথায় একাকী রহিলেন এবং এক পুরুষ প্রভাত পর্যন্ত তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি যাকোবের শ্রোণিফলকে আঘাত করিলেন। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়।

BanglaBook.org

যাকোর কহিলেন, আপনি আমাকে আর্শীবাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না। পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব। তিনি কহিলেন, তিনি যাকোব নামে আর আখ্যাতি হইবে না, কিন্তু ইসরায়েল নামে আখ্যাত হইবে, কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।

BanglaBook.org

****

চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলের এলিযাহ, আকাশের দিকে তাকালেন। এটাই সেই কাহিনী যার খোঁজ মিলছিল না!

বহুদিন আগে জ্যাকব শিবির খাটিয়েছিলেন, রাতের বেলায় কেউ একজন তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করে ভোর পর্যন্ত মারপিট করেন তাঁর সঙ্গে। জ্যাকব মারামারি করতে রাজি হয়েছিলেন, যদিও তিনি জানতেন তাঁর প্রতিপক্ষ আসলে স্বয়ং প্রভু। সকালে তখনও তিনি পরাস্ত হননি; কেবল ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ রাজি হওয়ার পরেই লড়াই থেমেছিল।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই কাহিনী প্রবাহিত হয়ে এসেছে যাতে কেউ কখনও ভুলে না যায়: *অনেক সময় ঈশ্বরের সাথে সংগ্রাম করাটা জরুরি হয়ে পড়ে।* প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের কোনও না কোনও সময়ে ট্র্যাজিডির আবির্ভাব ঘটে; সেটা কোনও শহরের ধংস হতে পারে, হতে পারে সন্তানের মৃত্যু, প্রমাণহীন অভিযোগ, চিরকালের জন্যে পঙ্গু করে দেওয়া কোনও অসুস্থতা। সেই মুহূর্তে ঈশ্বর কাউকে চ্যালেঞ্জ করেন তাঁর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে এবং তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে: "কেন তুমি এমন তুচ্ছ আর কষ্টে ভরা অস্তিত্বকে আঁকড়ে ধরে আছ?"

এই প্রশ্নের জবাব যার জানা নেই সে হাল ছেড়ে দেবে, আর অন্যরা যারা অস্তিত্বের অর্থের খোঁজ করে ঈশ্বরকে অবিবেচক বলে মনে করে সে নিজের নিয়তিকে চ্যালেঞ্জ করবে। এমন একটা মুহূতেই স্বর্গ থেকে বিভিন্ন ধরনের আগুন নেমে আসে–ঘাতক আগুন নয়, বরং যে আগুন প্রাচীন দেয়াল ভেঙে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে তাঁর সত্যিকারের সম্ভাবনা তুলে ধরে। কাপুরুষরা কখনও নিজেদের হৃদয়কে এই আগুনে জ্বলে উঠতে দেয় না; তারা কেবল চায় পরিবির্তিত পরিস্থিতি যেন চট করে আবার আগের মতো হয়ে যায়, যাতে তারা তাদের জীবন যাপন করতে পারে, প্রথাগতভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। তবে যারা সাহসী তারা পুরোনো যা কিছু ততে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এমনকি বিশাল মানসিক কষ্ট, ঈশ্বরসহ সবকিছু পরিত্যাগ করে সামনে এগিয়ে যায়।

BanglaBook.org

"সাহসীরা সব সময়ই একগুঁয়ে।"

স্বর্গ থেকে ঈশ্বর সন্তোষের হাসি দেন, কারণ এটাই তাঁর ইচ্ছা ছিল: যেন প্রতিটি লোক নিজ হাতে জীবনের দায়িত্ব তুলে নেয়। কারণ, শেষ বিচারে তিনি তাঁর সন্তানদের সবচেয়ে বড় পুরুস্কার দিয়েছেন: বেছে নেওয়ার ক্ষমতা আর তাদের ভূমিকা নির্ধারণ।

কেবল যেসব নারী-পুরুষের হৃদয়ে পবিত্র আগুনের অস্তিত্ব রয়েছে তারাই তাঁর মোকাবিলা করতে পারে। একমাত্র তারাই তাঁর ভলোবাসার পথে ফিরে আসার পথ চেনে, কারণ তারা বোঝে ট্র্যাজিডি কোনও শাস্তি নয় বরং একটা চ্যালেঞ্জ।

মনে মনে নিজের প্রতিটি পদক্ষেপ বিচার করে দেখলেন এলিযাহ। কাঠমিস্ত্রির দোকান ছেড়ে বিনা দ্বিধায় তিনি মিশন গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তব হলেও–তেমনই মনে হয়েছিল তাঁর–কখনওই যেপথ তিনি বেছে নেননি সেটা কেমন দেখার সুযোগ পাননি, কারণ নিজের পথ, ভক্তি আর ইচ্ছা হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা করেছেন তিনি। সাধারণ মানুষের পথ ধরে চলাটাকে বিপজ্জনক মনে করেছেন–হয়ত তিনি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন, যা দেখছেন তাতে আমোদ পাবেন। এটা বুঝতে পারেননি যে তিনিও আর পাঁচজনের মতো সাধারণ মানুষ, এমনকি তিনি দেবদূতদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেও আর সময়ে সময়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ পেলেও; নিশ্চিতভাবেই কী চেয়েছেন জানতেন তিনি, তাদের সঙ্গে একই রকম আচরণ করেছেন যারা জীবনে কখনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়নি। সন্দেহ থেকে, পরাজয় থেকে, সিদ্ধান্তহীনতার মুহূর্ত থেকে পালিয়েছেন তিনি।। কিন্তু প্রভু ছিলেন উদার, তিনি তাঁকে অনিবার্যের গহ্বরে নিয়ে এসেছেন। তাকে দেখাতে চেয়েছেন যে মানুষকে বেছে নিতেই হবে–এবং মেনে নেওয়া নয়–নিয়তিকে বেছে নিতে হবে। অনেক অনেক বছর আগে এমনি এক রাতে জ্যাকব তাঁকে আশীর্বাদ না করে ঈশ্বরকে বিদায় নিতে দেননি। তখনই প্রভু বলেছিলেন: *"তোমার নাম কী?"*

আসল কথা হচ্ছে একটা নাম থাকা। জ্যাকব জবাব দেওয়ার পর ঈশ্বর তাকে ইসরায়েল নাম দিয়েছেন। জন্ম থেকেই প্রত্যেকের একটা নাম থাকে, কিন্তু সেই জীবনকে অর্থ দেওয়ার জন্যে সে যে শব্দ বেছে নিয়েছে সেই শব্দে তাকে দীক্ষিত করতে হবে।

"আমি আকবার," বলেছিল মহিলা।

শহরের ধ্বংস আর তাঁর ভালোবাসার মহিলার মৃত্যু তাঁর যে একটা নাম প্রয়োজন সেটা জানা এলিযাহর দরকার ছিল। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের নাম

BanglaBook.org

রাখলেন তিনি *মুক্তি*।

দাঁড়িয়ে সামনের চত্বরের দিকে তাকালেন তিনি: যারা জীবন হারিয়েছে তাদের ছাইয়ের উপর ধোঁয়া উড়ছে এখনও। ওদের শবদেহে আগুন ধরিয়ে এক দেশের এক প্রাচীন প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি, যে প্রথার দাবী মৃতদেহকে একটা নতুন সমস্যার জন্য একটা নতুন সমাধানের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি কোনও রকম পাপের অনুভূতি বোধ করছেন না। ঈশ্বর করুণায় অকৃপণ; আর যাদের বেপরোয়া হওয়ার সাহস নেই তাদের বেলায় কাঠিন্যের দিক থেকে অটল।

আবার চত্বরের দিকে তাকালেন তিনি: যোদ্ধাদের কেউ কেউ এখনও ঘুমায়নি। আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, যেন আগুন তাদের সমস্ত স্মৃতি, তাদের অতীত, আকবারের দুইশো বছরের শান্তি আর জাড্য গ্রাস করে নিচ্ছে। ভয় আর আশার সময় শেষ হয়ে গেছে: এখন আছে কেবল পুনর্গঠন বা পরাজয়।

এলিযাহর মতো তারাও তাদের জীবনের জন্যে একটা নাম বেছে নিতে পারে, *সমন্বয়, প্রজ্ঞা, প্রেম, তীর্থ*–আকাশের তারার মতোই অনেক নাম আছে বেছে নেওয়ার জন্যে, কিন্তু প্রত্যেকটার প্রয়োজন জীবনকে একটা অর্থ দেওয়ার জন্যে।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রর্থনা করলেন এলিযাহ, "আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, হে প্রভু। কিন্তু সেজন্যে অনুতপ্ত নই। এই কারণেই আমি জানতে পেরেছি যে আমি ঠিক পথেই রয়েছি, কারণ আমার সেই রকমই ইচ্ছে ছিল, বাবা বা মা, বা দেশের রেওয়াজ বা আপনি আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন বলে নয়।

"হে প্রভু, এই মুহূর্তে আপনার কাছেই ফিরে যাব আমি। আমি আপনার স্তুতি করতে চাই আমার ইচ্ছার শক্তি দিয়ে, নতুন করে পথ বেছে নিতে জানে না এমন কারও কাপুরুষতার সাহায্যে নয়। কিন্তু আপানি যাতে আমার মাঝে আপনার জরুরি মিশন জানাতে পারেন সেজন্যে আমাকে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব যতক্ষণ না আপনি আমাকে আশীর্বাদ করছেন।"

আকবার নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে। এলিয়াহ যাকে ঈশ্বরের প্রতি চ্যালেঞ্জ ভেবেছেন আসলে সেটা তাঁর সঙ্গে তার নতুন সাক্ষাৎ।

BanglaBook.org

****

খাবারের খোঁজ জানানো সেই মহিলা আবার পরদিন সকালে হাজির হল। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন মহিলা রয়েছে।

"আমরা কিছু খাবারের খোঁজ পেয়েছি," বলল সে। "অনেকে মারা গেছে আবার অনেকে গভর্নরের সাথে পালিয়ে যাওয়ায় আমাদের পুরো এক বছর চলার মতো খাবার রয়ে গেছে।"

"খাবার বিলি করার দিকটি দেখাশোনা করার জন্যে বয়স্ক লোকদের খুঁজে বের করো," বললেন এলিয়াহ। "সংগঠনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের।"

"বয়স্করা বেঁচে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।"

"তারপরেও ওদের ডাকো।"

মহিলা যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, তাকে থামালেন এলিযাহ।

"তুমি হরফ ব্যবহার করে কীভাবে লিখতে হয় জান?"

"না।"

"আমি শিখেছি। তোমাকে শেখাতে পারব। শহর দেখাশোনা করার কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্যে এই জ্ঞান লাগবে তোমার।"

"কিন্তু অসিরিয়রা ফিরে আসবে।"

"ওরা এলে শহরের ব্যাপার স্যাপার দেখাশোনা করার জন্যে আমদের সাহায্য প্রয়োজন হবে তাদের।"

"শত্রুর জন্যে কেন তা করব আমরা?"

"যাতে আমরা প্রত্যেকে জীবনের একটা নাম দিতে পারি। শত্রু আমাদের শক্তি পরীক্ষার একটা অজুহাত মাত্র।"

*

এলিযাহর অনুমান মতোই এল বয়স্করা।

"আকবার তোমাদের সাহায্য চায়," তাদের বললেন তিনি। "সেজন্যে তোমাদের বুড়ো হওয়ার বিলাসিতা খাটবে না; আমাদের প্রয়োজন তারুণ্য—যেটা

BanglaBook.org

তোমাদের ছিল, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছ।"

"কোথায় তা খুঁজতে হবে জানা নেই আমাদের," ওদের একজন বলল। "বলীরেখা আর বিভ্রমের মাঝে তা হারিয়ে গেছে।"

"কথাটা ঠিক না। তোমাদের কখনওই কোনও রকম বিভ্রান্তি ছিল না। এবং এটাই তোমাদের তারুণ্যকে মাঝপথে হারিয়ে যেতে দিয়েছে। এখন সেটা আবার খুঁজে বের করার সময় হয়েছে, কারণ আমাদের একটা সাধারণ স্বপ্ন আছে: আকবারকে আবার গড়ে তুলতে হবে।"

কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করব?"

"আগ্রহ দিয়ে।"

বিষাদের আড়ালে চলে গেল চোখগুলো। নিরুৎসাহ আরও একবার ঝিলিক মেরে উঠল। ওরা এখন আর বাতিল নাগরিক নয়, যারা বিচার প্রত্যক্ষ করে আর দিনের শেষে একটা কিছু নিয়ে আলাপ করার বিষয় খোঁজে। এখন তাদের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশন রয়েছে। এখন ওদের প্রয়োজন।

ওদের ভেতর যারা শক্তিশালী তারা এখনও দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি থেকে ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র আলাদা করে এখনও যেসব বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো মেরামত করল। বয়স্করা পোড়া লাশের ছাই মাঠে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করল যাতে আগামী ফসল তোলার সময় শহরের মৃতদের স্মরণ করা হয়; অন্যরা শহরময় অগোছালভাবে রাখা শস্য মওজুদ আলাদা করার দায়িত্ব নিল, রুটি বানাল, কূয়ো থেকে পানি তুলল।

BanglaBook.org

****

দু'রাত পরে সব বাসিন্দাদের চত্বরে জড়ো করলেন এলিযাহ। এখন বেশীর ভাগ আবর্জনা থেকেই মুক্ত। মশাল জ্বালানো হয়েছে। কথা শুরু করলেন তিনি।

"আমাদের আর কোনও উপায় নেই," বললেন তিনি। "বিদেশীদের জন্যে একাজ ফেলে রাখতে পারি, কিন্তু তার মানে হবে ট্র্যাজিডির কারণে নিজেদের জীবন নতুন করে গড়ে তোলার একমাত্র সুযোগ হাতছাড়া করা।

"কয়েকদিন আগে আমাদের পোড়ানো লাশের ছাই বসন্তে নতুন করে জন্মানো গাছে পরিণত হবে। আগ্রাসনের রাতে যেসব ছেলে হারিয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাস্তায় দৌড়ে চলা অসংখ্য ছেলেমেয়েতে পরিণত হবে আর নিষিদ্ধ জায়গায় হানা দিয়ে, অচেনা বাড়িঘরে ঢুকে মজা করবে। এপর্যন্ত বাচ্চারাই কেবল যা ঘটেছে সেটা অতিক্রম করতে পেরেছে, কারণ ওদের কোনও অতীত নেই–ওদের কাছে বর্তমানই গুরুত্বপূর্ণ। তো ওদের মতো করার চেষ্টা করব আমরা।"

"কেউ কি তার মন থেকে ক্ষতির কষ্ট দূর করতে পারে?" জানতে চাইল এক মহিলা।

"না। তবে সে একটা কিছু জিতে নেওয়ার মাঝে আনন্দ খুঁজে পেতে পারে।"

দূর পঞ্চম পাহাড়ের চূড়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন এলিযাহ। চিরকালের মতো বরফে ঢাকা। দেয়াল ধ্বংস হওয়ায় চত্বরের মাঝখান থেকেই এখন দেখা যাচ্ছে।

"আমি একজন মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যদিও তোমরা মনে করে দেবতারা পঞ্চম পাহাড়ের ওই মেঘের আড়ালে বাস করেন। আমার ঈশ্বর শক্তিশালী বা ক্ষমতাবান, সেটা নিয়ে তর্কে যেতে চাই না; আমরা আমাদের অমিল নিয়ে নয় বরং মিল নিয়ে কথা বলব। ট্র্যাজিডি আমাদের একটা একক আবেগে এক করেছে: হতাশা। কেন এমন একটা ঘটনা ঘটল? কারণ আমরা ভেবেছিরাম যে সবকিছুর জবাব মিলে গেছে আর আমাদের আত্মায় স্থির হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। আমরা আর কোনও পরিবর্তন মেনে নিতে পারিনি।

"আমি আর তোমরা সবাই বণিক সম্প্রদায়ের অংশ, কিন্তু আমরা যোদ্ধার মতো আচরণ করতেও অভ্যস্ত," বলে চললেন তিনি। "আর যোদ্ধা সব সময়ই জানে কোনটা যুদ্ধের উপযোগি। সে এমন কোনও জিনিসের জন্যে লড়াই করতে যায় না যার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, সে কখনও উস্কানির পেছনে সময় নষ্ট করে না।

"একজন যোদ্ধা পরাজয় মেনে নেয়। একে সে নিস্পৃহভাবে নেয় না বা তাকে বিজয়ে রূপান্তরের প্রয়াস পায় না, এবং সেজন্যে নিঃসঙ্গতায় বেপরোয়া হয়ে ওঠে না। সব মিটে যাওয়ার পর সে নিজের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করে, সব কিছু নতুন করে শুরু করে। একজন যোদ্ধা জানে যুদ্ধ অনেক সংঘাতের যোগফল; সে এগিয়ে চলে।

"ট্র্যাজিডি ঘটে। আমরা তার কারণ আবিষ্কার করতে পারি, অন্যদের দোষ দিতে পারি, ভাবতে পারি ওসব ঘটনা না ঘটলে জীবন কত ভিন্ন রকম হতে পারত। তবে একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ: ওসব ঘটে। সুতরাং যেতে দাও। এখান থেকে আমাদেরকে অবশ্যই ওগুলোর কারণে আমাদের মনে জেগে ওঠা ভয়কে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে, তারপর আবার গড়ে তুলতে হবে।

"তোমরা সবাই নতুন করে নিজেদের নাম রাখবে, ঠিক এই মুহূর্ত থেকে শুরু করবে। এটা হবে পবিত্র নাম, একটামাত্র শব্দে তোমরা যার জন্যে যুদ্ধ করার কথা ভেবেছ তাকে এক করবে। নিজের জন্যে *মুক্তি* বেছে নিয়েছি আমি।"

কিছুক্ষণ নীরব রইল চত্বর। তারপর যে মহিলা প্রথম এলিযাহকে সাহায্য করতে এসেছিল সে উঠে দাঁড়াল।

"আমার নাম *পুনর্মিলন,* " বলল সে।

"আমার নাম *প্রজ্ঞা,*" বলল একজন বয়স্ক লোক।

যে বিধবার ছেলেকে এলিযাহ ভালোবেসেছিলেন সে চিৎকার করে উঠল, "আমার নাম *হরফ।*"

চত্বরের লোকজন হাসিতে ফেটে পড়ল। ছেলেটা বিব্রত হয়ে বসে পড়ল।

"কেমন করে কারও নাম *হরফ* হতে পারে?" আরেকটা ছেলে চিৎকার করে উঠল।

এলিযাহ বাধা দিতে পারতেন, তবে ছেলেটারই আত্মরক্ষা করতে শেখা উচিত।

"কারণ আমার মা তাই লিখেছিল," বলল ছেলেটা। "যখনই আমি কোনও

BanglaBook.org

হরফ দেখি মায়ের কথা মনে পড়ে।"

এটা কোনও হাসির সময় নয়। এক এক করে, আকবারের এতীম, বিধবা আর বয়স্ক লোকজন তাদের নাম বলল। সবার শেষ হলে এলিযাহ সবাইকে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে বললেন: পরদিন সকালে তাদের আবার কাজ শুরু করতে হবে।

ছেলেটার হাত ধরলেন তিনি, তারপর দুজনে মিলে চত্বরের সেই জায়গাটার দিকে গেলেন যেখানে তাঁবু বানানোর জন্যে কয়েক টুকরো কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

সেরাতে নিজেকে *বিবলস* লেখা শেখাতে লেগে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

****

দিন গড়াল সপ্তাহে। আকবারের চেহারা বদলে যাচ্ছে। ছেলেটা ঝটপট হরফ লেখা শিখে গেছে। এরই মধ্যে অর্থপূর্ণ শব্দ বানাতে শিখেছে; মাটির ফলকে শহর পুনর্নির্মার্ণের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে এলিযাহ।

মাটির ফলকগুলো কোনওমতে বানানো আভেনে পোড়ানোর পর সিরামিকে পরিণত করে একটা বয়স্ক দম্পতির হেফাযতে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন বিকেলের শুরুতে এলিযাহ বয়স্কদের ছেলেবেলায় তারা কী কী দেখেছেন সেই গল্প বলার অনুরোধ করেন এবং যত বেশী সম্ভব গল্প লিখে রাখেন তিনি।

"আমরা আকবারের স্মৃতি এমন জিনিসের উপর লিখে রাখব আগুন যাকে পোড়াতে পারবে না," ব্যাখ্যা করলেন তিনি। "একদিন আমাদের ছেলেরা আর তাদের ছেলেরা জানবে পরাজয় মেনে নেওয়া হয়নি, অনিবার্যকে অতিক্রম করা হয়েছে। এটা তাদের জন্যে উদাহরণ হিসাবে কাজ করতে পারবে।"

প্রতি রাতে ছেলেটাকে শেখানোর পর এলিযাহ বিরান শহরের হেঁটে বেড়ান যতক্ষণ না জেরুজালেমমুখি রাস্তার কাছে পৌঁছান। চলে যাবার কথা ভাবেন। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়ান।

বিশাল কাজটা দাবী করছে বর্তমান মুহূর্তের প্রতিই গুরুত্ব দেবেন তিনি। তিনি জানেন আকবারের বাসিন্দারা পুনর্নির্মার্ণের বেলায় তাঁর উপর ভরসা করে আছে। একবার ওদের হতাশ করেছেন তিনি। শত্রপক্ষের জেনারেলের মৃত্যু ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু এভাবে যুদ্ধও এড়াতে পারেননি। ঈশ্বর সব সময়ই তাঁর সন্তানদের দ্বিতীয় সুযোগ দেন, তাঁবে অবশ্যই এই নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি ক্রমে ছেলেটার বেশ ভক্ত হয়ে উঠেছেন, তাকে শুধু বিবলসের হরফই নয় প্রভুর ধর্ম আর তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রজ্ঞাও শেখাতে ইচ্ছে করছে।

তারপরেও তিনি একথা ভুলে যাননি যে তাঁর নিজের দেশে বিদেশী রাজকন্যা আর বিদেশী দেবতা শাসন করছেন। এখন আর জ্বলন্ত বাণী নিয়ে কোনও দেবদূত আসার নেই। যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারেন তিনি। যা ইচ্ছে

BanglaBook.org

করতে পারেন।

রোজ রাতে চলে যাবার কথা ভাবেন তিনি। স্বর্গের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করেন:

"জ্যাকব সারা রাত লড়াই করেছেন। ভোরে তাঁকে আশীর্বাদ করা হয়েছে। আমি মাসের পর মাস আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করছি, কিন্তু আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। কিন্তু নিজের চারপাশে তাকালে আপনি জানতে পারবেন যে আমি জিতে যাচ্ছি: আকবার ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে জেগে উঠছে, অসিরিয়দের হাতে যাকে ছাই আর ধূলোয় পরিণত করেছিলেন আপনি।

"আপনি আমাকে আর আমার পরিশ্রমের ফলকে আশীর্বাদ না করা পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব। একদিন আপনাকে আমার প্রশ্নের জাবাব দিতে হবে।"

*

নারী আর শিশুরা মাঠে পানি নিয়ে যাচ্ছে, যেন অন্তহীন খরার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে ওরা। একদিন বৈরী সূর্যটা যখন সবার মুখের উপর আগুন ঢালছে, এলিযাহ শুনতে পেলেন কে যেন বলছে, "আমরা বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছি, এখন আর সেরাতের দুঃখের কথা মনে করতে পারি না। আমরা এমনকি এটাও ভুলে গেছি যে অসিরিয়রা সিদন, টায়ার, বিবলস আর ফিনিশিয়ার বাকি অংশ দখল করে ফিরে আসবে। এটা আমাদের জন্যে ভালোই হয়েছে।"

"কিন্তু আমরা শহর আবার গড়ে তোলার কাজে বেশী করে মনযোগ দেওয়ায় মনে হচ্ছে সবকিছু আগের মতো রয়ে গেছে। আমরা আমাদের চেষ্টার ফল দেখতে পাচ্ছি না।"

কী শুনেছেন খানিকক্ষণ সেটা ভাবলেন এলিযাহ। তারপর নির্দেশ দিলেন প্রতিদিনের কাজের শেষে সবাই পঞ্চম পাহাড়ের নিচে জড়ো হয়ে একসঙ্গে সূর্যাস্ত দেখবে।

বেশীরভাগই এত ক্লান্ত ছিল যে তারা কোনও বাক্য বিনিময় করল না, তবে এটা বুঝতে পারল যে আকাশের মেঘের মতো ভাবনাকে লক্ষ্যহীনভাবে উড়ে যেতে দেওয়ার একটা গুরুত্ব আছে। এভাবে সবার মন থেকে উৎকণ্ঠা পালিয়ে যায় এবং তারা আগামী দিনের জন্যে অনুপ্রেরণা আর শক্তি খুঁজে পায়।

BanglaBook.org

****

এলিয়াহ্ জেগে উঠে বললেন আজ তিনি কাজ করবেন না।

"আমাদের দেশে আজ প্রায়শ্চিত্তের দিন।"

"আপনার আত্মায় তো কোনও পাপ নেই," বলল এক মহিলা। "আপনি আপনার সাধ্যমতো করেছেন।"

"কিন্তু রীতি তো মানতে হবে। আমি তা মানব।"

মহিলারা গেল মাঠে পানি পৌঁছে দিতে। বয়স্ক লোকগুলো দেয়াল খাড়া করা আর দরজা জানালার জন্যে কাঠ ঠিক করতে চলে গেল। ছোট ছোট ছেলেরা খুদে ইটের ছাঁচ বাননোর কাজে সাহায্য করতে লাগল। ওগুলো পরে আগুনে পোড়ানো হবে। মনে অসীম আনন্দ নিয়ে ওদের কাজ দেখতে লাগলেন এলিযাহ। তারপর আকবার থেকে বেরিয়ে এসে উপত্যকার উদ্দেশে হাঁটতে লাগলেন।

লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটছেন আর ছেলেবেলায় শেখা প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করে চলেছেন। সূর্য এখনও পুরেপুরি ওঠেনি, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে উপত্যকার উপর মাথা তুলে দাঁড়ানো পশ্চিম পাহাড়ের বিশাল অংশটা দেখা যায়। ভয়ঙ্কর একটা অশুভ অনভূতি বোধ করলেন তিনি। ইসরায়েলের ঈশ্বর আর ফিনিশিয়ার দেবতাদের লড়াই বহু প্রজন্ম, হাজার হাজার বছর ধরে ধরে চলবে।

*

এক রাতে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেবদূতের সাথে কথা বলার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। তবে আকবারের ধংসের পর আর তিনি স্বর্গ থেকে কোনও ওহি পাননি।

"হে প্রভু, আজ প্রায়শ্চিত্ত দিবস, আপনার বিরুদ্ধে আমার শেষের অপরাধ অনেক বড়," জেরুজালেমের দিকে ফিরে বললেন তিনি। "কারণ নিজের শক্তি বিস্মৃত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম আমি। যখন দৃঢ় চিত্ত হওয়ার কথা তখন

BanglaBook.org

আমি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছি। আমি সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছি, কারণ ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভয় করছিলাম। আমি সময়ের আগেই হার মেনে নিয়েছি। তো যখন আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কথা তখন আমি ব্লাসফেমি করেছি।

"তারপরেও হে প্রভু, আমার কাছেও আপনার অপরাধের একটা বিরাট ফর্দ আছে। আপনি আমাকে প্রয়োজনের চেয়েও বেশী কষ্ট দিয়েছেন, এই জগত থেকে আমার ভালোবাসার পাত্রীকে তুলে নিয়ে গেছেন। আমাকে স্বাগত জানানো শহরকে ধংস করেছেন। আমার অনুসন্ধানকে বিভ্রান্ত করেছেন। আপনার কঠোরতা আপনার প্রতি আমার প্রেম প্রায় বিস্মৃত করার অবস্থা করেছে। আমি যখন আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, আপনি আমার লড়াইয়ের মূল্য গ্রহণ করেননি।

"আমরা আমার পাপের ফর্দের সাথে আপনার অপরাধের ফর্দের তুলনা করলে আপানি দেখবেন আপনি আমার কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আজ যেহেতু প্রায়শ্চিত্তের দিন আপনি আপনার ক্ষমা মঞ্জুর করুন। আমিও আপনাকে ক্ষমা করে দেব, যাতে আমরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা হাওয়া বইল। তিনি দেবদূতকে বলতে শুনলেন, "আপনি বেশ ভালো কাজ করেছেন, এলিযাহ। ঈশ্বর আপনার লড়াই গ্রহণ করেছেন।"

এলিযাহর চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। সেজদায় গিয়ে উপত্যকার উষর মাটিতে চুমু খেলেন তিনি।

"এসেছেন বলে ধন্যবাদ, কারণ এখনও আমার মনে একটা সন্দেহ রয়ে গেছে: এ কাজটা কি পাপ নয়?"

দেবদূত বললেন, "কোনও যোদ্ধা তার গুরুর সাথে লড়াই করলে তাকে কি অপমান করা হয়?"

"না। এটাই তার শেখার কৌশলগুলো জানার একমাত্র উপায়।"

"তাহলে চালিয়ে যান, যতদিন না প্রভু আপনাকে ইসরায়েলে ফিরিয়ে নিচ্ছেন," বললেন দেবদূত। "উঠুন, আপনার সংগ্রামের যে একটা অর্থ আছে সেটা প্রমাণ করে চলুন, কারণ আপনি জানেন কীভাবে অনিবার্যের স্রোতকে অতিক্রম করা যায়। অনেকেই এতে পথ চলেছে এবং স্থির হয়েছে; অন্যরা বিভিন্ন জায়গায় ভেসে গেছে, সেজন্যে তারা নির্ধারিত ছিল না। কিন্তু আপনি আত্মমর্যাদার সঙ্গে পারাপারকে মোকাবিলা করেছেন; আপনি আপনার বাহনের পথকে ঠিকমতো পথ দেখিয়েছেন এবং দুঃখকে কাজে পরিণত করেছেন।"

"আপনি অন্ধ হওয়াটা কত দুঃখজনক," বললেন এরিযাহ। "নইলে দেখতে

BanglaBook.org

পেতেন কীভাবে এতীম, বিধবা আর বয়স্ক লোকজন একটা শহর গড়ে তুলতে পেরেছে। অচিরেই এটা আবার আগের মতো হয়ে উঠবে।"

"তাই কি হওয়ার কথা না," বললেন দেবদূত। "মনে রাখবেন জীবন বদলানোর জন্যে অনেক চড়া দাম দিয়েছে ওরা।"

হাসলেন এলিযাহ। দেবদূত ঠিকই বলেছেন।

"যাদের দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেইসব লোকের মতোই আপনি বিরাট কাজ করেছেন। একই ভুল আবার করবেন না। নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যাবেন না।"

"আমি ভুলব না," দেবদূত ফিরে আসায় উৎফুল্ল এলিযাহ জবাব দিলেন।

BanglaBook.org

****

এখন আর উপত্যকা দিয়ে ক্যারাভানগুলো আসছে না। অসিরিয়রা পথঘাট ধংস করে দিয়েছে। বাণিজ্য পথ বদলে দিয়েছে। দিনের পর দিন বাচ্চারা ধংসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া দেয়ালের একমাত্র টারেট বেয়ে উঠছে; ওদের উপর দিগন্তের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শত্রুবাহিনীকে আসতে দেখলে শহরকে সতর্ক করতে হবে তাদের। এলিযাহ তাদের মর্যাদার সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।

তারপর তিনি বিদায় নিতে পারবেন।

কিন্তু একেকটা দিন যাচ্ছে আর কেবলই মনে হচ্ছে আকবার তাঁর জীবনেরই একটা অংশে পরিণত হয়ে গেছে। সম্ভবত জেযেবেলকে সিংহাসন থেকে বিতাড়ন করা তাঁর মিশন নয়, বরং বাকি জীবন তাঁকে এখানেই এইসব লোকের সাথে থাকতে হবে। বিজয়ী অসিরিয়দের কাজের লোকের দায়িত্ব পালন করে যেতে হেবে। তিনি বাণিজ্য পথ আবার চালু করবেন, শত্রপক্ষের ভাষা শিখবেন এবং বিশ্রামের সময়গুলোতে লাইব্রেরির দেখাশোনা করবেন, প্রতিদিনই আরও শেষ হয়ে আসছে ওটা।

যেখানে ইতিমধ্যে সময়ের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া এক রাতে শহরটা শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছে, এখন মনে হচ্ছে একে আগের চেয়েও সুন্দর করে গড়ে তোলা সম্ভব। পুননির্মান পরিকল্পনায় রয়েছে রাস্তা আরও প্রশস্ত করা, আরও মজবুত করে ছাদ বানানো, এবং দূরের জায়গাগুগুলোয় দ্দয়ো থেকে পানি নিয়ে আসার একটা কুশলী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাঁর নিজের আত্মাও স্থির হয়ে আসছে। রোজই বয়স্কদের কাছে নতুন কিছু জানতে পারছেন তিনি। বাচ্চচাদের কাছে শিখছেন। নারীদের কাছে শিখছেন। স্রেফ চলে যাবার অক্ষমতার কারণেই আকবার ছেড়ে যায়নি যারা সেই দলটাই এখন একটা উপযুক্ত যোগ্য সুশৃঙ্খল দলে পরিণত হয়েছে।

"এরা এভাবে সাহায্য করতে পারবে জানলে গভর্নর ভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতেন; তাহলে আর আকবার ধংস হত না।"

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত ভাবলেন এলিযাহ, তারপর দেখলেন ভুল হয়েছে তাঁর। আকবারের ধংস হওয়ার প্রয়োজন ছিল যাতে করে সবাই তাদের সত্তার ভেতরে সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে পারে।

অসিরিয়দের প্রাণের কোনও চিহ্ন দেখা যাওয়া ছাড়াই মাসের পর মাস পেরিয়ে যেতে লাগল। আকবারের কাজ প্রায় শেষের পথে। এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারছেন এলিযাহ। মহিলারা কাপড়ের টুকরাটাকরা জুড়ে নিজেদের জন্যে নতুন পোশাক বানিয়েছে। বয়স্ক লোকেরা বাসাবাড়ি মেরামত করছে, শহরের পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থার দেখভাল করছে। বললেই সাহায্য করছে বাচ্চারা, তবে সাধারণত খেলাধুলা করেই দিন কাটায় ওরা। এটাই বাচ্চাদের সবচেয়ে বড় কাজ।

এককালে রসদপত্রের গুদাম ঘর ছিল এমন একটা জায়গায় নতুন করে বানানো ছোট একটা পাথুরে ঘরে ছেলেটাকে নিয়ে থাকেন এলিযাহ। রোজ রাতে আকবারের বাসিন্দারা মূল চত্বরের একটা অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে ছেলেটার পাশে বসে জীবনের আগের দিনে শোনা গল্প বলে। ছেলেটা মাটির ফলকে সবকিছু লিখে রাখে যেগুলো পরদিন আগুনে পোড়ানো হয়। ওদের চোখের সামনেই লাইব্রেরি বড় হয়ে উঠছে।

ছেলে হারানো সেই মহিলাও এখন বিবলসের হরফ শিখছে। এলিযাহ যখন দেখলেন সে শব্দ আর বাক্য বানতে পারছে তিনি তাকে বাকি লোকদের বর্ণমালা শেখানোর দায়িত্ব দিলেন। এভাবে অসিরিয়রা ফিরে এলে তাদের দোভাষী বা শিক্ষক হিসাবে কাজে লাগানো যাবে।

"ঠিক এটাই ঠেকাতে চেয়েছিলেন প্রধান পুরোহিত," একদিন বিকেলে বলল এক বুড়ো। নিজের নাম নিয়েছে সে *সাগর*, কারণ সাগরের মতোই বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হতে চায় সে। "বিবলসের হরফ পঞ্চম পাহাড়ের দেবতাদের হুমকি দেওয়ার জন্যে টিকে থাকবে।"

"অনিবার্যকে ঠেকাতে পারে কে?" জবাব দিলেন এলিযাহ।

দিনের বেলায় খেটে মরে আকবারের লোকেরা, একসঙ্গে সূর্যাস্ত দেখে, আর রাতে গল্প বলে।

নিজের কাজ নিয়ে এলিযাহ গর্বিত। প্রতিটি দিন পার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এনিয়ে আরও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছেন তিনি।

পাহারার দায়িত্বে থাকা একটা ছেলে ছুটে নেমে এল।

"দিগন্তে ধূলি দেখেছি!" উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। "শত্রুরা ফিরে আসছে!"

BanglaBook.org

টারেটে উঠলেন এলিযাহ, দেখলেন খবরটা ঠিক। মনে মনে আন্দাজ করলেন আগামীকাল নাগাদ আকবারের তোরণে পৌছে যাবে ওরা।

সেদিন বিকেলে শহরবাসীদের তিনি বললেন একসঙ্গে সূর্যাস্ত না দেখে তারা যেন চত্বরে মিলিত হয়। দিনের কাজ শেষ হওযার পর জমায়েতের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ওরা ভীত হয়ে পড়েছে, বুঝতে পারলেন।

"আজ আমরা অতীতের কোনও গল্প বলব না, আকবারের ভবিষ্যতের কথাও বলব না," বললেন তিনি। "আমরা নিজেদের কথা বলব।"

কেউ কোনও কথা বলল না।

"কিছু দিন আগে আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। সেরাতে আমরা সবাই যা বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু স্বীকার করতে চাইনি সেটাই ঘটে গেছে। আকবার ধংস হয়ে গেছে। অসিরিয় বাহিনী চলে যাবার পর আমাদের সেরা মানুষগুলো মারা গেছে। যারা পালিয়ে গেছে তারা বুঝতে পেরেছিল এখানে থাকাটা হবে নিরর্থক। চলে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল ওরা। কেবল যারা বয়স্ক, বিধবা আর এতীম–মানে যাদের কোনও দাম নেই তারাই রয়ে গেছে।

"নিজেদের দিকে তাকাও; চত্বরটা এখন আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। দালানকোঠা অনেক বেশী মজবুত। খাবার আমাদের মাঝে ভাগাভাগি করা হচ্ছে। সবাই বিবলস লেখা শিখছে। এই শহরের কোথাও মাটির ফলকের সংগ্রহ রয়েছে যেখানে আমরা আমাদের গল্প লিখে রেখেছি। অনাগত প্রজন্ম আমরা যা করেছি তা মনে রাখবে।

"আজ আমরা জানি যে বয়স্ক, বিধবা, এতীমরাও চলে গেছে। তাদের জায়গায় তারা রেখে গেছে, উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর সর্বকালের তারুণ্য, তারা তাদের জীবনের নাম আর অর্থ দিয়েছে।

"নতুন করে গড়ে তোলার প্রতিটি মুহূর্তে আমরা জানতাম যে অসিরিয়রা ফিরে আসবে। জানতাম একদিন আমাদেরকে ওদের হাতে শহর তুলে দিতেই হবে এবং শহরের সাথে আমাদের প্রয়াস, আমাদের ঘাম, একে আগের চেয়ে আরও সুন্দর দেখার আনন্দও তুলে দিতে হবে।"

আগুনের আলো কয়েকজনের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রুকে আলোকিত করে তুলেছে। এমনকি বাচ্চারাও, সাধারণত প্রতিটি সভার সময় খেলাধূলো করে কাটায় ওরা, তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। এলিয়াহ বলে চললেন।

"এতে কিছু এসে যায় না। আমরা প্রভুর প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি, কারণ আমরা চ্যালেঞ্জ আর তাঁর সংগ্রামের মর্যাদা গ্রহণ করেছিলাম। সেই রাতের আগে তিনিই আমাদের এই বলে তাগিদ দিয়েছিলেন, 'হাঁট!' কিন্তু

BanglaBook.org

আমরা তাঁর কথা শুনিনি। কেন?

"কারণ আমাদের প্রত্যেকে আগেই যার যার ভকিষ্যত স্থির করে ফেলেছিলাম। আমি শুধুই জেযেবেলকে সিংহাসন থেকে উৎখাতের কথা ভেবেছি, এখন যে মেয়েটি পুনর্মিলন নামে পরিচিত সে নাবিক হতে চেয়েছিল, প্রজ্ঞা জীবনের বাকি দিনগুলো স্রেফ চত্বরে বসে মদ খেয়ে পার করে দিতে চেয়েছিল। আমরা জীবনের পবিত্র রহস্যে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, সেদিকে তেমন একটা গুরুত্ব দিইনি।

"তারপর প্রভু আপন মনে ভাবলেন: *ওরা হাঁটবে না? তাহলে ওদের অনেক লম্বা সময়ের জন্যে বসে থাকতে দাও!*

"এবং কেবল তারপরেই আমরা তাঁর বাণী বুঝতে পারলাম। অসিরিয়দের ইস্পাতের ফলা আমাদের তরুণদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কাপুরুষতা ভাসিয়ে নিয়ে গের আমদের বয়স্কদের। এখন ওরা যেখানেই থাকুক না কেন, অলসই আছে। ঈশ্বরের অভিশাপ মেনে নিয়েছে তারা।

"আমরা অবশ্য প্রভুর সঙ্গে লড়াই করেছি, ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের জীবনের ভালোবাসার নারীপুরুষের সাথে সংগ্রাম করেছি। কারণ ঐশী শক্তির সাথে এই সংগ্রামই আমাদের আশীর্বাদ করে, আমাদের বড় করে তোলে। আমরা ট্র্যাজিডির ভেতর থেকে আসা সুযোগটা লুফে নিয়েছি আর তাকে দিয়ে আমাদের কর্তব্য পালন করেছি, প্রমাণ করেছি আমরা *হাঁটার* নির্দেশ পালন করতে পারি। এমনকি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও আমরা একসঙ্গে আগে বেড়েছি।

"এইসব মুহূর্তে ঈশ্বর আনুগত্য দাবী করেন। কিন্তু এমন মুহূর্তও আছে যখন তিনি আমাদের পরীক্ষা করতে চান, আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসা উপলব্ধি করার চ্যালেঞ্জ করেন। আমরা আকবারের দেয়াল মাটির সাথে মিশে যাওয়ার সময় সেটা বুঝতে পেরেছিলাম: ওগুলো দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং আমাদের প্রত্যেককে যার যার ক্ষমতা বুঝতে দিয়েছে। আমরা জীবন সম্পর্কে ভাবনা বাদ দিয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করেছি।

"ফলাফল চমৎকার।"

এলিযাহ দেখলেন লোকজনের চোখ আবার চকচক করছে। ওরা বুঝতে পেরেছে।

"আগামীকাল বিনা যুদ্ধে আকবারকে তুলে দেব আমি; আমার যখন ইচ্ছে চলে যেতে পারি আমি। কারণ প্রভু আমার কাছে যা প্রত্যাশা করেছিলেন আমি সেটাই করেছি। কিন্তু আমার রক্ত, ঘাম এবং আমার একমাত্র জানা ভালোবাসা

BanglaBook.org

এই শহরের মাটিতে মিশে আছে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এখানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি, একে আবার ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে। তোমাদের ইচ্ছে মতো সিদ্ধান্ত নাও, তবে একটা কথা ভুলে যাও সবাই, যেমন বিশ্বাস করো তার চেয়ে অনেক ভালো তোমরা।

"সুযোগের সদ্ব্যবহার করো, ট্র্যাজিডি এটা তোমাদের দিয়েছে; সবার সেটা করার যোগ্যতা থাকে না।"

সভা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন এলিয়াহ। ছেলেটাকে বললেন দেরি করে ফিরবেন তিনি। সে যেন তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে।

*

মন্দিরে চলে এলেন তিনি। একমাত্র এই জায়গাটিই ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, নতুন করে নির্মাণের প্রয়োজন পড়েনি, যদিও অসিরিয়রা মূর্তিগুলো নিয়ে গেছে। যথেষ্ট সম্মানের সাথেই তিনি প্রথা অনুযায়ী একজন পূর্বপুরুষ যেখানে একটা ছুরি গেঁথে আর তুলতে পারেননি সেই জায়গায় রাখা পাথর স্পর্শ করলেন।

তিনি ভাবলেন কীভাবে তাঁর নিজ দেশে এখানকার মতো এমন একটা জায়গা জেযেবেল নির্মাণ করেছেন আর তাঁর জাতির একটা অংশ বাআল আর তাঁর দেবতাদের সামনে নতজানু হচ্ছে। আরও একবার সেই অশুভ ভাবনাটা খেলে গেল তাঁর মনে, ইসরায়েলের প্রভু আর ফিনিশিয়ার দেবতাদের এই যুদ্ধ আরও অনেক দিন চলবে, কল্পনা দিয়ে যা বোঝা যায় তারচেয়েও বেশী। একটা দিব্য দর্শনে তিনি দেখতে পেলেন তারামণ্ডলী সূর্যের উপর দিয়ে যাচ্ছে আর দুই দেশের উপরই মৃত্যু আর ধ্বংস বর্ষণ করছে। বিচিত্র ভাষায় কথা বলা লোকজন ইস্পাতের পশুর পিঠে করে চলেছে আর মেঘের ভেতর লড়াই করছে।

"এমন নয় যে এখনই এটা আপনি দেখতে পাবেন, কারণ সেই সময় এখনও আসেনি," দেবদূতকে বলতে শুনলেন তিনি। "জানালা দিয়ে রাতের দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

কথামতোই করলেন এলিযাহ। পূর্ণিমার চাঁদ আকবারের পথঘাট আর বাড়িঘর আলোকিত করে তুলেছে। রাত গভীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি শহরবাসীর কথাবার্তা আর হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এমনকি অসিরিয়দের প্রত্যাবর্তনের মুখেও লোকজন ইচ্ছেশক্তি বাঁচিয়ে রেখেছে, জীবনের একটা নতুন পর্যায়ের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।

BanglaBook.org

একটা অবয়ব দেখতে পেলেন তিনি। বুঝতে পারলেন তিনি যাকে ভালোবেসেছিলেন এটা সেই মহিলা। এখন নিজ শহরের ভেতর দিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। হাসলেন তিনি, মুখে তার ছোঁয়া অনুভব করলেন।

"আমি গর্বিত," মহিলা যেন বলছে বলে মনে হল। "আকবার এখনও সত্যিকার অর্থে সুন্দর।"

কাঁদতে ইচ্ছে করল তাঁর, তারপর ছেলেটার কথা মনে পড়ল। মায়ের জন্যে এক ফোঁটা অশ্রুও ফেলেনি সে। কান্না চেপে নতুন করে মনে মনে ভাবলেন কাহিনীর সবচেয়ে সুন্দর অংশটার কথা, ওরা একসঙ্গে থেকেছেন, তোরণে দেখা হওয়ার পর থেকে মাটির ফলকে সে *ভালোবাসা* কথাটা লেখা পর্যন্ত। আরও একবার মহিলার পরনের পোশাক দেখতে পেলেন তিনি। তার চোয়াল, নাকের চমৎকার ছাঁট।

"তুমি বলেছিলে তুমিই আকবার। তো, আমি তোমার যত্ন নিয়েছি, তোমার ক্ষত সারিয়ে তুলেছি, তোমাকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছি। তোমার নতুন সঙ্গীদের মাঝে যেন সুখে দিন কাটে তোমার।

"তোমাকে একটা কথা বলতে চাই: আমিও আকবার ছিলাম, কিন্তু সেটা আমার জানা ছিল না।"

মহিলা হাসছে, বুঝতে পারছেন তিনি।

"অনেক আগে মরু হাওয়া আমাদের পায়ের ছাপ মুছে ফেলেছে। কিন্তু আমার অস্তিত্বের প্রতিটি সেকেন্ডে কী ঘটেছে মনে পড়ে আমার। এখনও আমার জাগরণে ঘুমে তুমি হেঁটে বেড়াও। আমার পথে আসার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।"

মন্দিরে ঘুমালেন তিনি, মহিলা তাঁর চুলে হাত বোলাচ্ছেন বলে মনে হল তাঁর।

BanglaBook.org

****

রাস্তার মাঝখানে বিধ্বস্ত লোকজনের একটা জটলা দেখতে পেলেন বণিক সর্দার। ওদেরকে ডাকাত ভেবে ক্যারাভানকে অস্ত্র তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

"কে তোমরা?" জানতে চাইলেন তিনি।

"আমরা আকবারের লোক," উজ্জ্বল চোখের এক দাড়িঅলা লোক জবাব দিল। ক্যারাভানের নেতা লক্ষ করলেন বিদেশী টানে কথা বলছে সে।

"আকবার ধ্বংস হয়ে গেছে। সিদন আর টায়ারের সরকার আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন একটা কূয়ো খুঁজে বের করতে যাতে ক্যারাভান আবার উপত্যকার উপর দিয়ে যেতে পারে। অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ চিরকালের জন্যে ব্যহত হতে পারে না।"

"এখনও আকবার টিকে আছে," বলল লোকটা। "অসিরিয়রা কোথায়?"

"ওরা কোথায় সেটা সারা দুনিয়া জানে," হেসে বললেন ক্যারাভানের নেতা। "মাটিকে আরও উর্বর করে তুলছে। অনেক দিন ধরে পাখি আর বুনোপশুর খাবারের যোগান দিচ্ছে।"

"কিন্তু শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল ওরা।"

"জগতে শক্তি বা সেনাবাহিনী বলে কিছু নেই, ওরা কোথায় হানা দিতে যাচ্ছে সেটা যদি আমরা বের করতে পারি। আকবার ওদের এগিয়ে যাওয়ার সংবাদ পাঠিয়েছিল। সিদন আর টায়ার উপত্যকার শেষে ওদের জন্যে অ্যাম্বুশ পেতে অপেক্ষা করছিল। যুদ্ধে যারা মরেনি তাদের আমাদের নাবিকেরা দাস হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছে।"

বিধ্বস্ত লোকগুলো খুশিতে চিৎকার করে উঠল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। একই সময়ে হাসছে, কাঁদছে।

"তোমরা কারা?" বণিক আবার জানতে চাইলেন। "আর তুমি কে?' নেতার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমরা আকবারের তরুণ যোদ্ধা," জবাব এল।

BanglaBook.org

*

তৃতীয় ফসল তোলার মৌসুম শুরু হয়েছে। এলিযাহ এখন আকবারের গভর্নর। প্রথম দিকে দারুণ বিরোধিতা এসেছে; আগের গভর্নর ফিরে এসে নিজের অবস্থান পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছেন, কারণ রীতি সেটাই বলে। তবে শহরবাসী তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার গেছে। দিনের পর দিন কূয়োর পানিতে বিষ ঢেলে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছে। ফিনিশিয় কর্তৃপক্ষ শেষে তাদের দাবীর কাছে মাথা নত করেছে। আকবারের একমাত্র গুরুত্ব হচ্ছে পর্যটকদের কাছে এর সরবরাহ করা পানি। ইসরায়েলের সরকার টায়ারের এক রাজকুমারীর অধীনে রয়েছে। একজন ইসরায়েলির কাছে গভর্নরের দায়িত্ব তুলে দিতে রাজি হয়ে ফিনিশিয় শাসকগণ এক শক্তিশালী বাণিজ্যিক মৈত্রী সংহত করে তুলতে পারেন।

আবার চলতে শুরু করা বাণিজ্য কাফেলা মারফত গোটা এলাকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। ইসরায়েলের এক সংখ্যালঘু অংশ এলিযাহকে জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতক ধরে নিল। কিন্তু একটা জুৎসই মুহূর্তে জেযেবেল এই প্রতিরোধ দূর করার ব্যবস্থা নেবেন বটে। এলাকায় আবার শান্তি ফিরে আসবে। রাজকুমারি সন্তুষ্ট আছেন। কারণ তাঁর একজন ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ শেষ পর্যন্ত বিরাট মিত্রে পরিণত হয়েছেন।

*

নতুন অসিরিয় আগ্রাসনের গুজব ছড়াতে শুরু করল। আকবারের দেয়াল আবার বানানো হল। প্রতিরক্ষার নতুন কায়দা বের করা হল: টায়ার আর আকবারের মধ্যবর্তী এলাকায় পাহারাদার আর আউটপোস্টের ব্যবস্থা করা হল। এভাবে কোনও একটা শহর অবরুদ্ধ হলে অন্যটি সেনাবাহিনী পাঠাতে পারবে আর সাগর পথে খাবার পাঠানো নিশ্চিত করতে পারবে।

চোখের সামনেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠল শহর: নতুন ইসরায়েলি গভর্নর লেখার উপর ভিত্তি করে কর আর পণ্য নিয়ন্ত্রণের একটা কঠোর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। আকবারের বয়স্ক লোকেরা এই দায়িত্ব পালন করছে, তত্ত্বাবধানের নতুন কায়দা কাজে লাগাচ্ছে তারা। ধৈর্যের সঙ্গে যেকোনও সমস্যার সমাধান করছে।

মহিলারা পালা করে ফসল পরিচর্যা আর তাঁতের কাজ করছে। বিচ্ছিন্ন থাকার সময় অক্ষত রয়ে যাওয়া কাপড় পুনরুদ্ধার করতে তারা এম্ব্রয়ডারির নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছে: শহরে প্রথম বণিক এসে পৌঁছানোর পর ডিজাইন দেখে বিহ্বল হয়ে গেল। অনেক ফরমাশ দিল।

BanglaBook.org

ছেলেরাও *বিবলস* লেখার কায়দা শিখে নিয়েছে। এলিযাহ নিশ্চিত একদিন এটা ওদের কাজে লাগবে।

বরাবরের মতো ফসল তোলার আগে উৎসাহ বশে বিকেলে ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে বেরিয়ে এতগুলো বছর ধরে সীমাহীন করুণা বর্ষণের জন্যে প্রভুকে ধন্যবাদ জানান তিনি। লোকজনের শস্য-ভরা ঝুড়ি দেখেন। ওদের চারপাশে বাচ্চারা খেলে। ওদের উদ্দেশে তিনি হাত নাড়েন। ওরা তাঁর শুভেচ্ছার জবাব দেয়।

হাসিমুখে সেই পাথরটার দিকে এগিয়ে যান তিনি, যেখানে অনেক বছর আগে *ভালোবাসা* লেখা একটা মাটির ফলক দেওয়া হয়েছিল ওকে। এটা তাঁর রীতি: রোজ এখানে এসে সূর্যাস্ত দেখেন আর একসঙ্গে কাটানো প্রতিটি ক্ষণের কথা ভাবেন।

BanglaBook.org

****

অনেকদিন পর এই রূপ ঘটিল। *তৃতীয় বৎসরে এলিয়র নিকট সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি গিয়া আহাবকে দেখা দেও, পরে আমি ভূতলে বৃষ্টি প্রেরণ করিব।*

BanglaBook.org

****

এলিযাহ যে পাথরের উপর বসে আছেন সেটা থেকে দেখলেন চারপাশের দুনিয়া কেঁপে উঠছে। মুহূর্তে একেবারে কালো হয়ে গেল আকাশটা। কিন্তু অচিরেই আবার দেখা দিল সূর্যটা।

আলো দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রভুর এক দূত।

"কী হল?" জিজ্ঞেস করলেন এলিযাহ। "প্রভু কি ইসরায়েলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন?"

"না," জবাব দিলেণ দেবদূত। "তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন যে আপনি ফিরে গিয়ে তাঁর জাতিকে মুক্ত করবেন। তাঁর সঙ্গে আপনার সংগ্রামের অবসান ঘটেছে। এই মুহূর্তে তিনি আপনাকে আশীর্বাদ করছেন। তিনি সেখানে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আপনাকে।"

অবাক হয়ে গেলেন এলিযাহ।

"কিন্তু এখন, যখন আমার আত্মা শান্তির খোঁজ পেয়েছে?"

"আপনাকে একবার যে শিক্ষা দিয়েছিলাম সে কথা মনে করুন," বললেন দেবদূত। "মোজেসের উদ্দেশে প্রভুর বলা সেই কথা গুলো মনে করুন:

"আর তুমি সেই সমস্ত পথ স্মরণ রাখিবে, যে পথে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তোমার হৃদয়ে কি আছে জানিবার নিমিত্তে তোমাকে নত করেন।

তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে, উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে, তোমার যোমোষাদিম বৃদ্ধি পাইলে তোমার স্বর্ণ ও রৌপ্য বৃদ্ধি পাইলে তোমার চিত্তকে দর্পিত হইতে দিও না। এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাইও না।"

দেবদূতের দিকে তাকালেন এলিযাহ। "আকবারের কী হবে?" জানতে চাইলেন।

"আপনাকে ছাড়াই এটা টিকতে পারবে, কারণ আপনি এখানে একজন উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন। অনেক বছর তা টিকে থাকবে।"

প্রভুর দেবদূত অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

****

এলিযাহ আর ছেলেটা পঞ্চম পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলেন। বেদীর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে আগাছা জন্মেছে; প্রধান পুরোহিত মারা যাবার পর এখানে আর আসেনি কেউ।

"চলো উপরে উঠি," বললেন তিনি।

"ওখানে ওঠা নিষিদ্ধ।"

"তা নিষিদ্ধ বটে। কিন্তু তাই বলে বিপজ্জনক তো নয়।"

ছেলেটার হাত ধরে তারপর চূড়ার দিকে উঠতে শুরু করলেন তিনি। নিচের উপত্যকার দিকে তাকাতে মাঝে মাঝে থামছেন তারা। বৃষ্টির অনুপস্থিতি গোটা এলাকা জুড়ে ছাপ ফেলে গেছে। আকবারের আশপাশের চাষাবাদের জমির ব্যতিক্রম বাদে সব কিছুই মিশরের সেই মরুভূমির মতো বিরান দেখাচ্ছে।

"বন্ধুদের কাছে শুনেছি অসিরিয়রা নাকি ফিরে আসছে," ছেলেটা বলল।

"তা হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাজটার একটা দাম আছে; ঈশ্বর এভাবেই আমাদের শেখানোর জন্যে বেছে নিয়েছেন।"

"জানি না তিনি আমাদের ব্যাপারে তেমন একটা মাথা ঘামান কিনা," বলল ছেলেটা। "তঁর এত কঠিন হওয়ার কোনও দরকার ছিল না।"

"আমরা যে তাঁর কথায় কান দিচ্ছি না সেটা জানার আগে নিশ্চয়ই অন্য ব্যাবস্থা নিয়েছিলেন তিনি। আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে বড় বেশী অভ্যস্ত হয়েছিলাম। তাঁর প্রয়োজনের কথা আর ভাবিনি।"

"সেসব লেখা আছে কোথায়?"

"আমাদের চারপাশের জগতে। আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলেই তুমি জানতে পারবে কোথায়–দিনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি তাঁর বাণী আর ইচ্ছা রচনা করে চলেন। তাঁর কথা মতো কাজ করার চেষ্টা চালাও: তোমার এই জগতে আসার এটাই একমাত্র কারণ।"

"সেটা জানতে পারলে ফলকে লিখে রাখব।"

"তাই করো। তবে সবার উপরে নিজের হৃদয়ে লিখে রেখ, সেখানে তাকে

BanglaBook.org

পোড়ানো যেমন যাবে না, তেমনি ধ্বংসও করা যাবে না। যেখানে যাবে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।"

আরও কিছু সময় হাঁটলেন ওরা। মেঘের দল এখন অনেক কাছে।

"আমি ওখানে যেতে চাই না," মেঘের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ছেলেটা।

"ওগুলো কোনও ক্ষতি করবে না; ওগুলো স্রেফ মেঘ। আমার সঙ্গে এস।"

ছেলেটার হাত ধরলেন তিনি, ওপরে উঠতে লাগলেন। আস্তে আস্তে কুয়াশার ভেতর ঢুকে পড়লেন। ছেলেটা তাঁকে জড়িয়ে ধরে রাখল। খানিক পর পর তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন এলিযাহ। কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করল না ছেলেটা। চূড়ার নগ্ন পাথরের ভেতর হেঁটে বেড়াতে লাগলেন তাঁরা।

"চলুন, ফিরে যাই," ছেলেটা বলল।

জোর না করার সিদ্ধান্ত নিলেন এলিযাহ। ছেলেটা এরইমধ্যে এই ছোট জীবনে অনেক সমস্যা মোকাবিলা করেছে, ভয় পেয়েছে। ছেলেটার কথামতোই করলেন তিনি। কুয়াশা আর মেঘের ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন ওরা, আবার নিচের উপত্যকার দিকে নামতে শুরু করলেন।

"কোনও একদিন আকবারের লাইব্রেরিতে তোমার জন্যে আমি কী লিখে রেখেছি তার খোঁজ করো। এর নাম *দ্য ম্যানুয়েল অভ ওয়ারিয়র অভ লাইট।*"

"আমি কি আলোর যোদ্ধা?" জবাব দিল ছেলেটা।

"আমার নাম কী জান তুমি?" জানতে চাইলেন এলিযাহ।

"লাইব্রেরিয়ান।"

"এখানে আমার পাশে বসো," একটা পাথর দেখিয়ে বললেন এলিযাহ। "নিজের নাম ভুলে যেতে পারি না আমি। আমাকে অবশ্যই নিজের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, এমনকি এই মুহূর্তে আমি তোমার পাশে থাকার ইচ্ছে পোষণ করছি। সেজন্যেই আকবারকে আবার নির্মাণ করা হয়েছে, আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন শেখানোর জন্যে, তা যত কঠিনই মনে হোক না কেন।"

"আপনি চলে যাচ্ছেন।"

"কী করে জানলে?" অবাক হয়ে জানতে চাইলেন এলিযাহ।

"কাল রাতে মাটির ফলকে লিখেছি। কেউ একজন বলে গেছে আমাকে; মা হতে পারে, কিংবা কোনও দেবদূত হতে পারে। কিন্তু আগেই মনের ভেতর বোধটা জেগেছে আমার।"

ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এলিযাহ।

"তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পড়তে শিখে গেছ," সন্তোষের সঙ্গে বললেন তিনি।

BanglaBook.org

"তো তোমাকে আর আমার ব্যাখ্যা করার কিছু নেই।"

"আমি আপনার চোখে বিষাদের ছাপ দেখেছি। বোঝাটা কঠিন না। আমার অন্য বন্ধুরাও দেখেছে।"

"তুমি আমার চোখে যে বিষাদের ছাপ দেখেছ সেটা আমার গল্পেরই একটা অংশ। কেবল ছোট একটা অংশ অল্প কিছুদিন টিকে থাকবে। আগামীকাল আমি যখন জেরুজালেমের পথে রওয়ানা হয়ে যাব, এর আগের মতো শক্তি থাকবে না। আস্তে আস্তে তা উধাও হয়ে যাবে। বিষণ্নতা চিরকাল থাকে না যখন আমরা প্রত্যাশিত পথে হাঁটতে থাকি।"

"চলে যাওয়াটা কি সব সময়ই দরকার?"

"কারও জীবনের একটা পর্ব কখন শেষ হচ্ছে সেটা জানাটা বেশ দরকার। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও যদি তুমি তা আঁকড়ে থাক, তাহলে বাকিটুকুর মানে আর আনন্দ হারাবে। তুমি ঈশ্বরের হাতে টনক নাড়ানোর ঝুঁকি নিয়ে বসবে।"

"প্রভু খুবই কঠোর।"

"কেবল যাদের তিনি বেছে নেন তাদের বেলায়।"

*

নিচে আকবারের দিকে তাকালেন এলিযাহ। হ্যাঁ, ঈশ্বর সময়ে সময়ে অনেক কঠোর হতে পারেন বৈকি। তবে সেটা কখনওই কারও সাধ্যের অতীত হয় না: ছেলেটা জানে না ওরা সেই জায়গাতেই বসেছিলেন যেখানে এলিযাহ প্রভুর এক দেবদূতের দেখা পেয়েছিলেন এবং তাকে মৃত্যুর রাজ্য থেকে ফিরিয়ে আনার কায়দা শিখেছিলেন।

"আমার জন্যে কি তোমার খারাপ লাগবে?" জানতে চাইলেন এলিযাহ।

"আপনি বলেছেন আমরা সমানে এগোলে বিষাদ অদৃশ্য হয়ে যায়। আমার মায়ের ইচ্ছমতো আকবারকে আরও সুন্দর করে তোলার কাজ এখনও বাকি আছে। এই রাস্তায় হাঁটে ও।"

"আমাকে যখনই প্রয়োজন হবে এই জাযগাটায় চলে এস। তারপর জেরুজালেমের দিকে তাকাবে: ওখানে থাকব আমি, আমার লাইব্রেরিয়ান নামের একটা অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করব–। আমাদের মন চিরকালের জন্যে এক হয়ে গেছে।"

"সে কারণেই কি আমাকে পঞ্চম পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে এসেছেন? যাতে ইসরায়েল দেখতে পারি?"

BanglaBook.org

"যাতে উপত্যকা, শহর, অন্যান্য পাহাড়, পাথর আর মেঘমালা দেখতে পারো। প্রভু প্রায়শই পয়গম্বরদের পাহাড়ে উঠতে বলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে। তিনি কাজটা কেন করেন সব সময়ই ভেবেছি আমি। এখন উত্তরটা জানি: আমরা যখন উঁচুতে জায়গায় উঠি তখন সবকিছু ছোট দেখতে পাই।

"আমাদের জাঁক আর বিষাদ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। আমরা যাতেই উপরে উঠি জয় বা পরাজয়ের বস্তুটি নিচেই রয়ে যায়। পাহাড়ের চূড়া থেকে দুনিয়ার বিশালত্ব দেখতে পাও তুমি, জানতে পার দিগন্ত কত বিস্তৃত।"

আবার ওর দিকে তাকাল ছেলেটা। পঞ্চম পাহাড়ের চূড়া থেকে টায়ারের সৈকতকে ভিজিয়ে চলা সাগরের গন্ধ পাচ্ছে। মিশর থেকে ভেসে আসা বাতাসের শব্দ কানে আসছে।

"একদিন আমি আকবার শাসন করব," এলিযাহকে বলল সে। "বড় কী জিনিস আমি জানি। তবে শহরের প্রত্যেকটা কোণই আমার চেনা। আমি জানি কোথায় কোথায় বদলাতে হবে।"

"তাহলে বদলে ফেলো। কোনও কিছুকে অলস পড়ে থাকতে দিয়ো না।"

"এসব শেখানোর জন্যে ঈশ্বর কি এরচেয়ে ভারো কোনও পথ বেছে নিতে পারতেন না? একটা সময় গেছে যখন আমার মনে হয়েছে তিনি খারাপ।"

কিছু বললেন না এলিযাহ। অনেক দিন আগের একটা কথোপকথনের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

জেযেবেলের সৈনিকদের হাতে মৃত্যুর অপেক্ষা করার সময় একজন লেভাইয়ে পয়গম্বরের কী কথা হয়েছিল সেটা স্মরণ করলেন।

"ঈশ্বর কি খারাপ হতে পারেন?" আবার জানতে চাইল ছেলেটা।

"ঈশ্বর সর্বশক্তিমান," জবাব দিলেন এলিযাহ। "তিনি যে কোনও কিছু করতে পারেন। তাঁর জন্যে কোনও কিছুই নিষিদ্ধ নয়, কারণ তাহলে তাঁর চেয়ে শক্তিশালী একজনের অস্তিত্ব থাকত তাঁকে বিশেষ কিছু কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে। সেক্ষেত্রে আমি সেই বেশী ক্ষমতাবানের দিকেই ঝুঁকে পড়তাম, তারই উপাসনা করতাম।"

ছেলেটাকে তাঁর কথাগুলো বোঝার সুযোগ দিতে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর আবার খেই ধরলেন।

"তারপরেও, তাঁর অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি কেবল ভালো কাজগুলোই করেন। আমরা আমাদের গল্পের শেষে পৌঁছালে দেখব যে প্রায়শই ভালো জিনিসগুলো অশুভ রূপ ধরে আসে, তবে তা ভালোই হয়ে থাকে। এটা তাঁরই পরিকল্পনার অংশ– তিনি মানুষ জাতির জন্যে যা সৃষ্টি করেছেন।"

BanglaBook.org

ছেলেটার হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন তিনি, তারপর একসঙ্গে নীরবে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলেন।

*

সে রাতে এলিয়াহর হাতে মাথা রেখে ঘুমাতে গেল ছেলেটা। ভোর হতে শুরু করতেই এলিযাহ সযত্নে তাকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করতে শুরু করলেন যাতে ছেলেটার ঘুম না ভাঙে।

একমাত্র কাপড়টা পরে নিলেন তিনি। তারপর বিদায় নিলেন। চলার পথে রাস্তার উপর থেকে এক টুকরো কাঠ তুলে নিলেন তিনি। সেটাকেই ছড়ি হিসাবে কাজে লাগালেন। এটা ছাড়া না চলার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। এটা ঈশ্বরের সাথে সংগ্রামের স্মৃতি চিহ্ন, আকবারের ধংস আর পুনুনর্মাণের স্মৃতি চিহ্ন।

পেছনে না তাকিয়ে ইসরায়েলের দিকে এগোতে লাগলেন তিনি।

BanglaBook.org

****

পাঁচ বছর পরে এবার আরও বেশী পেশাদার সেনাবাহিনী *আর দক্ষ জেনারেল নিয়ে অসিরিয়া আবার আক্রমণ চালাল দেশে; টায়ার আর যেরাপাথ–অধিবাসীরা যাকে আকবার বলে ডাকে–ছাড়া আর সমস্ত ফিনিশিয় এলাকা বিদেশী আধিপত্যের অধীনে চলে গেল।*

ছেলেটা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষে পরিণত হয়ে গভর্নর হয়েছি। দেশবাসীরা তাকে একজন সাধু মনে করে। পূর্ণ আয়ূ বেঁচে মারা গেছে সে, প্রিয়জনেরা তাকে ঘিরেছিল, সারাক্ষণই বলছিল, "শহরটাকে সুন্দর আর শক্তিশালী রাখা প্রয়োজন, কারণ ওর মা এখনও এই শহরের পাথে পথে ঘুরে বেড়ায়।" ওদের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কারণে এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের প্রায় ১৬০ বছর পরেও টায়ারও যেরাপাথ ৭০১ বিসি পর্যন্ত অসিরিয় রাজা সানাচেরিবের দখলে যায়নি।

সেই সময় থেকে ফিনিশিয় শহরগুলো কখনও তাদের গুরুত্ব পুনরুদ্ধার করতে পারেনি এবং নিও-ব্যাবিলোনিয়ান, পারসিয়ান, মেসিডোনিয়ান, সেলুসিড এবং সবশেষে রোমের লাগাতার আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। তারপরেও আমাদের কালে সেগুলো টিকে আছে কারণ প্রাচীন পুরাণ অনুযায়ী প্রভু কখনও দৈবচয়নের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করেন না, তিনি বসতি দেখতে চান। টায়ার, সিদন ও বিবলস এখন লেবাননের অংশ, এমনকি এখনও যা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে আছে।

BanglaBook.org

****

ইসরায়েলে ফিরে এলন এলিযাহ, মাউন্ট কার্মেলের পাদদেশে পয়গম্বরদের আহবান জানালেন। এখানে তাঁদের দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি: যারা বাআলের উপাসনা করছেন আর যারা প্রভুকে বিশ্বাস করেন। দেবদূতের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রথম দলটাকে একটা ষাঁড় দিলেন তিনি, তাদের বললেন আকাশের দিকে তাকিয়ে ওটা গ্রহণ করার জন্যে দেবতাদের আহবান জানাতে। বাইবেলে আছে:

"পরে মধ্যাহ্নকালে এলিয় তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, উচ্চৈস্বরে ডাক; কেননা সে দেবতা, সে ধ্যান করিতেছে বা কোথাও গিয়াছে, বা পথে চলিতেছে, কিংবা হয়ত নিদ্রা গিয়াছে, তাহাকে জাগান চাই। তখন তাহারা উচ্চৈস্বরে ডাকিল এবং আপনাদের ব্যবহারানুসারে গাত্রে রক্তের ধারা বহণ পর্যন্ত ছুরিকা ও শলাকা দ্বারা আপনাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিল। আর মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে তাহারা, (বৈকালের) বলিদানের সময় পর্যন্ত তাপোক্তি প্রচার করিল, তথাপি কোন বাদীও হইল না, কেহ উত্তর দিল না, কেহ মনোযোগও করিল না।

পরে এলিয় দেবদূতের নির্দেশানুসারে উৎসর্গ করিলেন। তখন সদাপ্রভুর অগ্নি পতিত হইল বরং হোম বলি, কাষ্ঠ, প্রস্তুর ও ধূলি গ্রাস করিল এবং প্রনালস্থিত জানও চুটিয়া খাইল। আর অমনি মেঘ ও বায়ুতে আকাশ ঘোর হইয়া উঠিল ও ভারী বৃষ্টি হইল।"

সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হল গৃহযুদ্ধ। প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী পয়গম্বরদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন এলিযাহ। তাকে হত্যা করার জন্যে সর্বত্র খুঁজে বেড়াতে লাগলেন জেযেবেল। তবে পঞ্চম পাহাড়ের পুব অংশে পালিয়ে গেলেন তিনি ইসরায়েলের দিকে মুখ করে আছে যেটা।

সিরিয়রা দেশে হানা দিয়ে টায়ারের রাজকুমারীর স্বামী রাজা আহাবকে একটা আকস্মিক তীরের আঘাতে হত্যা করল, বর্মের একটা ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়েছিল সেটা। নিজের প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন জেযেবেল এবং বেশ কয়েকটি

BanglaBook.org

গণঅভ্যুত্থান আর বিভিন্ন সরকারের উত্থান-পতনের পর বন্দী হলেন। তাকে গ্রেপ্তার করতে পাঠানো লোকদের হাতে ধরা দেওয়ার চেয়ে বরং জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি।

শেষ দিন পর্যন্ত পাহাড়েই ছিলেন এলিযাহ। বাইবেল বলছে যে একদিন বিকেলে তিনি যখন উত্তারাধিকারী হিসাবে তাঁর মনোনীত পযগম্বর এলিশার সঙ্গে কথা বলছেন, "তারপর ঘোড়ায় টানা আগুনের একটা রথ এসে হাজির হল, এবং তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিল। এবং এলিযাহ একটা ঘূর্ণির ভেতর পড়ে স্বর্গে উঠে গেলেন।"

প্রায় আট হাজার বছর পরে পিটার, জেমস আর জনকে একটা পাহাড়ে ওঠার নির্দেশ দিলেন জেসাস। ম্যাথুর গস্পেল অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে জেসাস তাদের সামনে বদলে গেলেন এবং সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চেহারা, এবং তার পোশাক আলোর মতোই শাদা হয়ে গেল। আর দেখ, তারপর তাদের কাছে মোজেস আর এলিয়াস আবির্ভূত হয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।"

জেসাস মনুষ্য পুত্র পুনরুত্থিত না হওযা পর্যন্ত এই ঘটনার কথা কাহাকেও না বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন শিষ্যদের। কিন্ত তাঁরা জবাব দিয়েছিলেন যে কেবল এলিযাহর প্রত্যাবর্তন ঘটলেই সেটা ঘটবে।

ম্যাথু ১৭: ১০-১৩ আমাদের বাকি কাহিনী জানাচ্ছে:

"আর তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে এই কথা বলে জানতে চাইলেন, তাহলে স্ক্রাইবরা কেন বললেন যে আগে এলিযাহকে ফিরে আসতে হবে?

"এবং জেসাস জবাব দিলেন এব তাদের জানালেন এলিয়াস সত্যিই আগে আসবেন এবং সবকিছু ঠিক করবেন। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয়াস এরই মধ্যে এসে গেছেন, কিন্তু তারা তাকে চেন না, কিন্তু তারা তাদের ইচ্ছেমতো তার উপর কাজ করেছে।

"এইবার শিষ্যগণ বুঝতে পারলেন যে তিনি তাদের কাছে জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের কথা বলছেন।"

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

****

পাপহীন মারিয়া সন্তান ধারণ করেছেন, আমাদের জন্যে প্রার্থনা করুন যারা আপনাকে স্মরণ করে, আমেন।